Guidelines for Authors

Creatcrit (ISSN 2347-8829) is a multilingual (Assamese, Bengali, English), peer-reviewed research journal on Arts & Humanities published in January and July every year and accommodates original and unpublished articles/ papers having research values.

The main text of the article/paper shall not be more than 4000 words, and must include an abstract within 200 words in addition to 5–7 keywords.

Articles/ Papers must carry objective, hypothesis, significance of study and methodology followed in the article/paper.

Works cited in the text, notes and references conforming to the style (APA/MLA) as current in respective disciplines must be at the end of the text.

Authors must provide the name of the topic of the Article/ Paper on the top, and their name, address, email address and contact number at the top right hand corner.

Articles/Papers in Assamese/Bengali language should be in Ramdhenu/ Geetanjali font while English of Times Roman.

Name of topic, abstract and keywords of Assamese/Bengali articles/ papers shall carry English translation.

Authors are to give a declaration that the text is original and unpublished one, not sent anywhere in any form for publication.

Each of the papers received will go through a process of blind review before the experts of the respective area, and only on their recommendation, the same will be considered for publication.

Any suggestion for revision of article/paper by the reviewers will be intimated to the respective author in due course.

Authors will be given time for revision, retraction, correction of mistakes etc., and if need be another three weeks' time for correction of mistake.

Authors will be given sufficient scope to apologize for any mistake in the paper published

Authors must take utmost care to avoid plagiarism and must maintain high ethical and professional standard and research publication ethics.

Article/paper should be sent via e-mail:creatcrit@gmail.com, and mailing address for the hard copy is Dr. A.K.Singha, Dept. of Bengali, A.D.P. College, Haiborgaon, Nagaon, Assam, India. PIN: 782002.

There is no publication charge. Hard copies are available on request.

Processing fee of Rs. 1000/- may be sent to the Editor, Creatcrit. Current A/C no.35723804489 SBI, Haibargaon, IFSC-SBIN005462.

Disclaimer: Views expressed in articles/papers published in this journal are those of respective authors, not of Creatcrit. Neither the Editorial Board nor the Publisher of Creatcrit is responsible for the opinions expressed by the authors in their articles/papers. All disputes regarding the journal will be settled at the Nagaon Court, Assam, India-782001.

14
Year of start : 2014
ISSN : 2347-8829

www.creatcrit.co
Index No. - 5139
PIF(I2OR) - 3.565

Creatcrit

A multidisciplinary (Arts & Humanities) and multilingual (Assamese, Bengali, English) Peer-reviewed Journal published in every January and July.

Vol.-7, No.-2, July, 2020

Editor
N. Pattanayak

Associate Editor
Ajit Kr. Singha

Creatcrit
A Peer-reviewed Journal on Arts and Humanities

ADVISORY BOARD

Prof. Achintya Biswas
Prof. Ranjit Kr. Dev Goswami
Prof. J. K. B. Rout
Prof. A. K. Talukdar
Dr. S.U. Ahmed

EDITORIAL BOARD

Editor
Dr. Nityananda Pattanayak
09435537222 (M)
Professor, Dept. of English
Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya
Nagaon, Assam- 782001
email- creatcrit@gmail.com

Associate Editor
Dr. Ajit Kumar Singha
09435061520 (M)
Dept. of Bengali
ADP College, Haibargaon, Nagaon : Assam
email- creatcrit@gmail.com

MEMBERS

Dr. Nigamananda Das, Prof., Dept. of English, Nagaland University, Kohima. **Dr. Bhagabat Nayak,** Prof., Dept. of English, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh. **Dr. Rabin Deka,** Prof., Dept. of Sociology, Tezpur University, Tezpur. **Dr. B.C. Dash,** Prof. Dept. of English, Assam University. **Dr. M.K. Sinha,** Prof., Dept. of Economics, Nagaland University. **Dr. Manik Kar,** Former Associate Prof., Nowgong College, Nagaon. **Dr. Sanjay Bhattacharjee,** Dept. of Bengali, Gauhati University, Guwahati, **Dr. Panchanan Mishra,** Former Reader, Rajendra College Autonomous Bolangir, Odisha, Dept. of English, **Dr. Khokan Kumar Bag,** Assoc. Prof, Dept. of Bengali, Presidency University, Kolkata

Publisher : Dr. N. Pattanayak ***Cover Design :*** Prasanta Kr. Gogoi
Layout : Jatin Saikia ***Printing :*** Ajanta Press, M.G. Road, Nagaon -1

Editorial Office : Creatcrit C/O- Dr. N. Pattanayak, Gandhinagar, L.K. Road, Haibargaon, Nagaon, Assam, India. Pin- 782002
E-mail : creatcrit@gmail.com : : Website : www.creatcrit.co

২) তদেব, পৃ - ২৩০
৩) তদেব, পৃ - ৩৪৫
৪) তদেব, পৃ - ৩৪৯
৫) তদেব, পৃ - ৫৪০
৬) তথ্যদাতা — শ্রীবর্ণালী ডেকা, বয়স ৪৫ বছর। পেশা-গৃহিণী। নারিকেল বস্তি, গুয়াহাটি: আসাম।
৭) অসমর লোকসংস্কৃতি কোষ, পরমানন্দ রাজবংশী (সম্পাদিত), গুয়াহাটি: জ্যোতি প্রকাশন, ২০১৪ ইং, পৃ - ১৮৫
৮) তথ্যদাতা : শ্রীমতী সবিতারানি দাস, বয়স - ৭০ বছর। পেশা - গৃহকর্ম। ঠিকানা — গ্রাম বিদ্যানগর, পোঃ নিলামবাজার, জেলা - করিমগঞ্জ, আসাম।
৯) তথ্যদাতা : শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দাসপুরকায়স্থ। বয়স-৭৬ বছর। পেশা-কৃষিকর্ম, ঠিকানা — গ্রাম, বালিউনা, পোঃ ও জেলা - হাইলাকান্দি, আসাম।
১০) বরাক উপত্যকার ব্রতকথায় নারী পরিসর, সর্বজিৎ দাস। গুয়াহাটি : ভিকি পাবলিশার্স, ২০১১ ইং, পৃ - ৯৯-১০০।
১১) তদেব, পৃ - ১০৩
১২) তদেব, পৃ - ১০৮
১৩) তদেব, পৃ - ১১৩
১৪) তথ্যদাতা : শ্রীযুক্ত দেবাশিস দাস, বয়স - ৫৫ বছর, পেশা - কৃষিকর্ম, ঠিকানা - গ্রাম ও পোঃ - বেরেঙ্গা, জেলা - কাছাড়, আসাম।
১৫) মরাণ সমাজর রীতি-নীতি, সমাজ আরু সংস্কৃতির প্রসঙ্গত কিছু আলোচনা, সংকলন ও সম্পদনা, সূর্য হাজরিকা, গুয়াহাটি : শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র, ২০১৭ ইং, পৃ - ১১৮-১১৯।
১৬) তথ্যদাতা : শ্রীযুক্তা হেমলতা নমঃশূদ্র, বয়স-৬৫ বছর, পেশা-গৃহকর্ম, ঠিকানা — নগেন্দ্রপুর, পোঃ - বাজারঘাট, জেলা - করিমগঞ্জ, আসাম।
১৭) তথ্যদাতা : শ্রীযুক্ত বসন্ত রায়। বয়স - ৭৫ বছর, পেশা - কৃষিকর্ম, ঠিকানা - গ্রাম, বাসুদেব নগর, পোঃ - দত্তগ্রাম, জেলা - করিমগঞ্জ, আসাম।
১৮) লোকায়ত দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ - ৬২-৬৩।
১৯) পূজা পার্বণের উৎসকথা, পল্লব সেনগুপ্ত, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০১ ইং, পৃ - ৫৫।
২০) লোকায়ত দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ - ১৫৫।

বর্তমান আছে। এগুলোর উৎসভূমিতে রয়েছে নানারকম ভিত্তি প্রত্যয় তথা পার্থিব কামনা। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিচিত্র লীলাখেলা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। জন্ম-মৃত্যু, রাত্রি-দিন, চন্দ্র-সূর্য, পশু-পাখি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, প্রকৃতির নানা ঘটনা ইত্যাদি মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেইসব ঘটনাকল্পের রহস্য উদঘাটনকল্পে মানুষ এগুলোর অন্তরালে বিভিন্ন শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্যদিকে বেঁচে থাকার জন্য চাই পর্যাপ্ত খাদ্য সংস্থান। সাধারণের বিশ্বাস যেহেতু প্রাকৃতিক জৈবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয় কোনও নেপথ্য শক্তির পরিচালনায়, সেজন্য কল্পিত শক্তিটিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সৃষ্টি হয় বিবিধরকম ক্রিয়াকর্ম, আচার অনুষ্ঠান। আসামের কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদির উৎসেও সেই একই কথা।

কৃষিনির্ভর আসামবাসী কৃত ক্রিয়াচারের মূল উদ্দেশ্য ইহলৌকিক কামনার পরিপূরণ। অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণায় পারত্রিক জগতের প্রতি মনোনিবেশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু উল্লিখিত অনুষ্ঠানের মূল সত্য 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' পার্থিব কামনা পূরণার্থে কৃত এইসব অনুষ্ঠান জাদুবিশ্বাস নির্ভর। কল্পনায় প্রকৃতিকে জয় করতে পারলে, বাস্তবভাবে প্রকৃতিকে জয় করাও সম্ভবপর হবে— আদিম মানুষের এই প্রত্যয়কে বলা হয় জাদুবিশ্বাস। মাঠে ত্রিভুজের মতো আকৃতির করে ধানের গুচ্ছ স্থাপন করলে পরের বছর গুচ্ছগুচ্ছ ধান হবে, বেঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হবে, উঠোনে কৃষি সংক্রান্ত ছবি আল্পনায় আঁকলে ছবিগুলো বাস্তাবে উদ্ভাসিত হবে, হাঁস-ছাগল-মোরগ উৎসর্গ করলে শস্যধাত্রী প্রসন্ন হয়ে গোলাভর্তি ধান দেবেন কিংবা মদ্যপানের মাধ্যমে অতিন্দ্রীয় অনুভূতি লাভ করে উদ্দিষ্ট দেবতার সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়— এসব কল্পনা বাস্তবে প্রতীত হবে বলে যে বিশ্বাস, তা-ই জাদুবিশ্বাস। অসমের বিভিন্ন কৃষিমূলক ক্রিয়াচারে এই বিশ্বাস সম্পৃক্ত।

বর্ণভিত্তিক লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলো সাম্যের বাণী শোনায়। সংঘবদ্ধভাবে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে একতার সুর ধ্বনিত হয়। গ্রামীণ ঐক্যবদ্ধ জীবনাদর্শকে তা প্রতীকায়িত করে। অনুষ্ঠানের সবরকম উপকরণ বাজার থেকে কিনতে হয় না। পাড়াপড়শি থেকে সংগ্রহ করে অনুষ্ঠান পালন করা যায়। পারস্পরিক নির্ভরশীল বন্ধনের নজির এভাবে পাওয়া যায়। কৃষিজীবী আসামবাসীর জনজীবন ও জনমানসের সামগ্রিক পরিচয় লাভের জন্য উক্ত আচার-অনুষ্ঠানের বিচার-বিশ্লেষণ সেজন্য তাৎপর্যবহ।

পণ্যবাহী বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে সকল জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতি আক্রান্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবন প্রণালীর ফলে ঐতিহ্যানুগ আচার অনুষ্ঠানে বেনো জল ঢুকছে ক্রমশ। তবে হতাশ হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা মানুষের মৌলিক সৃষ্টির প্রবহমানতা সর্বকালে সর্বত্র ঘটে থাকে— অন্যভাবে অন্যরূপে বিকল্প পন্থায়। আসামের কৃষিকেন্দ্রিক ক্রিয়াচারের অভিপ্রকাশ ঘটতে থাকবে এইভাবে, গ্রহণ-বর্জনের চিরন্তন নিয়মানুসারে।

তথ্যসূত্র :

১) অসমর লোকসংস্কৃতি কোষ, পরমানন্দ রাজবংশী (সম্পাদিত), গুয়াহাটি: জ্যোতি প্রকাশন, ২০১৪ ইং, পৃ-২২২।

Contents

Creatcrit, Vol.-8, No.-1, July, 2020

- Motherhood Within Slavery: A Study of Toni Morrison's *A Mercy*
  Pujaparna Dash **1**
- Identity Crisis in Select Essays of Temsula Ao's *On Being A Naga:Essays*
  Akobou Prescila Loucü **10**
- Jibanananda Das's Poems: A Modern Craft
  Amitabh Ranjan Kanu **17**
- The Origin and Migration in the Legends of the Poumai Naga of Manipur
  R.V Weapon **22**
- *Kiju nu Kelhou (Life on This Earth)*: The Female Protagonist Portrayed as "A Typical Naga Woman."
  Thejazeno Yalie **28**
- A Multifaceted Picture of Ordinary People in a Naga Society in *The Power to Forgive And Other Stories* by Avinuo Kire
  Khriethono Lese **35**
- Self-Absorption and Deterioration in Fitzgerald's *The Beautiful And Damned*
  Meyisongla **43**
- Sexuality as a Central Tool for Male Dominance and Female Submission in Kamala Das's poem "An Introduction"
  Niya Kent **50**

- Exploring the Nitty-Gritties of Modern Marriage through Shobhaa De's *Spouse*
  K.S Mariam 57
- Problems of Urbanisation on Governance: A Review of Silchar Town
  Deepanwita Dey Purkayastha
  Debotosh Chakraborty 64
- Nativism : A Conceptual Framework
  Jalin Chetia 76
- God : A Reflection of Sweet Separation
  Sankar Chatterjee 83
- 'Immovable' of Banphul : From Jungle to Human Jungle, A Document of Human History
  Gautam Deb 88
- Vaisnav Verses and Borgit : A Comparative Study
  Sanjoy Sarkar 97
- Elements of Modernism in Manik Bandopadhyay's *Padmanadir Majhi*
  (*Boatman of the River Padma*).
  Nityananda Das 109
- Assamese Mind and Life as Reflected in Agricultured-Centric Culture and Institutions of Assam
  Sarbajit Das 119

বিকাশ বা অগ্রগতি সমানতালে ঘটেনি। অসমান উন্নতির ধারায় কোনও কোনও গোষ্ঠী এগিয়ে গেছে, কেউ কেউ আটকা পড়ে গেছে কিংবা তাদের অগ্রগতি ঘটেছে মন্থরগতিতে। ফলে একের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অন্যের কাছে ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন ব্যঞ্জনায় প্রমিত বলা যায়। মানুষের রচিত বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম-ক্রিয়াচার ইত্যাদির উৎসভিত্তি ঐন্দ্রজালিক প্রত্যয় বলে সমাজবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষের জীবনপ্রণালী ও উৎপাদন কৌশল অনুন্নত, ততদিন কাজের জন্যেই জাদুবিশ্বাসের প্রয়োজন অপরিহার্য। উক্ত আচার অনুষ্ঠানের প্রাণবস্তু হল জাদুবিশ্বাস। মানুষ যা কামনা করে ওগুলো করছে, সেই কাজটি সফল হওয়ার জন্য একটা নকল করা হচ্ছে এবং নকল যে করা হচ্ছে তা প্রধানত এই বিশ্বাস থেকেই যে, মানুষ যা করবে প্রকৃতিতে বাস্তবিকই তাই ঘটবে। আল্পনা অংকন, নাচ-গান, বিভিন্নরকম অঙ্গভঙ্গি, উপবাস, ভোজ্যগ্রাস ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াচার পালন করার মধ্যে উক্ত জাদুবিশ্বাস নিহিত। প্রাসঙ্গিক একটি মন্তব্য হল, 'শুধু কামনাই নয়, কামনা সফল হওয়ার বিশ্বাসও। সেই বিশ্বাসই হলো জাদুবিশ্বাস। প্রাচীন সমাজে নাচ-গান অবসর-বিনোদন নয়। সৌন্দর্য উপভোগ নয়। এগুলির উৎসে রয়েছে জাদুবিশ্বাস। এবং এই জাদুবিশ্বাসকে উদ্দেশ্যহীন অন্ধ সংস্কার মনে করাও ভুল হবে।'[২০] আসামের কৃষিভিত্তিক লোকাচারগুলো প্রজন্ম পরম্পরায় বাহিত সুদীর্ঘকালীন ধারার সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে সমকালীন বাস্তবতার ভিত্তিতে অবলোকন করলে এগুলোকে অন্ধবিশ্বাস বলা যায় না। বরং কামনা পরিপূরণের বিশ্বজনীন অবয়বকে আসামের জনচিত্তে অবলোকন করা যায়।

আসামের কৃষিকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্যাশ্রিত মানসিকতার একটি পরিচয় লাভ করা যায়। জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত হয় শুধুমাত্র ব্রাহ্মণশ্রেনির উপর। সমাজব্যবস্থা এই শ্রেণিকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রেখেছে। অব্রাহ্মণের সঙ্গে এদের জল অচল সম্পর্ক লক্ষিত হয়। কিন্তু সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করতে শ্রেণিপ্রসূত পুরোহিতের দরকার নেই। প্রয়োজন নেই তথাকথিত উচ্চবর্ণ বা উচ্চজাতের কোনো প্রতিনিধির। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব থেকে শুরু করে সমাপ্তি অবধি সমগ্র জায়গায় সকলের অংশগ্রহণ করতে পারেন। মহিলাকৃত ক্রিয়াচারে তারা নিজেরাই পুরোহিতের আসনে স্থিত হন। বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াচারে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবদ্য প্রস্তুতকরণের কাজ ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেউ করতে পারে না। অন্যদিকে কামনার বাস্তবায়ন নিমিত্ত সমস্ত অনুষ্ঠানে অব্রাহ্মণ সকলেই অংশ গ্রহণ করেন, কার্য সম্পাদন করেন, বর্ণভিত্তিক বিভাজনের বিপরীতে সমমনস্কতার ছবি উক্ত আচার অনুষ্ঠানে পরিদৃশ্যমান হয়। কিছু কিছু ক্রিয়াচার শুধুমাত্র মহিলাদের কৃত্য হলেও পুরুষেরা এতে ব্রাত্য নন। অনেক অনুষ্ঠান আছে যা নারী পুরুষ উভয়ে মিলে সম্পন্ন করেন। লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন এখানে নেই। সকলের জন্য সকলে মিলে অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন করে সমন্বয়বাদী মানসিকতার পরিচয় দেন।

উপসংহার

পৃথিবীর সব দেশে সব জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, পালা-পার্বণ, আচার-বিশ্বাস

অসম্ভব। তাই একই উদ্দেশ্যে, একই স্বার্থে সকলে একত্রিত থাকে। বস্তুত গ্রাম্যজীবনের আদর্শ গোষ্ঠীবদ্ধতা। অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সম্মিলিত প্রয়াস উক্ত কথার সাক্ষ্য দেয়।

উল্লিখিত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৃষিকেন্দ্রিক কামনা-বাসনা চরিতার্থতার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই কামনা সম্পূর্ণভাবে ইহলৌকিক। ঐহিক জীবনে ধান্যশস্যে সমৃদ্ধ থাকার আকাঙ্ক্ষা উক্ত অনুষ্ঠানগুলোর মূল সুর বলা যায়। কেননা যারা খেটে খাওয়া মানুষ, হাল চষতে চষতে যাদের জীবন অতিবাহিত হয়, উদ্বৃত্ত সময় এবং সম্পদ যাদের নেই— এই ধরনের জীবন পদ্ধতিতে সাধারণত অতিরিক্ত ভাব বিলাসিতার অবকাশ থাকার কথা নয়। তাদের কাছে পার্থিব জীবনই সারকথা। সমাজবিজ্ঞানী বলেন, 'যারা মাটি কামড়ে পড়েছিলো মাটির পৃথিবীটাকেই তারা সত্যি বলে মেনেছে। তাদের কাছে বার্তা বা চাষবাসের চেয়ে বড় বিদ্যা আর কিছুই ছিল না। আর তাইজন্যেই তাদের চেতনায় এই মূর্ত মাটির পৃথিবীই সবচেয়ে বড় সত্যি।'[১৮] পারলৌকিক ভাবনা-চিন্তায় অভিক্ষেপ শাস্ত্রীয় বিধিবাহিত অনুষ্ঠানাদিতে হয়তো পাওয়া যাবে। অন্যদিকে যারা নিজেদের সামগ্রিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে, অর্থাৎ প্রতিক্ষণ প্রতিদিন নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে যারা বাস্তব সংগ্রাম করে বেঁচে আসছে পারম্পর্যক্রমে, তাদের মননজগতে পার্থিবতাই মূল সত্য বলে বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। তাই তাদের চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদিও ঐহিক। আসামের কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলোতে এই ইহলৌকিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব অবলোকন করা যায়। যথাসময়ে পরিমিত বৃষ্টি, পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ ফসল উৎপাদন, পোকা-মাকড়-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির হাত থেকে ধানগাছের রক্ষা, গবাদিপশুর দৈহিক সতেজতা ইত্যাদি পার্থিব কামনার অভিপ্রকাশ উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে দৃষ্ট হয়।

কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলোতে বলি এবং নৈবেদ্য প্রদান লক্ষ করা যায়।ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিলীলার অন্তরালে কোনওরূপ শক্তি নিহিত আছে এবং তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে মানুষের আশা-ভরসা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি। সাধারণ মানুষের এরকম বিশ্বাসের ফলশ্রুতি হচ্ছে বলি বা নৈবেদ্য প্রদান। সমাজবিজ্ঞানী বলেন, 'খাদ্যের সংস্থানের জন্য অলক্ষ্য অলৌকিক শক্তি তথা দেবতার উদ্দেশে বলি নিবেদন করার অনুষঙ্গেই নব্যপ্রস্তর যুগ (যখন কৃষির পত্তন ঘটেছে) থেকে শস্য ক্ষেত্রে পশুপাখি, এমনকী নরবলি (বহুক্ষেত্রে কুমারী কন্যা) দেবার প্রথাও গড়ে উঠেছে। এটাই বিবর্তিত হয়েছে যে-কোনো 'শুভ'-কর্মে প্রথমে দেবতার উদ্দেশ্যে 'কিছু' নিবেদন করায়। এই 'কিছু' সব সময়েই যে হাঁস, মুরগি, পাঁঠা বা খরগোস, কি শূকর এমন নয়, মানুষ বলিদানও যথেষ্টই দেখা যেত।'[১৯] কল্পিত শক্তিকে তুষ্ট করা এবং তার শুভদৃষ্টিতে যাতে ফসলে সমৃদ্ধি আসে, সেজন্য আসামের কৃষিজীবী মানুষ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদিতে বিভিন্ন রকম নৈবেদ্য, বলি ইত্যাদি নিবেদন বা উৎসর্গ করে। আপাতদৃষ্টিতে বা আধুনিক রুচিবোধের নিরিখে তা-সব অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার বলে মনে হতে পারে। বলা হতে পারে, অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তির যুগে উক্ত আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রগতির নিছক অন্তরায় বৈ কিছুনয়। কিন্তু সমকালীন সমাজ বাস্তবতা, সমাজপদ্ধতি তথা ঐতিহ্যানুগ প্রবহমানের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে অন্য তথা লাভ করা যায়। মনে রাখা দরকার যে, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য মাত্রেরই বাস্তব ভিত্তি থাকতে বাধ্য। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীর সকল মানুষের

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 1–10

Motherhood Within Slavery: A Study of Toni Morrison's *A Mercy*

Pujaparna Dash
Ph.D. Scholar, Department of English, Nagaland University,
Kohima Campus-797004

Abstract: *The literary exploration of the legal objectification and commodification of human beings under the institution of slavery brings to fore, the unspeakable horrors faced by the slaves. Toni Morrison, considered the unofficial spokesperson of African American consciousness, deals with the theme of slavery in most of her books. In her A Mercy, Morrison goes back to the pre-racial society of the late 17th century America, a time when slavery was not defined by race, which later focused primarily on people of African descent, typecasting them as slaves. In this paper, the motherhood motifs have been explored focusing its delineation by female slave characters in the narrative. The study follows gender and racial methodology under the framework of postcolonial study*

Keywords: *Toni Morrison, Slavery, Motherhood. Othermother, racial.*

Slavery has always existed in multiple forms throughout history and across a wide variety of cultures. Slavery in the early Americas was ultimately powered by labour. Any system that predicated in the exploitation and extraction of labour was through violence and force. The first Negro slaves came to America in 1816 with the white settlers. For the initial two decades of their arrival, their status remained as that of indentured labourers who had bound themselves to work for masters for a specified length of time in return for plying the cost of their transport across the Atlantic. Soon however, the white settlers held black Negros even after the completion of their term of servitude and by

1840s Negro slavery gained a strong foothold as the preferred form of labour. They were cut off from their tribal and familial roots, sold in defiance of family ties and exploited sexually, physically and mentally. This brutal severance of all interpersonal and cultural relationships of slaves were later explored by various African American writers like Frederick Douglas, William Wells Brown, Harriet Beecher Stowe whose work *Uncle Tom's Cabin* was believed to be a catalyst that had caused the Civil Wars in America, among others. In this arena of African American literature, Toni Morrison occupies a very unique position in that she became the literary force that gave voice to the sufferings of black women who had to face both racial slavery and patriarchal dominion.

One of the major themes in her novel is motherhood, which she uses to challenge stereotypical assumptions and value system associated with the concept of motherhood. In an interview Toni Morrison says, "One of the nice things that women do is nurture and love something other than themselves- they do that rather nicely" (Rothstein 1987). In the western view of the institution of motherhood, it is viewed as the cause of female oppression, the reason that relegated women to the position of the second sex. However in black feminist theories, motherhood becomes the site for empowerment and of resistance. It is through motherhood that the black population under slavery were able to instil the values of self-worth and justice amongst their young ones which later became the defining power behind their struggle for freedom. In this paper the varied motifs of motherhood as depicted in Morrison's novel *A Mercy* has been explored.

Published in 2008, the ninth novel of Morrison, *A Mercy* is set against a murky and opaque time in history of America of the 1680s. The novel presents a situation of flux, a time of the consolidation of America and its ways, and a time when slavery was pre-racial. It chronicles the journey of Jacob Vaark, who like countless others, had moved to the new world to make a life for himself. Contrary to the popular trends of the time, Vaark was strangely against slavery and was uninfluenced by the growing racial prejudices of the time. The other major characters apart from Jacob Vaark are his mail order bride Rebecca and their three female slave servants-Lena, Sorrow and Florens. The entire narrative is structured around the third person narrative of each of these characters with an additional chapter voiced by Minah, Mae Floren's mother, in the last chapter of the novel, with

লক্ষ্মীর গুঁড়ি

মাঘমাসের যে-কোনও শুভদিনে 'লক্ষ্মীর গুড়ি' করা হয় বরাকে। কেউ কেউ অগ্রহায়ণ মাসেও করেন। গোলায় ধান তোলা সাঙ্গ হলে তা করা হয়। এদিন গৃহস্থী মহিলা লক্ষ্মীপুজো করেন দুপুরবেলা। বারপুজোর মতোই, তবে অল্প আড়ম্বর করে। লক্ষ্মীকে নিবেদন করেন নতুন ধানের চাল কলাপাতায় বা ধাতু নির্মিত পাত্রে। নতুন ধান আগে থেকেই রাখা হয়। অর্থাৎ ধান মাড়াইয়ের সর্বশেষ দিনের অল্প ধান আলগা করে ওইদিনই তুলে রাখা হয়। অনুষ্ঠানের আগে তা কুটানো হয়। লক্ষ্মীর গুড়িতে তা নিবেদন করে সেগুলো গুঁড়ো করা হয় এবং নানারকম পিঠেপুলি বানিয়ে সকলে মিলে খান।[১৭]

আসামে বিভিন্ন জনজাতি-জনগোষ্ঠীর বসবাস। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহমান। নানা ভাষা, নানা পরিধান—বিবিধের এই সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় মিলনের মহানতায়। কৃষি প্রধান আসামের অর্থনৈতিক ভিত্তি গ্রামাঞ্চলে নিহিত। ইট-কংক্রিটের শহুরে সংস্কৃতি আসামের গ্রামকে এখনও সেরূপ গ্রাস করেনি। ফলে পারম্পর্য ক্রমে প্রবাহিত সাংস্কৃতিক অনুশীলন সংশ্লিষ্ট ভাবপ্রবণতা এবং গোষ্ঠীগত স্বকীয় জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রামে এখনও লক্ষ করা যায়। কৃষিই যেহেতু জীবিকার প্রধান উপায়, সেজন্য কৃষিমূলক আচার-অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট গ্রাম্যজীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। উপরে উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলো সাধারণত গ্রামেই উদ্‌যাপিত হয়। গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছাপ অনুষ্ঠানগুলোতে লক্ষ করা যায়। সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও উক্ত আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণগুলো সাধারণত সংগ্রহ করা হয়। অর্থের বিনিময়ে বাজার থেকে তা ক্রয় করার প্রয়োজন হয় না। অসচ্ছল গ্রামীণ মানুষের পক্ষে যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় সর্বত্র সম্ভবপর নয়। অথবা নাগরিক জীবনের মতো ব্যাপক পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ গ্রামীণ জনজীবনে সেভাবে ঘটেনি। বরং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে তাদের প্রাত্যহিক জীবন যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা থেকে তা অনুমিত হয়।

অনুষ্ঠানের আদর্শ মিলনাত্মক। কিছু কিছু ক্রিয়াচার এককভাবে সম্পাদিত হলেও একাধিক বা দলগতভাবে তা পালিত হয়। একজনের সংকল্প করা অনুষ্ঠানে পাড়াপড়শি অন্যান্য লোকজন তাতে এসে শামিল হন। একের পার্বণ এককে অতিক্রম করে তা সকলের হয়ে ওঠে। গ্রামীণ সংঘবদ্ধ জনজীবনের ছাপ এখানে প্রতীয়মান হয়। একজনের ফসল ভালো হলে অন্যেরও তাতে লাভ। কেননা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গ্রাম্যজীবনের ধর্ম। তাই একজনের জন্য অন্যজন সুখে-দুঃখে হৃদয় প্রশস্ত করেন। সাবলীল, উদার গ্রাম্য মানুষের জীবনচিত্র তাদের অনুষ্ঠানগুলোতে লক্ষ করা যায়।

কৃষিকাজ করেন মূলত গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। তাদের নির্ভর করতে হয় প্রকৃতির অনুকূল অবস্থা, গবাদি পশুর দৈহিক সবলতা এবং নিজের সুস্বাস্থ্যের উপর। এই ব্যাপারটি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জন্যই অপরিহার্য নয়। তা সকলের। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি উভয়ই একজনের জন্য নয়, সকলের জন্য প্রতিকূল। তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া একজনের পক্ষে

কৃষিকাজের সময় গরু-মোষের প্রচণ্ড শক্তিক্ষয় হয়। এগুলো বোবা প্রাণী। দৈহিক কষ্টের কথা ব্যক্ত করতে পারে না। কিন্তু দরদি কৃষক তা অনুধাবন করতে সক্ষম। তাই ঘরে ফসল তোলার পর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাতে হপ্তুই পালন করা হয় বলে জানা যায়।[১৪]

চারা লাগানো এবং নতুন খাওয়া (গছা লোওয়া এবং ন-খুয়া)

কৃষিভিত্তিক এই দুটি ক্রিয়াচার পালন করেন আসামের মরাণ সমাজের মহিলারা। 'গছা লওয়া' অর্থাৎ চারা লাগানো। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের ক্ষেতকৃষি আরম্ভ করার সময় এই ক্রিয়াচার পালিত হয়। এদিন সহকর্মী ক'জনকে নিয়ে কৃষক মাঠে যান ভক্তের জন্য একগুচ্ছ, পূর্বপরুষের উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ, পশুপক্ষীর জন্য একগুচ্ছ ইত্যাদি স্মরণ করে মাটিতে চারা গুঁজে ধান রোপণের শুভারম্ভ করেন কৃষিজীবী পুরুষ। এদিন বাড়িতে ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়।

ন-খুয়া অর্থাৎ নতুন খাওয়া— পালিত হয় অগ্রহায়ণ মাসে। প্রথমে গুরুর নির্দেশ অনুসারে গৃহস্থ পাকা ধানের কিছু অংশ কেটে বাড়িতে আনেন। এই ধান লক্ষ্মী হিসেবে বন্দিত এবং প্রথম এই ধানকাটাকে বলা হয় 'কাচি লওয়া।' 'কাচি লওয়ার'র ধান ঝাড়াই করে শুকিয়ে চাল বানিয়ে তা সংশ্লিষ্ট গুরুর ঘরে দান করা হয়। গুরুকে না-দিয়ে নতুন চাল কেউ খান না। ফসল ঘরে তোলার পর নতুন চাল প্রথম খাওয়ার দিন আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শি সবাইকে নেমতন্ন করে এনে সকলে মিলে একত্রে খান। ধর্মীয় স্থানে বা ধার্মিক লোকজনকে নতুন চাল যথাসাধ্য দান করাও হয়।[১৫]

ব্যাঙের বিয়া

কৃষির জন্য বৃষ্টি কামনা করে বরাক উপত্যকায় পালন করা হয় ব্যাঙের বিয়া। হলকর্ষণ শুরু করার আগে কোনও একটি দিন স্থির করে পাড়াপড়শিকে বিয়ের বার্তা প্রেরণ করা হয়। সেদিন ধরে আনা হয় দুটো ব্যাঙ। দুটোকে জল দিয়ে পরিষ্কার করে একটি ব্যাঙকে পরানো হয় সিদুঁর। এরপর আরও কিছু ক্রিয়াচার সম্পন্ন করে নিকটবর্তী কোনও জলাশয়ে ব্যাঙ দুটোকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সেসময় নিম্নোক্ত ছড়াটি আবৃত্তি করা হয়—

ছিকা ভরা দই/মটকা ভরা খই
যমরাজার মা মরছে/পানি পাইতাম কই।
কালা মেঘ ধলা মেঘ বাল্লা মেঘার ভাই
এক ফুটা পানি দেরে, মেঘে ভিজি যাই।।
গুয়ার খুল, বেতের বান
ঝরঝরাইয়া মেঘ আন
এক গুটা হলদি
মেঘ নাম জলদি।।[১৬]

আসামের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ব্যাঙের বিয়ার প্রচলন আছে। উদ্দেশ্য এক, তবে পালনক্রিয়ার মধ্যে তফাত লক্ষণীয়। মরাণ জাতিগোষ্ঠীর মহিলারা পালন করেন 'ভেঁকুলীর বিয়া।'

a different person narrating every third chapter. Through this complex and shifting narrative structure, Morrison charts the complex and shifting perspectives of the Vaark household and questions the bonds, both emotional and physical between men and women and the complexity of motherhood. Similar to her other novels, in her *A Mercy* too Morrison presents a multidimensional picture of motherhood within slavery through the characters of Sorrow, Lena and Florens, each of whom depicts a different perspective on motherhood.

Through the character of Sorrow, Morrison attempts to portray a more traditional motherhood motif. Apart from her mistress Rebecca, Sorrow is the only true mother in a purely biological sense of the word. She is introduced into the narrative as the sole survivor of a shipwreck, an orphan who having suffered great physical and mental trauma is addled in her mind. Found half dead on the river bank, the "sullen, curly-headed" (Morrison 38), girl was given to Jacob in exchange, for nullifying a lumber purchase Jacob had made. After bringing her to his farmstead, Lena, Jacob's female servant discovers that Sorrow is pregnant which shows that she was sexually exploited by her previous masters. She is a mentally deranged, mongrelised character, depicted as careless and melancholic. Lena describes Sorrow as, "stupid Sorrow" (Morrison 51) as "vixen-eyed … with black teeth and a head of never groomed woolly hair." (Morrison 59). She goes through life as if in a trance headless of her surroundings. Sorrow's incompetence is further amplified by Sorrow herself in the chapters that she narrates. The readers learn of the existence of 'Twin' , Sorrow's 'identical self' (Morrison 137), whom she recollects to have met after being "deep in an opium sleep" (Morrison 138) and who is visible only to her. This strongly suggests that 'Twin' is a figment of imagination of Sorrow, further illustrating the mental instability of Sorrow. When Sorrow delivers her first baby with the help of Lena, who kills the baby as soon as it is born. Lena tells Sorrow that the baby was still born and quickly sets the child off in the river, giving her no chance to react. Sorrow on the other hand believes that her baby was alive and that Lena killed her baby in order to preserve the harmony of the Vaark farmstead wherein the child of a mentally challenged slave servant would be unwanted and unacceptable by all specially Rebecca who had recently lost yet another of her child due to fever. Even though the baby was the result of rape, for Sorrow the baby was still desirable and the loss of which is mourned by her. She is constantly

plagued by the vivid dream of her child drowning and crying out in the river. The second time that Sorrow found herself pregnant, she cleverly hides her situation from the rest of the household, and when the time comes for delivery she goes off alone into the woods and delivers the baby by herself with the help of Scully and William who happen to come across her by chance. Through these actions of the commonly perceived mentally deranged Sorrow, Morrison attempts to show the conceptual development of motherhood. Sorrow's perceptive hiding of her pregnancy, her going off into the woods alone to give birth all in order to protect her child from Lena and others like her shows her developed consciousness of wellbeing for her child. After the birth of the child Sorrow believes, "she had done something important by herself" (Morrison 157). She suddenly transforms into a loving and caring mother who attends to her duties and centres her schedule around her child. Believing in her self-worth, Sorrow no longer sees Twin, develops a sense of independence and freedom. She changes her name from Sorrow to 'Complete'- to hint that becoming a mother had made her complete. She even musters enough courage based on the "legitimacy of her new status as a mother" (Morrison 157) to attempt a conversation with Rebecca which she had never attempted before. Morrison as it seems tries to show the joys associated with motherhood through Sorrow's narrative who transforms from a deranged woman who cannot even properly dress herself to a conscious, protective mother with a work ethic and a newfound sense of self-worth. All her miseries were turned into happiness almost magically after giving birth to her second child.

The native American slave Lena of the Vaark farmstead is portrayed by Morrison as an 'othermother', women who assist bloodmothers by sharing mothering responsibilities (Troester 13-16). In *Toni Morrison and Motherhood: Politics of the Heart*, Andrea O'Reilly discusses a pattern in Morison's novel in which "other women, while not mothers themselves, are ship and safe harbour to children through the practice of othermothering" (O'Reilly 41). O' Reilly defines other mother as a close woman friend who "heals the woman by prompting her to take a journey of re-memory and reconnection" (O'Reilly 41). Not limited to relatives, othermothers help women cope with the loss of their biological mothers, which was a common pattern in slavery. Patricia Hills Collins also adopts the term othermothers to widely refer to women bonds among black women that help them

ভাঁজ করে পোঁটলার মতো বানান। বিকেল বেলা ওই পোঁটলাগুলো ধানের গোলায় ও ঢেঁকি ঘরে রাখেন। ওই মহিলারা উচ্চারণ করে বলেন—

সুন্দা মেথি বেলের ফাত
হিজা মেলে আড়াই হাত
চইলতা পাতাত ধরব কাড়ার
একেক খেত নয় নয় উগার।[১১]

ব্রতটি ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ছড়াটি লক্ষ করলে বোঝা যায় কৃষির ফসল বৃদ্ধির কামনা করা হচ্ছে।

ভদ্রচণ্ডীর ব্রত

ভদ্রচণ্ডীর ব্রত উদ্‌যাপিত হয় ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি দিন। বরাকের সধবা হিন্দু বাঙালি মহিলারা তা করেন। ধানের চারা গাছকে লক্ষ্মীস্বরূপা কল্পনা করে তার সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখা হয়। ব্রতের দিন ধার্য করে এর কিছুদিন আগে ব্রতী মহিলা ধানের বীজ এমন হিসেব করে রোপণ করেন যাতে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির সময় তা চারা দেয়। ওই চারাগাছই ব্রতের উদ্দিষ্ট দেবতা। ধানে শস্যে ঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, এই কামনা করে ব্রতটি করা হয়।[১২]

ভুলাভুলি

কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিন বিকেল বেলা মাঠের মধ্যে 'ভুলাভুলি' উদ্‌যাপন করেন বরাকের কৃষক ও রাখালেরা। ব্রতের কিছু দিন আগে থেকে সন্ধ্যার পর প্রতিবেশীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্রতধারীরা মাগন মাগেন ছড়ার সুরে গান করে। অনুষ্ঠানের দিন কৃষকরা তাদের গরু-মোষকে স্নান করিয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানে নিয়ে যান। সেখানে একটি জায়গায় কলাপাতায় করে বিভিন্ন ফলার দিয়ে নৈবেদ্য প্রদত্ত হয়। সকলে জড়ো হয়ে ছড়ার সুরে গান আবৃত্তি করেন। তা শেষ করে সকলে মিলে প্রসাদ খান। আর কলাপাতার পাঁচল দিয়ে গরু-মোষকে মারতে মারতে সেগুলো নিয়ে বাড়ি ফেরেন। গবাদি পশুর উপর অন্যের অশুভ দৃষ্টি কাটানো এবং সেগুলোর অসুখ-বিসুখ দূরীভূত হওয়ার জন্য সেগুলোকে প্রহার করার সংস্কার। তারপর খড়পোড়া ছাই পাড়িয়ে পাড়িয়ে পাড়িয়ে গরুকে গোয়ালে ঢোকানো হয়।[১৩]

কৃষিকাজে গবাজি পশুর নিত্য প্রয়োজন। তাই সেগুলোর নিরোগতা কামনা করে 'ভুলাভুলি' উদ্‌যাপন করেন কৃষকেরা।

হপ্তই

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর একদিন পর অর্থাৎ সপ্তমী তিথিতে 'হপ্তই' ক্রিয়াচার পালন করেন বরাকের হিন্দু কৃষক বা গৃহস্থরা। ওইদিন সকালবেলা গরু-মোষকে স্নান করিয়ে এনে উঠোনের তুলসীতলার পাশে বেঁধে রাখা হয়। তাদের পায়ে দেওয়া হয় ধান-দূর্বা। তারপর নতুন চালে বানানো পিটুলি পাত্রে রেখে একটি হুকোর ছিলিম তাতে চুবিয়ে গরু-মোষের সমস্ত গায়ে গোল গোল করে ছাপ দেওয়া হয়। এদিন কেউ কেউ গরু-মোষ মাঠে চরাতে নিয়ে যান না।

তারপর প্রতিবেশী মহিলাদের নিয়ে সমস্ত উঠোন জুড়ে আল্পনা আঁকেন। নতুন চালের পিটুলি বানিয়ে তা করা হয়। আল্পনার চিত্রে থাকে সাধারণত হলকর্ষে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, লক্ষ্মীর পা, ধানের গুচ্ছ, শস্য সংরক্ষণের জিনিসপত্র, লতা-ফুল, শঙ্খ ইত্যাদি। আল্পনা অংকন শেষে অর্থাৎ সন্ধ্যার পর নতুন চাল দিয়ে বানানো নানারকম পিঠেপুলি সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া করেন।[৮]

ধানহাত বা ধান্যচ্ছেদন

বরাক উপত্যকার হিন্দু বাঙালি গৃহস্থ 'ধান হাত' করেন প্রথম ধান কাটার প্রাক্কালে। পাকা ধান কাটা শুরু করার আগে পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণ নির্ণয় করে গৃহস্থ মাঠে যাবেন। কয়েকটি গুচ্ছ কেটে মাথায় করে এনে ঘরের 'ঠাকুর ঘর'-এ রাখেন। তার আগে ওইদিন স্নান করে, উপোস করে এবং শুদ্ধ বসন পরিধান করতে হয় গৃহস্থকে। মাঠে রাওয়ানা হওয়া থেকে ধান নিয়ে পুনরায় ঘরে ফেরা পর্যন্ত কারো সঙ্গে তার কথা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ। কেটে আনা ধানের গুচ্ছকে গৃহস্থী ওইদিন পুজো করবেন দুপুরবেলা। তারপর ঘরের মেঝেতে তা ঝুলিয়ে রাখবেন। সারা বছর ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকার বাসনায় ধানের গুচ্ছগুলো তুলে রাখা হয়। ধানহাত না-করে কৃষক ধান কাটা শুরু করেন না।[৯]

বাবাহরের ব্রত

বরাক উপত্যকার হিন্দু পুরুষেরা 'বাবাহরের ব্রত' বা 'বাবাহরের সেবা' পালন করেন গবাদি পশুর সবলতা কামনা করে। গরু স্ত্রী বাচ্চা দিলে তিরিশ দিন ও পুরুষ বাচ্চা দিলে একুশ দিনের পর প্রথম তিনদিনের দিন ব্রতটি করা হয়। এ ছাড়াও কোনও কিছু মানত করে ব্রত বা সেবাটি পালন করা হয়। ব্রতের উপকরণ হল— চিড়া, খই, গুড়, চিনি, কলা, ফলমূল ও গাঁজা। অনুষ্ঠান হয় সন্ধ্যার পর। বাবাহর হচ্ছেন মহাদেব। মহদেবের আসন সাজিয়ে তাঁর সামনে উপকরণগুলো কোনও পাত্রে নিবেদন করা হয়। তারপর ব্রতকথা বলে শুরু হয় গানকীর্তন। বাবাহরের গানের বিভিন্ন পর্যায় থাকে। পর্যায়ক্রমে গানগুলো গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন নিবেদিত ভোগ প্রসাদ হিসেবে আস্বাদন করে।[১০]

লাঙল ভিত্তিক কৃষিকাজে গরু-মোষ অপরিহার্য অঙ্গ। এগুলো সতেজ ও সবল না-থাকলে হলকর্ষণ ফলপ্রসূ হয় না। তাই গবাদি পশুর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা হয় উক্ত ব্রতে।

আট আনাজ ব্রত

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি ও কার্তিক মাসের পয়লা তারিখ, এই দুদিন আট আনাজ ব্রত করেন বরাক উপত্যকার হিন্দু মহিলারা। এই ব্রতের উপকরণ হল— আট রকম সব্জির ডালনা, সনের ফুল, চালতা-পাতা, বেলপাতা, সুন্দা-মেথির গুঁড়ো, তেল, ফুল, ফল ইত্যাদি। ব্রতের দিন ব্রতী মহিলা ঘট স্থাপন করেন। ঘটের সামনে আট রকম সব্জির ডালনা সহ ফল, চাহ ও কলা দিয়ে নৈবেদ্য প্রদান করেন। শনের ফুল ও বেলপাতাকে চালতা পাতার মধ্যে রেখে তা

survive and shape their subjective. The term othermother though refers to black women is adopted in this paper to include women of colour as is the case with Lena. She can be seen as an othermother to Florens, because despite their differences a mother-daughter relationship marks their relationship and together they resist the paradigms of a slave holding society that suppressed and even prohibited emotional bonds amongst slaves as they were viewed as commodity rather than as human beings. Lina is the Native American slave whose entire tribe was wiped out by small pox when she was a child. Upon being rescued by some soldiers she was taken to live among Presbyterians with whom she endured racial discriminations. Through her initial racial suffering in the hands of prejudiced people, Lina determines to rebuild herself as a strong individual who could support, help and protect others, who would be indispensable and who would have a family that she would never abandon. Thus, Lina had to "fortify herself by piecing together scrapes of what her mother had taught her before dying" (Morrison 56). An orphan herself Lina had to become her own woman first and foremost, vowing "never to betray or abandoned anyone she cherishes" (Morrison 57). Thus Lina primed herself to be a mother to others by mothering herself. Following her arrival into the Vaark household, Lena wholeheartedly accepts the family and considers herself a member of the household rather than a slave. She looks after the household, works alongside others in the fam and provides steady female companionship to her mistress Rebecca. When her mistress loses her children in infancy Lena mourns alongside Jacob and Rebecca and through her actions becomes a indispensable part of the household just like she had wanted for herself. However despite it she still hankered for someone to call her very own, whom she could mould, guide and protect. Following the arrival of Florens into the household, Lena immediately takes her under her wing. She gets emotionally attached to Florens and considers her as a daughter and draws parallel between herself and Florens in order to establish herself as a mother. She goes on to describe Florens as "a quiet, timid, version of herself" (Morrison 71), who could read, write, trustworthy and was deeply grateful for every shred of affection. However in the chaos of Jacob Vaark's untimely death and her mistress's Rebecca's illness, the ever protective Lena sends her adored Florens alone in search of the 'Blacksmith', a former employee of Jacob Vaark who had medicinal knowledge. Lena had always protected Florens from everything that she viewed as a threat

and Lena was particularly vehement in protecting Florens from the Blacksmith. However in order to protect their precarious position in the society, they being herself, Sorrow and Florens, who would face an uncertain future if their mistress also died, Lena is forced to sacrifice Florens by sending her alone to find the Blacksmith which she knew would result in the loss of Florens' independence as a woman and would emotionally scar her for life.

Florens, the last and the only Negro slave of the Vaark household is though not a mother biologically, presents a different perspective on motherhood through her experiences and past history. Through the portrayal of Florens, Morrison explores the feelings of inferiority manifested as a result of a decision made out of maternal love. Within the narrative, Morrison makes sure to keep Florens in the dark regarding the true nature of her mother's reason to give her up, while heightening the irony of Florens' situation in the last chapter of the narrative wherein Minah Mae, Florens' biological mother narrates the situation and actions that lead to her giving up her daughter to Jacob Vaark. Florens was brought from the D'Ortega farm at the age of twelve in lieu of a failed payment. Through the narrative of Jacob and Florens herself, we are made aware of the fact that Minah Mae, Florens mother, herself offered up her daughter for sale, she in fact begged on her knees to Jacob to choose Florens instead of her as a form of payment from D'Ortega. For Florens this act of her mother was an act of abandonment. She believed that her mother preferred her younger brother over her and saw her as a nuisance. This believed abandonment of her mother fostered a deep sense of inferiority complex in Florens. She recurrently had a dream throughout the narrative when her mother gives her up in which she focuses only on her mother's act of offering her instead of the reason behind her act, "Her baby boy is still at her breast. Take the girl, she says, my daughter she says. Me. Me." (Morrison 7). This recurrent dream, her sense of abandonment and inferiority feelings made receiving love and approval of others her main purpose in life. Many times she dreams that her mother tries to tell her something, but in her mind there is only one thing she cares- her mother choose the little boy over her.

According to Alfred Adler, the Austrian doctor and psychologist, inferiority feeling is related to the problem of self-esteem and its negative effect on human health. He opines "the growing infant takes into account all the impression he receives, those from his own body and

তুলে মাটিতে আছাড় মারেন। এরপর একে অন্যের গায়ে জল ছিটায় আর বৃষ্টি এলো, বৃষ্টি এলো, বৃষ্টি এলো বলে ধ্বনি দেয়।[৫]

রংকের পূজা কামনামূলক ক্রিয়াচার। মাটিকর্ষণের জন্য বৃষ্টি অপরিহার্য। তাই এই ক্রিয়াচার সম্পাদিত হয় বৃষ্টির আগমন প্রার্থনা করে।

মিনুচি লিদুরবা

'মিনুচি লিদুরবা' একটি কৃষি সংক্রান্ত ক্রিয়াচার। ভাঁড়ারে শস্য তোলা উপলক্ষে তা পালন করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসের যে-কোনোদিন অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করেন অসমিয়া চুতিয়া জনগোষ্ঠীর লোকেরা। এই ক্রিয়াচারের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ হল — কলাপাতা, তাম্বুল-পান, তিনটি ধানের গুচ্ছ, ফলমূল ইত্যাদি। উদ্‌যাপনের দিন গৃহস্থ/গৃহস্থী বর্ণিত উপকরণগুলো একটি কলাপাতায় নিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দুয়ারে রেখে উদ্দিষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা জানান। তারপর ধানের তিনটি গুচ্ছ ভাঁড়ারের যে কোনও একটি কোণায় সযত্নে রেখে চলে আসেন।

ধনধান্যের দেবী লক্ষ্মী চুতিয়াদের 'মিরুচি'। 'মিরুচি'কে উদ্দেশ্য করে তাঁরা পালন করে 'মকচ্ছিবা'। এটি নতুন চালের পূজা। 'মিনুচি লিদুরবা' সম্পন্ন করে এই পর্বটি পালন করা হয়। নতুন ধানের চালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর তা ভোজ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 'মিনুচি লিদুরবা' না-করে গোলায় ধান তোলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি 'মকচ্ছিবা'র আগে নতুন চাল খাওয়া বারণ।[৬]

রংসুগালা

'রংসুগালা' আসামের গারো জনগোষ্ঠীরা উদ্‌যাপন করে। ঘরে ফসল তোলার পর তা করা হয়। 'রংসু' মানে চিড়া। নতুন ধানে বানানো চিড়া এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উপকরণ।

ধানপাকা শুরু হলেই এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। আয়োজকরা ঘরে ঘরে তৈরি করা 'চু' (মদ) সংগ্রহ করে তখন থেকে। ক্ষেতের আধাপাকা ধান কিছুটা কেটে এনে বানানো হয় চিড়া। অনুষ্ঠানের দিন প্রথমে আরাধ্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মদ ও চিড়া নিবেদন করা হয়। তারপর পাড়াপড়শি সকলে মিলে মহা ধুমধামে মদ-চিড়া খান। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নতুন শস্য আস্বাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। রংসুগালা না-করলে পরবর্তী বছরের ফসল উন্নত হয় না বলে গারো জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস।[৭]

মেউয়া তোলা

ঘরে ফসল তোলার পর এই পার্বণটি করেন বরাক উপত্যকার হিন্দু নারীরা অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসের যে কোনও বৃহস্পতিবারে। অনুষ্ঠানের উপকরণ— ধান মাড়াই করার সময় প্রতিদিনের তোলে রাখা ধানের খড়, কলাপাতা, হালচাষে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, দূর্বাঘাস, নতুন ধান ইত্যাদি। অনুষ্ঠানের সকালে ঘরে লক্ষ্মীপূজা করেন গৃহস্থী। বিকেল বেলা উক্ত উপকরণগুলো উঠোনের মাঝখানে রাখেন। উদ্দিষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা জানান সেখানে বসে।

গুচ্ছ সমূলে উৎপাটন করে, শেকড়ের অংশ ভালো করে ধুইয়ে, ত্রিভুজাকৃতির রূপে তা মাঠের কোথাও রেখে আসা হয়। পরের দিন ভোরবেলা ধূপদীপ, পান-তাম্বুল, কাটা নারিকেল একটি কলাপাতায় সাজিয়ে ওই ধানগুচ্ছের সামনে নিবেদন করে প্রার্থনা করা হয়। সঙ্গে থাকেন অন্যান্য নিমন্ত্রিত কৃষক। তারপর নিবেদিত উপকরণগুলো সকলে মিলে সেখানেই খান। ফেরার সময় ধানের কিছু অংশ মাঠে রেখে বাকিগুলো ঘরে নিয়ে আসেন। সুফলা ক্ষেতের মাটিকে রিক্ত করে রাখা অমঙ্গলসূচক— এই বিশ্বাসে কিছু গুচ্ছের পুনঃস্থাপন করা হয়। তাছাড়া এদিন গাছ থেকে ধান চুরানো নিষিদ্ধ। বাড়িতে এদিন নিরামিষ খাওয়ার রীতি।[৩]

এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বছর বছর সমৃদ্ধ ফসলের অধিকারী থাকার কামনা লক্ষ করা যায় উৎপাটিত গুচ্ছধানের কিয়দংশ পুনঃস্থাপনের সাংকেতিকতায়।

নতুন খাওয়া (ন-খোয়া)

'ন' মানে নতুন, 'খোয়া' হচ্ছে খাওয়া। কৃষিকাজ সম্পূর্ণ করে ফসল ঘরে তোলার পর এই পর্বটি উদ্‌যাপন করেন অসমিয়া জনগোষ্ঠী। এটি আনন্দপূর্ণ কৃষি উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসের যে-কোনও একটি দিন অনুষ্ঠানপর্ব সাব্যস্ত করে শুরু হয় যোগাড় যন্ত্র। সেদিন ভাঁড়ার ধুইয়ে মুছে পবিত্র করা হয়। দুপুরবেলা সকালে তুলসীতলায় প্রদীপ ও ফলাহার সমেত কিছু ধান একটি থালায় রেখে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করেন গৃহস্থ। তারপর ভাঁড়ারে গিয়ে থালা থেকে তিনমুষ্ঠি ধান সেখানে রাখেন। রাত্রিবেলা নতুন চালের পিঠাপুলি, মিষ্টান্ন ও রকমারি ভাত তরকারি পাড়া-পড়শি মিলে সানন্দে খান। কেউ কেউ ওইদিন একটি কলাগাছ রোপণ করেন।[৪]

বাঙালির 'নবান্ন' উৎসবের সঙ্গে উক্ত অনুষ্ঠানটি উদ্দেশ্যগতভাবে সাদৃশ্যযুক্ত।

রংকের পূজা

বর্ষণ বিনা কর্ষণ হয় না। তাই কর্ষণের জন্য মানুষ বৃষ্টি কামনা করে। 'রংকের পূজা' বৃষ্টি কামনা করে উদ্‌যাপিত হয়। অসমের কার্বি জনগোষ্ঠী পুজোটি করেন। রংকের সাতরকমের হয়। তার মধ্যে 'থান রংকের', 'আজ রংকের' ও 'আর্নাল রংকের' প্রধান। কার্বি জনগোষ্ঠী বিশ্বাস করেন যে, তাদের গ্রামে একজন শক্তধর সর্বক্ষণ বিচরণ করেন। তিনি সর্বকর্মের নিয়ন্তা। তাঁকে তুষ্ট না-রাখলে কোনোরূপ সফলতা অর্জিত হয় না বলে লোকবিশ্বাস। রংকের পূজা ওই শক্তিধরকে তুষ্ট করার জন্য পালিত হয়। পুজোর আগের দিন গ্রামপ্রধানের বাড়িতে সকলে জমায়েত হন এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সাব্যস্ত হয়। এই পুজোর উপকরণ— কলাপাতা, তারাপাতা (একধরনের লাল ফুলের গাছ), তাম্বুল-পান, পিঠাপুলি ইত্যাদি। পুজোর জন্য একটি বেদী বানানো হয়। বেদীর সামনে বলি দেওয়া হয়— হাঁস, মুরগি, কবুতর ও ছাগল। অনুষ্ঠানের দিন সকালে সংশ্লিষ্ট স্থানে সকলে মিলে সানন্দে খাওয়াদাওয়া করেন। তারপর আহারান্তে কলাপাতায় কিছু খাদ্যসামগ্রী সাজিয়ে রেখে তার উপর কিছু খড় যোগচিহ্নের মতো করে রাখা হয় এবং তা চারজন মিলে উপরে

those from the external environment and under their influence creatively forms his opinion of himself and the world" (Ansbacher 366). Family and living environment play a crucial role in the life of people by shaping their perception on themselves and the outside world. For Florens, after her arrival in the Vaark farmstead, she tries to please everyone in order to get rid of her feelings of inferiority caused by her mother's abandonment, by others' love and affection. Wry of her feelings of inferiority, she always lives in fear of being abandoned again and therefore puts herself in a low position to get approval of others. Even Scully, the indentured worker finds her "a combination of defencelessness', eagerness to please and most of all a willingness to blame herself for the meanness of others." (Morrison 61). Her mother's abandonment is so deep that her life is always governed by the shadow of inferiority and the fear of being rejected. When Lean, a senior slave of the house takes her under her wing and treats her with kindness and motherly love, the emotionally starved Florens lets herself be guided and controlled by her. Her life changes upon the arrival of the 'Blacksmith' in the Vaark farms. She falls in love with him and silently stalks him during his stay. Love from the 'Blacksmith' becomes her sole reason for survival. She regards him as her protector and her world. She insists on her love as if it's the last thing that would save her from the pits of inferiority. Florens is overjoyed at the prospect of being sent by Lena to find him in order to cure her mistress's illness. Never having ventured outside the Vaark farmstead alone, Florens braves many difficulties and at last finds the Blacksmith and is affectionately received by him. When she finds a small child in the house of the 'Blacksmith' she is filled with jealousy and feels threatened by the child's presence. So obsessed is she with her desire to be the sole focus of the Blacksmith's love that she even views the child as a contender of the 'Blacksmith's' love. She is constantly reminded of her mother's act of choosing her little brother over her and in a moment of heat roughly scratches and beats the child who loses consciousness. Upon witnessing the scene, the Blacksmith rejects Florens and sends her back to her mistress Rebecca. Florens' worst nightmare is realised in her failure in securing the Blacksmith's love. She descends into an even deeper sense of inferiority. Florens' entire life revolves around this inferiority complex, which she tries to overcome by trying to get the love and approval of others. The rejection of the blacksmith is like a death knoll to her attempts to please others, to get their approval and she transforms from an amiable girl to one

who doesn't care for others opinion, doesn't talk to others and becomes almost feral in her behaviour. However unknown to her in the final chapter of the narrative, Morrison gives Minah Mae a chance to narrate her side of the story to the readers. Minah Mae belonging to the D'Ortega plantations was routinely abused sexually by her master. She being a mere slave was helpless in her situation and was aware of the inevitable sexual abuse of her daughter if she continued to live in the D'Ortega farms. Therefore seeing that Jacob Vaark was a relatively better man who would at least never sexually abuse Florens, she gave her daughter up . Minah Mae is aware that there is guarantee for a slave, no protection from abuse, but she knows there is a difference in abuse. For her by giving her daughter up she would at least protect her from sexual abuse, and give her an opportunity for a better life than her. That was enough. Though ironically this reason is never known to Florens or anyone else other than the readers of the novel. As Amanda Putnam suggests, Florens mother was "begging to save her infant son (who would likely die without her care) as well as providing a life altering opportunity for her daughter, this mother gives away her own chance of living a better life so that both her children will survive" (Putnam 8). She had very limited choice but even then she fights for her children. Hooks explains that, "in the midst of a brutal racist system, which did not value black life, the slave mother valued the life of her child enough to resist the system" (Hooks 44). Minah Mae refuses the role of a helpless victim and takes whatever action available, which in her case was offering her daughter up as a form of payment for her master's debt. This act of willingly selling her daughter, though unconventional becomes her act of protecting her daughter, her act of mercy for her daughter.

Morrison has always been rather fond of the concept of motherhood in her novels wherein she never sticks to the stereotypical notions and conventions of Western concept of motherhood. She tries to explore the different shades of motherhood, particularly black motherhood in different contests, which are varied in nature due to the exploitation of black people under the institution of slavery. Andrea O' Reilly believes Morrison articulates a fully developed theory of African American mothering that is central to her larger political and philosophical stance on black womanhood. Building upon black women's experiences of perspectives on motherhood, Morrison develops a view of black motherhood that is in terms of both maternal identity and role

ক্রিয়াচারটি পালন করার আগে অর্থাৎ প্রথমদিন গৃহস্থ তার প্রতিবেশিদেরকে চারা রোপণের বার্তা দেন এবং পরের দিন অন্নভোজনের নিমন্ত্রণ জানান। দ্বিতীয়দিন অভ্যাগতদের বিশেষ করে চাষীদের ভালো করে খাওয়ান এবং তৃতীয়দিন অর্থাৎ ক্রিয়াচারের আগের দিন রোপণ নিমিত্ত জায়গাটিতে হালচাষ করেন।[১]

কৃষিকেন্দ্রিক এই ক্রিয়াচারে গৃহস্থের অধিক ফসল লাভের কামনা লক্ষ করা যায়। এতে ব্যবহৃত উপকরণ হচ্ছে কচুগাছ, সুপারি আর কলাপাতা। আর ক্রিয়ামূলক আচারটি হচ্ছে— নেমতন্ন খাওয়ানো, গামছার জল ছিটানো, লক্ষ্মীস্বরূপা কচুগাছ স্থাপনা এবং কথাবৃত্তি করা।

ছুংখং পূজা

আসামের প্রধানত কার্বি আংলং, নগাঁও, মরিগাঁও, কামরূপ, দরং, লক্ষ্মিমপুর ইত্যাদি জেলায় ছুংখং পূজার অধিক প্রচলন দেখা যায়। তিওয়া তথা লালুং জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এটি করেন। মাঠে হলকর্ষণের প্রাক্কালে অনুষ্ঠানটি করা হয়।

ছুংখং এর দুটি পর্ব — প্রারম্ভিক ও মূলপর্ব। প্রথমপর্বে পূজার স্থান নির্বাচন, বেদী তৈরি করে ৭ টি বাঁশের কঞ্চি ও ১১০ টি তারাগাছের (লাল রঙের একধরনের ফুল) পাতা সেখানে পোঁতা হয়। পূজার আরাধ্য দেবতা হলেন মহাদেব, বেদীটি তাঁর অধিষ্ঠান। বেদীর সামনে রাখা হয় মদ, চাল, রূপার আংটি, ডিম ইত্যাদি। মুরগি, কবুতর বলি দেওয়ার প্রথা কোথাও কোথাও আছে। ক্ষেত-কৃষির সমৃদ্ধি কামনা করে পূজারি একটি খড়িকায় কবুতরের মাংস বেদীর সামনে তুলে ধরেন এবং মন্ত্র পড়েন। অন্যদিকে নিবেদন করা ডিম কয়েকটি রূপার আংটি দিয়ে ভেঙে ভেঙে মাটিতে ফেলা হয়। সবশেষে প্রদত্ত মাংস মদ সহযোগে খাওয়া হয় আসর পেতে, উপস্থিত সকলে মিলে।

প্রারম্ভিক পর্বের এক সপ্তাহ পর পূজার দ্বিতীয় ও মূলপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সংশ্লিষ্ট সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ও অন্যান্যরা নির্বাচিত পূজাস্থানে উপস্থিত হন। পূজার উপকরণ — শূকর, কবুতর, লাউপানি (ঘরে বানানো একপ্রকার মদ্যদ্রব্য), চাল, তাম্বুল, পান ইত্যাদি। এই উপকরণগুলো অস্থায়ীভাবে নির্মিত বেদীর সামনে নিবেদন করার পর সমাজের সর্বজনগ্রাহ্য সর্বজনমান্য ব্যক্তিজন শস্যাধিপতি দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়েন। পূজা চলাকালীন উপস্থিতবর্গ লাউপানি খাবেন। এটাই নিয়ম। পুজো সমাপ্ত হলে উপস্থিত সকল দুভাগে বিভক্ত হয়ে আহারাদি সম্পন্ন করেন। তারপর খ্রাম, থুরাং, লাংখন ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় এবং নৃত্য করা হয়। নাচের অঙ্গিভঙ্গিতে ধানের চারা রোপণ ও ধানকাটার ভঙ্গিমা প্রদর্শিত হয়।[২]

কৃষিকাজে কৃত বিভিন্ন কাজকর্মের অনুকরণ এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায়। অন্যদিকে স্রষ্টাকে তুষ্টিবিধানস্বরূপ বিভিন্ন উপকরণ নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করার বিষয়টি পাওয়া যায়।

ধান তোলা বা কাঁচি তোলা পরব

এটি কৃষিকাজের অন্তিমপর্বের একটি অনুষ্ঠান। মাঠে ধানকাটা সম্পন্ন হওয়ার সময় তা পালন করেন অসমিয়া কৃষকরা। তাদের প্রথানুযায়ী ধানকাটার সর্বশেষ দিনে ধানগাছের তিনটি

ছিল মানুষের জীবিকার প্রধান উপায়। উক্ত উভয় বৃত্তিতে তারা ছিল যাযাবর। কৃষি আবিষ্কারের ফলে মানুষ স্থায়ীভাবে একই জায়গায় বাসা বাঁধতে শিখলো। কৃষি আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু মাটির জমি কেটেকুটে শস্যাদি ফলিয়ে উদরপূর্তির সামান্য উপায়টুকু মানুষ অর্জন করতে পেরেছিল। ফলে তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত প্রকৃতির উপর। প্রকৃতির ঋতুকালীন রূপবদলের নানা ঘটনা তাকে করত বিভ্রান্তও। অন্যদিকে প্রকৃতির বিচিত্র লীলাখেলা সম্পর্কে প্রত্ন মানুষ ছিল অজ্ঞ। ফলে বিভিন্ন ঘটনার নেপথ্যে কোনও শক্তি ক্রিয়াশীল আছে, এরূপ বিশ্বাস জন্ম নিল এবং এই শক্তির রুষ্টি-তুষ্টির উপর শস্যাদির ফলন নির্ভর করছে বলে তার আস্থা স্থাপিত হল। সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিহিত— এই বিশ্বাস থেকে মানুষ স্রষ্টাকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াক্রর্ম, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির সূত্রপাত ঘটালো। উৎপাদন ব্যবস্থার ঊষাকালে কৃষিকর্মই যখন মানুষের জীবিকার প্রধান তাগিদ, তাই কৃষিকে কেন্দ্র করে, উল্লিখিত আস্থার ভিত্তিতে গড়ে উঠল বিভিন্ন বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান, যার ব্যপ্তি বর্তমান যুগ পর্যন্তও। ফলে কৃষিকেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠানের অন্তরালে যুগপ্রবাহী মানুষের জীবন ও মননের চালচিত্র অবলোকন করার অবকাশ পাওয়া যায়।

আসামের বৃহৎ সংখ্যক মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। আসামের অর্থনীতির মূল ভিত্তিও কৃষি। মাটির সঙ্গে কৃষকের বলা যায় আত্মার সম্পর্ক। সন্তান উৎপাদন আর শস্য-উৎপাদন উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করে মাটিকে তাই 'মা' বলে চিহ্নিত করা হয়। সন্তানের জন্মকে 'ভূমিষ্ঠ' হওয়া বলে আখ্যায়িত করার মধ্যে ভূমির সঙ্গে জন্মের সমরূপতা জ্ঞান করা হয়। সন্তান যেমন পিতামাতার নয়নমণি, কৃষকের কাছে মাটি ও ফসল তেমনি অন্তরের ধন। সেজন্য মাটির উর্বরতা, চারাগাছের সতেজতা, ফসলের পরিপূর্ণতা তথা প্রকৃতির অনুকূলতা ইত্যাদি কৃষিজীবী মানুষের ঐকান্তিক কামনা। উক্ত কামনা পূরণার্থে তারা উদ্‌যাপন করে নানারকম আচার অনুষ্ঠান। এইসব অনুষ্ঠানের বিশ্বময় ব্যাপ্তির সঙ্গে আসামও সংযুক্ত। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এ রাজ্যে উদ্‌যাপিত হয়। আলোচনাকে সীমিত পরিসরের মধ্যে রাখার জন্য বিচিত্রময় অনুষ্ঠানরাশি থেকে হাতে গোনা কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হল। তবে প্রধান প্রধান উৎসবগুলো রাখা হয়নি।

নতুন ভূমি (ন-ভূঁই)

'ন' মানে নতুন আর 'ভূঁই' মানে ভূমি। শ্রাবণ মাসের শালি ধান রোপণ উপলক্ষে ন-ভূঁই ক্রিয়াচারটি উদ্‌যাপন করেন অসমের চুতিয়া জনজাতিরা, শালি ধান প্রথম রোপণ করার দিন গৃহস্থ স্নান করে একটি কলাপতা (অগ্র অংশ), তিনটি সুপারি এবং একটি কচুগাছ নিয়ে ধানক্ষেতে যান। সেখানে কচুগাছটি মাটিতে পুঁতে সেইটির সামনে কলাপাতায় তিনটি সুপারি নিবেদন করেন এবং লক্ষ্মীদেবীকে স্মরণ করে শস্যসমৃদ্ধির কামনা জ্ঞাপন করেন। তারপর রোপণ করেন হালি চারা। রোপণ শেষ করে পরনের গামছার গিঁট ঢিলে করে চারাগাছে জল ছিটান আর মুখে বলেন— 'হাত সার/পাতা সার/প্রতি গোছে তিন ভার।'

are radically different than the motherhood practised and prescribed in dominant cultures. It can be said that this remark of O'Reilly is the most appropriate one that sums the concept of motherhood in Toni Morrison's *A Mercy*. ▸▸

WORKS CITED

Ansbacher, Heinz L. and Ansbacher, Rowena R. edited and annotated, *The Individual Psychology of Alfred Adler: A Systematic Presentation in Selections from His Writings,* Basic Books, 1956.Print.

Collins, Patricia Hill. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of empowerment.* Routledge, 2000. Print.

Hooks, Bell. *Yearning: Race Gender, and Cultural Politics.* South end, 1990. Print.

Morrison, Toni. *A Mercy.* Vintage International, 2008. Print.

O'Reilly, Andrea. *Toni Morrison and motherhood: a politics of the heart.* State University of New York Press, 2004. Print.

Putnam, Amanda. "Mothering violence: Ferocious female resistance in Toni Morrison's. *The Bluest Eye, Sula, Beloved and A Mercy.* Black Women, Gender, and Families," v.5,n.2, p.2 5-43, 2011. Available from: < http://muse.jhu.edu>. Retrieved on May 2017.

Rothstein, Mervyn. "Toni Morrison, In Her New Novel, Defends Women." *The New York Times,* 28 Aug.1987. Print.

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/98/01/11/home/14013.html?mcubz=3

Troester, Rosalie Riegle. "Turbulence and Tenderness: Mothers, Daughters, and "Othermothers" in Paul Marshall's *Brown Girl, Brownstones". A Scholarly Journal on Black Women* 1 (2). 1984, Sage.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 11–18

Identity Crisis in Select Essays of Temsula Ao's *On Being A Naga:Essays*

Akobou Prescila Loucü
Research Scholar, Department of English,
Nagaland University, Kohima Campus-797004

Abstract : *Identity is an issue that plays a vital role in the life of an individual and community. It has become an integral part of way of life. This identity creates a sense of belongingness and binds an individual to the roots and self consciousness. Without identity an individual feels alienated and ceases to exist. Identity crisis is a major thematic concern in postcolonial writing. The colonial rulers uprooted the natives to different places, Africans were traded to Europeans, criminals and prisoners were isolated in Australia, many colonised nations were exploited and uprooted from their original lands for the benefit of the colonisers. During the British rule many Indians were uprooted from the land and planted on foreign lands as slaves, prisoners etc. The transfer of people from one place to another led to displacement of population which led to identity crisis. This paper studies issues of Naga Identity crisis from the point of view of ethnographic studies under the broad framework of postcolonial studies.*

Keywords: *Identity Crisis, Nagas, British, modernisation, Head-hunting, traditions and practices*

Temsula Ao is recognised as one of the major literary voices in English to emerge from North East India. Temsula Ao, Easterine Kire, Monalisa Changkija and Nini Lungalang are the few Naga women writers who introduced the Nagas to the outside world. Ao has contributed numerous poetry, short stories and other genres of writings to the Indian English Writing. Many of her works have

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 132–145

Assamese Mind and Life as Reflected in Agricultured-Centric Culture and Institutions of Assam

Sarbajit Das
Asst. Prof., Deptt. of Bengali
Nilambazar College, Nilambazar, Karimganj

Abstract : *In the progress of human civilization, cultivation of land played in important role. It helped human race in its journey from a nomalic life to a settled life, and with this life encouraged man to contribute towards growth of human civilization and enrichment of culture. In the primary stage of this revolution man and enrichment of culture. In the primary stage of this revolence man depended heavily on nature and imagined the existence of an omniscient, omnipolent power for its benevolence to mankind. For the appeasement of this benevolent, omnisciemt and omniotent power, man devised a number of modes of worship that ultimately gave rise to vituals, festivals etc. associated with agriculture. A majority people of northern Bengal take up agriculture as the main source of their livelihood. Expecting rich harvest they take up various kinds of rituals and celebrate a number of festivals which, in turn, have enriched human society and human culture. The paper aims at presenting this folk culture of the Assam.*

Key words : *Agriculture, human civilization, land, rituals, festivals.*

আসামের কৃষিকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানে জনজীবন ও জনমানস

জীবন ধারণের জন্য সৃষ্টিলগ্ন থেকে মানুষ জীবিকার নানাপন্থা উদ্ভাবন করেছে। কালক্রমে সে আবিষ্কার করল উৎপাদনের কৌশল। উৎপাদনের এই প্রকৌশলই কৃষিকাজ। কৃষিকর্ম মানুষের অগ্রগতির পথে একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এলো। এর আগে শিকার ও পশুপালন

৫) মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সোয়াহ্নে (বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ : ১০০।

৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক : পদ্মানদীর মাঝি, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, তেতাল্লিশতম মুদ্রণ : জুলাই ২০১১, পৃ : ২২-২৩

৭) তদেব পৃ :

৮) তদেব পৃ :

৯) তদেব পৃ : ১৫

১০) তদেব পৃ : ৪৯

১১) রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ : ৪৪

১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ : ৪৯

১৩) তদেব পৃ : ১১৬

১৪) তদেব পৃ : ১১৬

১৫) তদেব পৃ : ১১৬

been translated into German, French, Assamese, Bengali and Hindi. She received the Nagaland Governor's Awards for Distinction in Literature, 2009.

On Being a Naga: Essays is a compilation of essays written by Temsula Ao in which Naga identity as a whole is captured in this text. It is a recollection of the way of life and the traumatic changes caused by the intervention of alien forces. Ao vividly paints the picture of the Naga history, practices, beliefs and social norms in the essay. The ancient days of head hunting, belief in nature possessing spirits of their own and the present Naga society are at loggerheads with each other due to the advancing progress in all areas. Ao, in her essay tries to revive the past and understand the 'fate' of being Naga. The old generations are witnessing the tremendous change helplessly and the new generations are losing track of the cultural identity, they are in dilemma about the true identity as development and advancement has made them westernised which is totally not of theirs. She makes an attempt to revive the true and old Naga ways of life to understand the roots of the Nagas.

Nagas are different from the people of mainland India; their habits, customs, facial features and physical structures are what make them different from the Indians and the Nagas belong to the mongoloid race. Etymologically the word "Naga" is derived from the Burmese word "Naka" meaning 'pierced ears' or "people with pierced ears". Before the British invasion the Nagas were unknown to the world as they habitated deep in the forest and the high hills and rich jungle kept them hidden from the eyes of modernisation. Eventually as India was colonised, British rule expanded and developments increased rapidly which led to the invasion of British into Naga hills. The western thought tremendously shook the whole of Naganess.

Ao's first essay "On Being a Naga" speaks about the complex fate of Nagas which she considers it a 'double edged sword' as the Nagas have lost their sense of identity. She begins this essay with the quotation of Henry James, an American writer of the late nineteenth and early twentieth century, who says:

It's a complex fate being an American, and one of the responsibilities it entails is fighting against a superstitious valuation of Europe. (Letter to Charles Eliot Norton, 1872-02-04).

Temsula Ao borrows this quote and compares it to the Nagas' fate which has become complex, and mentions that the Naga identity has

been questioned and confused by people outside and by the Nagas themselves. She recollects, being a Naga, outsiders would look upon them and hurl insults like 'You dog-eating Nagas' which would make them feel inferior despite winning the physical games. She lived in Assam which was not her original land; this made her feel the sense of alienation and displacement. Ao living in an alien land did not understand why the outsiders used derogatory terms to humiliate them. She later learns that dog meat is considered a delicacy and has great healing power for the Nagas. This made her, and the Nagas in general, feel different because of their inferior way of life and questionable in the eyes of others.

Nagas' ignorance about the outside world as well as the different food habits have made them experience 'ostracism'. However all these were based on perception and not pure knowledge. Ao, in defence, states that what the biased eyes failed to recognise was the fact that these primitive, barbaric and backward people have had long tradition of well-governed lives, following a time honoured system of governing. The Nagas were self reliant people who learnt the artful carvings and weaving. These became the distinctive markers for different tribal identities. Naga traditions and custom are past down to generations orally through folklore, folksongs, ballads, legend to re-enforce and energise people's sense of themselves.

Ao recollects the history of Nagas to make younger generations understand the roots of their identity and states that the Naga ancestors possessed unshakeable pride of who they were and how they had unmitigated thirst for revenge to recover the rights and their pride. In order to protect their territory, Nagas practiced head-hunting to protect themselves from the enemies and get social recognition but it was considered a barbaric act by the outsiders. The coming of Christianity and new education system changed the core of their 'being'. The outside invasion led to the breakage from traditions and selling of the Naga identity as the alien forces called themselves the owners of the native tribes thus exploiting their artefacts and identity. The ethnographers and anthropologists in nineteenth century saw the Nagas as exotic and exciting specimens, taking the artefacts away from the original natives and storing in their museums. This has stripped the Nagas of their external Naganess, the essential core of their being.

Ao mentions about the British invasion and their policies undeniably

কপিলা ময়না দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কেননা জীবনে একা চলা সম্ভব নয়।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কপিলা কুবেরের অসামাজিক রোমাণ্টিক প্রণয় কাহিনি মনঃসমীক্ষাধর্মী ও আঞ্চলিকতা নির্ভর বাস্তবিকতার আবেদন করে না। বরং রোমাণ্টিক ও বাস্তব উপাদানের নিগূঢ় রাসায়নিক মিশ্রণে এমন এক আবেদন জাগায়, যাকে নিছক রোমাণ্টিক রিয়েলিজম ধরনের ছকে ফেলা যায় না। এরকম এক অসামাজিক, অবৈধ প্রেমের পরিণতি দান করা অবৈধ প্রেমের মিলন বাংলা সাহিত্যে এর আগে এমন প্রকাশ্য রূপে দেখা যায়নি। তাই সেইসূত্রে এই অবৈধ প্রেমের কাহিনি যেমন আধুনিক ঠিক তদ্রুপ এই উপন্যাসটিও একটি আধুনিক উপন্যাস।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে কালের মাপ প্রায় দেড়শ বছর। এই দেড়শ বছরে উপন্যাস অনেক বদলেছে। উপন্যাস যেহেতু বাস্তব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, তাই সমাজের সঙ্গে উপন্যাসও আধুনিক হয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর আধুনিকতা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে দুটি সত্তার টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়, এর মধ্যে হোসেন মিয়া ও কুবের প্রধান। হোসেন মিয়া সাধারণ ভাবনার বিপরীত চরিত্র। কুবের গরিব মাঝি হলেও তার মধ্যে আছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের গূঢ় নিষিদ্ধ বাসনা, সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ও এ যুগের হালভাঙা নায়ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্র গোত্রের আধুনিকতা। আলোচ্য উপন্যাসে যৌনতার স্বীকৃতি একটি অন্যতম আধুনিকতা। উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কপিলা ও কুবেরের প্রেম। এমন অবৈধ প্রেমের মিলন বাংলা সাহিত্যে এর আগে প্রায় দুর্লভ ছিল। এখানেই এই উপন্যাসের আধুনিকতা। প্রকৃত শিল্পীর কাছে জীবনের বাস্তবিকতার বিচিত্র রূপ উন্মোচনের সত্যই কোনো সমাপ্তিরেখা নেই। সেই অনিঃশেষ জীবনের অন্তহীন সম্ভাবনায় বাস্তবতাকে আবিষ্কারের সাধনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

তথ্যসূত্র :

১) রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫, পৃ : ২৬

২) চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার : প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের পথে, কলকাতা: গ্রন্থ বিকাশ, জুন ২০১৪, পৃ : ৮৯।

৩) রায়, সত্যেন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ : ১৯২।

৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক : পদ্মনদীর মাঝি, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, তেতাল্লিশতম মুদ্রণ, জুলাই ২০১১, পৃ : ১৪।

ও গূঢ় নৈতিক সংকট। বিবাহিত এক পুরুষের বিবাহিতা এক নারীর প্রতি অসামাজিক প্রবল প্রণয়-বাসনার ফলে পুরুষের মনে জেগে ওটা অপরাধ চেতনাশ্রয়ী আন্তঃসংঘাতকে আঁকড়ে ধরে জেগে উঠেছে উপন্যাসে ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত এক নায়ক। সেদিক থেকে লক্ষ্য রেখে অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন, 'জীবন-মৃত্যু, যৌনতা ও প্রেম আধুনিক মানুষের অনিকেত শূন্যতাবোধ ও নিঃসঙ্গতার রহস্য সংকেত। 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কুবেরের দৃষ্টির দর্শনেও কপিলা, হোসেন মিয়া ও মধ্যসমুদ্রের ময়নাদ্বীপ সবই কিছুটা রহস্যময়রূপে প্রতিবিম্বিত।'[১১]

উপন্যাসের নায়ক কুবেরর অবৈধ প্রণয়-প্রীতির মনস্তত্ত্ব যে মধ্যবিত্ত মানুষের মনস্তত্ত্ব নয়, সে বিষয়েও লেখকের সচেতনতা দেখা যায়। লেখক কুবের ও কপিলার অবৈধ সম্পর্কের জটিলতা সৃষ্টির জন্য এমন এক পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, যা কুবেরর জীবিকা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে একান্তভাবে সঙ্গতি বজায় রেখেছে। বন্যা, ঝড়ে মেয়ের ভাঙা পায়ের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়া, কপিলার শ্বশুড় বাড়িতে কুবেরের যাওয়া ইত্যাদি সব ঘটনা পরিস্থিতিই কুবেরের জীবনের স্বাভাবিক অনুসঙ্গে দেখা দিয়েছে। যদিও কুবেরের মতো মানুষের মধ্যে এধরনের রোমাণ্টিক প্রেমের উদ্ভাসনকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু পরিস্থিতি সংক্রান্ত বর্ণনাকে বিশ্বাস করে তোলার কথা চিন্তা করলে এই অভিযোগ বিদ্যমান থাকে না।

উপন্যাসের প্রথম দিকে পরিলক্ষিত হয় স্বামীর সঙ্গে কপিলার কলহে সাময়িক বিচ্ছেদ আবার পুনর্মিলনও দেখা গেছে। স্বামীর প্রতি বিরূপতা থেকে স্বামীর প্রেম না-পাওয়ার জন্য সে কুবেরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তেমন নয়। তবুও দুজন-দুজনের প্রতি প্রেম আকর্ষণের জাল বিস্তার করেছে। শালী-জামাইবাবুর ঠাট্টা, রসিকতায় এই সম্পর্ক শুরু হলেও, অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কপিলা নানা কলাকৌশলে কুবেরকে আকর্ষিত করে চলেছে। লেখকের ভাষায়— 'ফাঁক পাইলেই কোনোদিন গোঁফ ধরিয়া টান দিয়া, কোনোদিন একটা চিমটি কাটিয়া, হাসি চাপিয়া চোখের পলকে উধাও হইয়া-ঘুম আসিবার আগেই কপিলা তাহাকে স্বপ্ন আনিয়া দেয়।'[১২] তাদের সম্পর্ক তামাশা ও ধেমালির খেলায় শুরু হলেও সেটা খেলা হয়ে থাকেনি। চাতুর্যে, মাধুর্যে, আন্তরিকতায় মিশে গিয়ে প্রেমে রূপান্তরিত হতে লাগল। গোপীকে হাসপাতালে রেখে আসার সময় কিছুটা প্রয়োজনে ও গোপীর প্রতি মমতায়, অনেকটা হৃদয়ের তাড়নায় কুবের ও কপিলা আমিনবাড়িতে একসাথে রাত্রিযাপন করে এল। অবশ্য কপিলার দিক দিয়ে ছিল সরব আগ্রহ, কিন্তু কুবের মনের কামনা আড়ালে রাখার চেষ্টা করলেও তা পুলকিত হয়ে ধরা দেয়। সপ্তাহের পর কপিলা আবার কুবেরের সঙ্গে যেতে চাইলে কুবের নিজের ইচ্ছাকে দমন করেও কপিলার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দিল না। উপন্যাসের শেষে মিথ্যাচুরির দায়ে যখন কুবের গ্রাম ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত তখন কপিলা বাধা দিয়ে বলেছে, 'না গেলা মাঝি, জেল খাট।'[১৩] কিন্তু কুবের বুঝতে পেরেছে হোসেন মিয়া তাকে কিছুতেই ছাড়বে না, কপিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।'[১৪] তখন কপিলা নিজে যেঁছে এসে তার সঙ্গে যাবার কথা বলে, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?'[১৫] কুবের এবং

shaking the whole system of the Naga cultures, sowing seeds of doubt in the minds of different Naga tribes and questioning the origin of their culture. The Indian control over Nagas, another kind of colonial rule began to take shape changing the entire identity of the Nagas. Nagas' fate began to change as they put the onus of restoration of their distinct identity on political masters. In reality the recognition of identity they sought for never reached them. The alienated feeling continues to increase among the Nagas which no amount of consolation can heal. In the pursuit of progress and development the society paid an enormous cost. Nagas who were once self -reliant ceased to be 'fighters and achievers'. Ao describes the society as 'a pathetic blend of greed, self-centredness and mutual suspicion.' The society which remained unknown to the world grew into an adulterated society since the present generations have lost their distinct identity. It remains fragmented, disillusioned and hybrid.

The tribal divide leads to identity crisis. Despite being called as Nagas, many tribal groups exist creating more divisions. These tribal clans create more rift and confusion unconsciously leading to conflicts and upheavals in the minds of individuals. Ao, for instance, speaks about elections, when people are swayed away not by ideologies but by tribal influence or affiliations. When ideologies are supposed to attract the voters, it is tribal alliances that take the upper hand, and representatives are chosen accordingly. Identity of an individual is displaced or alienated to fulfil the greed of the political parties who misuse the power. Here, the people are manipulated by few political parties in the name of tribes. The collective identity as a Naga is washed off and the tribes become their source of Identity which creates confusion and chaos amongst the Nagas. This raises a question in the individual's mind about the true identity he/she should uphold.

During the ancient times, villages not only provided shelter and safety, for Nagas it acted as an identity. Ao writes: "To 'belong' in a village is the first requisite of an individual in building up the notion of identity as a Naga. Therefore in the past, as a punishment, a person is exiled from the village for wrong-doing. This is an insult as it leaves him homeless or "man without country". With coming of modernisation, this village identity is shattered. Towns became the place for refuge. However, the real essence of Naga-ness remains in the heart of the land that is 'the village'. With digress from village to urban, Nagas continue to struggle for one identity.

With tremendous changes, the concept of being a Naga gives rises to unanswerable questions. The question of Naga identity continues to linger in the minds of the Nagas till today. Ao uses rhetorical questions. Her heart cries for the longing of togetherness among the Nagas as one identity rather than being dived into tribes, class which causes identity crisis. She condemns the present society for being fragmented and disillusioned but also suggests for oneness. Ao requests the Nagas to look back at the idea of 'intrinsic one-ness in our way of thinking and living'. Ao believes identity is not attained through academic and empirical research alone but to exercise 'intellectual flexibility' and hold on the values of the ancestors. She urges the people that the envisaged identity is based on the principle of 'oneness' including commonness and differences and be introspective and inter-relational as identity is multi-layered. Ao encourages the people, in the end, to accept the multi-faceted identity and thus the 'complex fate' of being Naga will not remain so 'complex'.

In the essay, "Head-hunting: Some Thoughts", Ao makes a study on the traditional practice of head hunting which is an honourable act for Nagas but a criminal act to the outside world. The head hunting is a ritual for the Naga society and a social recognition act. This essay stresses on the essence of the practice of head hunting, a custom of high reverence and defensive act. However the newer generations begin to remove it and adhere to western ideas. The human head is universally considered as the symbol of authority and power. The crown is adorned on the head signifying the head as the emblem of power and authority. This essay gives an insight into the Head-hunting practice as an accepted norm by the Nagas and as an act of inhumanity in the eyes of the outsiders. Nagas are often known as head hunters, till today Nagas are associated with this practice. It has become an identity to the Nagas, but the removal and rejection of this social practice has led to chaos and conflict among the Nagas. The practice which identifies them and a practice which provides a recognisable award as well is condemned as barbaric act confusing the Nagas about their own identity. The British administration announced that this is inhumane making the Nagas question their own practices and identity.

Head-hunting became the dominant feature of the material culture of the Nagas. Bracelets, amulets, tattoos on chests and faces began to be a sign of their identity. Those youngsters who failed to take any enemy's head could not be adorned with the warrior's dress at festivals and is ridiculed by the womenfolk as he failed to prove his prowess. This

কুবেরের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বারবার জড়িয়ে গেছে ময়নাদ্বীপের প্রতি গূঢ় অভীপ্সা। এই দুই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আছে আপন সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ জীবন থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত। কুবেরের জীবনে স্ত্রী মালা ও সন্তানদের প্রতি টান থাকলেও কপিলার প্রতি প্রেমের আভাস জাগে। সত্তার ভিতরে এই নিহীত বাসনার একত্রিত প্রভাবে গোষ্ঠী জীবনাশ্রিত কুবের চরিত্রে যে স্বকীয়তা ও নতুনের ভাবমাত্রা যুক্ত হয়েছে, এর মধ্যেই লেখকের আধুনিক মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষ্য বিদ্যমান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিকতার অপর একটি লক্ষণ হল একালের হালভাঙা এক নায়ক। বাংলা সাহিত্যের নায়কেরা সকলেই বড় মাপের মানুষ। রাজা, জমিদার, অর্থকৌলিন্য, ধনবল, জনবল, বিদ্যা-বুদ্ধি এগুলো তো আছেই কিন্তু কুবেরের না-আছে বিদ্যা-বুদ্ধি, না-আছে ধনবল, জনবল, অর্থ কৌলিন্য কিছুই নেই। সেই সূত্রে তাকে এক হালভাঙা নায়ক রূপে উপস্থাপিত করার পেছনে আছে ঔপন্যাসিকের সত্যদ্রষ্টা মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই প্রতিফলিত করেছেন উপন্যাসে। সুতরাং এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক মননের বা দৃষ্টিভঙ্গির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। অতএব আমরা বলতে পারি কুবের এক আধুনিক নায়ক।

এই উপন্যাসে আধুনিকতার অন্য একটি লক্ষণ হল যৌনতা। যৌনতা আধুনিক নয় কিন্তু যৌনমুক্তি যে আধুনিকতার বিভিন্ন দাবির অন্যতম তাতে ভুল নেই। বাস্তবতার দাবির সঙ্গে এই দাবি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। মানসিক বিকার লেখকের কাছে মোটেও ট্যাবু নয়, বরং নিহিত সত্যের সন্ধানে কার্যকরী পথ। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসের কুবের ও কপিলার অবৈধ প্রণয় জ্বলন্ত প্রমাণের স্বাক্ষর। প্রেম নির্মল ও সুন্দর, তাকে যৌন কামনা বলা ঠিক নয়। কিন্তু কুবেরের প্রেমের মূলে রয়েছে যৌনমুক্তি। ঘরে তার পঙ্গু স্ত্রী মালা, সেই স্ত্রীর প্রতি তার প্রেমানুরাগ হঠাৎ করে হ্রাস পেয়ে যায় যখন সে কপিলাকে নতুন করে দেখে। মালা পঙ্গু, সে কোনদিনও আকর্ষণীয় হাঁটা হাঁটেনি, তাই কপিলার চলার মধ্যে এক লালসা জ্বলে উঠে কুবেরের চোখে। লেখকের উক্তিতে পাওয়া যায়, 'বেগুনি রঙের শাড়িখানি পরিয়া চুলে চপচপে তেল দিয়া শুধু লীলাখেলা করিতেই কপিলা পটু নয়, কুবেরের সেবাও সে করে— জীবনে কুবের কখনও যে সেবার পরিচয় পায় নাই। সারারাত্রি পদ্মার বুকে কাটাইয়া আসিয়া এখন সে না চাহিতে পা ধোয়ার জল পায়, পান্তাভাতের কাঁসিটির জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে হয় না, খাইয়া উঠিবা মাত্র তামাক আসে, প্রস্তুত থাকে তাহার দীন মলিন শয্যা ...।'[১০] ঘরে স্ত্রী থাকলেও কপিলাকে কাছে পাবার যে আশা কুবেরের মনে সেটি প্রেম হলেও জন্ম নিয়েছে যৌনতা।

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে কুবেরের পারিবারিক জীবনপটের একটি স্পষ্ট ছবি। সেখানে কুবের পারিবারিক চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে কুবেরের জীবনে কপিলার প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণের মধ্যে দিয়েই কুবেরের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সূচনা হয়। গোষ্ঠীচেতনাকে ডিঙিয়ে কুবেরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাগ্রত করে তোলার মূলে অন্যতম প্রধান উপাদান হল কপিলার প্রতি আসক্তি। এই আসক্তি থেকে উদিত হয় কুবেরের মানসিক অস্থিরতা

উপায়ে করিয়াছে গ্রামের লোক ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য নূতন উপায়ে সে অর্থোপার্জন করে। নৌকা লইয়া হয়তো সে পদ্মায় মাছ ধরিতে গেল— গেল সে সত্যই, কারণ যাওয়াটা সকলেই দেখিতে পাইল, কিন্তু পদ্মার কোনখানে সে মাছ ধরিল, মাছ বিক্রিই বা করিল কোন বন্দরে, কারও তাহা চোখে পড়িল না। তাহার নৌকার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিয়া একটা গল্প মাত্র শোনা গেল যে, যে বন্দরে তাহার মাছ বিক্রয় করিয়াছে সেখানে নৌকায় যাতায়াত করিতে নাকি সাত-আটদিন সময় লাগে। তারপর কয়েকদিন হয়তো হোসেন গ্রামেই বসিয়া থাকে, একেবারে কিছুই করে না। হঠাৎ একদিন সে উধাও হইয়া যায় পনরো দিন এক মাস আর তাহার দেখা মেলে না। আবির্ভাব তাহার ঘটে হঠাৎ এবং কিছুদিন পরে দুশো গোরু-ছাগাল চালান হইয়া যায় কলিকাতায়।'[৬]

উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বে হোসেন মিয়া চরিত্রের রূপ ও প্রকাশ নানা ধরনের। আপাতদৃষ্টিতে কোথাও তাকে মধ্যযুগীয় জমিদার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলে আভাস পাওয়া যায়, আবার মনে হয় যে কেবল ময়নাদ্বীপে একটি উপনিবেশ গড়ে তুলতে চায় কিন্তু লেখকের মতে হোসেন মিয়া এর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র। সে কেবল প্রকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সে এক উত্তাল অনুর্বর জলা-জঙ্গলপূর্ণ দ্বীপ কিনে সেখানে এমন এক জনবহুল বসতি গড়ে তুলতে চায়, যেখানে তারাই হবে তাদের সম্পত্তির মালিক। লেখকের উক্তিতে পাওয়া যায়, 'জঙ্গল কাটিয়া যত জমি চাষের উপযোগী করিতে পারিবে, সব তাদের সম্পত্তি।'[৭] এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার মধ্যে জমিদারসুলভ কোনো মনোভাব নেই। কুবেরের উক্তিতে পাওয়া যায়, 'টাকাওয়ালা মানুষের সঙ্গে মেশে না হোসেন, তাদের সঙ্গে সে শুধু ব্যবসা করে, মাল দিয়া নেয় টাকা, টাকা দিয়া নেয় মাল। মাঝিরা তাহার বন্ধু।'[৮] এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হোসেন মিয়ার মধ্যে কিছু গুণ অবশ্যেই ছিল। এক কথায় বলতে পারি দোষে-গুণেই এক জীবন্ত মানুষ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বর্তমান কালে অন্য লেখকদের রচনায় বা সমাজে ভূ-স্বামীদের যে মনোভাব ও আচার-আচরণ লক্ষ্য করেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতায় উপস্থাপিত করেছেন হোসেন মিয়া চরিত্রটি। হোসেন মিয়ার এই বিদ্রোহী সমাজবাদী চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে লেখকের আধুনিক গতিশীল জীবনদৃষ্টি।

ঔপন্যাসিকের চিত্রিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হল নায়ক কুবের। কুবেরের মধ্যে দিয়ে এক অনন্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি আভাসিত হয়েছে। সে মাঝি, পদ্মাতীরের আরও পাঁচজন মাঝির সঙ্গে তার স্বভাব ও অবস্থাগত অনেক মিল থাকলেও সে এক জায়গায় অন্য সবার থেকে পৃথক। তাই সে পুত্রের জন্ম সংবাদ শুনে বলতে পেরেছে, 'পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা।'[৯] পৃথক হওয়ার জন্য কুবের তার গূঢ় নিষিদ্ধ বাসনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্রমশ অর্জন করেছে। এই নিষিদ্ধ বাসনার উদ্ভব তার মনের কোনো কদর্য পঙ্কিল স্তর থেকে হয়নি। এর মূলে আছে বন্ধনহীন কপিলার মধ্যে দিয়ে এক নবোদ্দীপ্ত জীবনের মুক্তি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আর তাই বোধহয় উপন্যাসের শেষের দিকে কপিলা এবং

social practice gives a sense of identity to the individual. However it came to clash with the beliefs of the westerners. For the British it is an act of murder and must be dealt with punishment, but "to the Naga it was an acceptable practice for certain reasons." (Pou 77). The reason for this practice given by the Nagas was not only for retaliation but for good harvest and averting evil spirits. Davis observed that as Nagas believe a small portion of human flesh in the field will produce good harvest. Some take heads for funeral purposes of their chief with the belief that they become the slaves of the chief in the world of the dead.

This unique practice of head hunting consists of 'military etiquette'. The western Rengmas would not kill the man he is aiming at if he calls him 'Father'. His life would be spared and taken as slave. There are certain restrictions among the different Naga tribes. The man is expected to remain chaste before he goes for a raid, not to weaken him by having sex, and to avoid fowls and pigs for the fear that they would become confused. For the women they are expected not to spin else their husbands might fall or be killed by enemies. The women too are required to remain chaste for the safety of their men. Hutton described these practices as 'genna' as he explains:

Acts of worship have spoken as "gennas because there is no suitable English word which describes them, and the word genna, though by derivation from the Angami word "kenna", signifying "forbidden"... (Hutton 1969).

Every Naga had their own ways of rituals and gennas as it was important for their safety and honour. Besides this gennas, head-hunting had its own rules and regulations. Under these laws the warriors are expected to maintain it so as to let peace prevail among the neighbouring villages. With the intervention of the British in the soil of the Nagas, head-hunting was immediately pronounced as 'criminal behaviour'. This new law of justice altered the traditional beliefs and questioned the essence of the Naga identity. It was a whole new world to the entire Naga society. For them it was a social sanction but the outsiders view it as unlawful. Removal of head-hunting practice which was the essence of Naga identity had been questioned and thus creating confusion and leads to identity crisis. The question of head-hunting for a Naga is not only of law and order problem as an outsider may understand.

As a cultural edifice, head-hunting provided the inspiration for the

production of colourful shawls, head-gear, elaborate face and chest tattoos, wooden sculpture and elaborately carved pieces to adorn the houses of famous head-hunters. (Ao 31)

The British administration introduced punishment to reduce head-hunting practices by imposing fines and imprisonment. The British forced the villages to have peaceful agreement in front of witnesses from government representatives. An example of this is the treaty between Pangsha - Ponyo and Tsawlaw. This agreement had been alien to the Nagas, their mode of peace was to subjugate and avenging the dead. As they adopt the new identity, a priestly clan prays not to gods but to those dead souls to get their approval and forgiveness for making peace with the old enemies. Ao states that the brieft prayer which was addressed to the ancestors and not the gods "contains the essence of the difference of attitudes between the Nagas and 'others' towards this age-old social practice". The Nagas at this point leaves the old identity and steps into an alien identity they are never familiar with. The present generation finds it difficult to become a new society. She also writes that even with the practice of head-hunting , the Naga villages remained tightly-knit and self administered social units unlike the present society which is filled with chaos. The very essence of identity had been removed by outsiders. The Nagas now live in a state of fragmentation and chaos. ▸▸

Works cited

Ao, Temsula. *On Being A Naga: Essays.* Heritage Publishing House, 2014.Print.

Hutton, T.C. *The Angami Nagas.* Oxford University Press, 1969. Print.

Pou K. B. Veio. *Literary Cultures of India's Northeast: Naga Writings in English.* Heritage Publishing House. 2015. Print.

অনেক কষ্টসাধ্য। তাদের জীবন-যাপনের প্রণালী অনেক কঠোরতর। এরা পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরের একটি ধীবরগোষ্ঠী। বাংলা উপন্যাসে এরকম বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর পরিচয় এর পূর্বে খুব একটা বেশি দেখা যায়নি। উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীরা মূল লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে লেখকের ভাবনায়; পদ্মানদী প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে রচনার যাদুতে। উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী মাঝিদের ধীবর-জীবনযাত্রা উদ্ভাসিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণই উপন্যাসিকের নিজস্ব চেতনা ও শক্তিমত্তার পরিচয়। স্বয়ং লেখক বলেছেন, 'কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরর মত কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ-গাঁয়ের মানুষকে ও গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়।'[৪]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র চিত্রণের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলোর মধ্যে দুটি সত্তার টানাপোড়েন রয়েছে। রয়েছে ধীবরজীবনযাত্রার সমগ্রতায় নয়, কপিলা-কুবের-মালার ত্রিকৌণিক প্রেমাভিমানেও। উপন্যাসে রূপের প্রয়োজনে পদ্মানদী, রঙ্গমঞ্চের তাগিদে ধীবরপল্লী এবং একটি স্বপ্ন উপন্যাসে গতি চাই, তাই হোসেন মিয়ার উপস্থিতি। হোসেন মিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি বিরল চরিত্র। কুবের ছাড়া হোসেন মিয়াই একমাত্র প্রতিবাদী চরিত্র, যার মধ্যে দিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। সে বিরল চরিত্র, কারণ তাকে ভিন্ন সমালোচকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী মতামত পোষণ করেছেন। এতে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই হোসেন মিয়া চরিত্রকে কেন্দ্র করে তেমন বিতর্ক আর কোথাও হয়নি। এটি উপন্যাসিকের একটি অদ্ভূত সৃষ্টি। প্রায় প্রত্যেক সমালোচক এই চরিত্রের চমৎকারিত্বকে স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ সম্পর্কে বলেছেন, 'হোসেন মিয়ার দ্বীপটি যেমন গ্রামবাসীদের মধ্যে বেহেস্ত-জাহান্নমের অদ্ভুত সংমিশ্রণ, সেইরূপ হোসেন মিয়া নিজে তাহাদের বিধাতা পুরুষ।'[৫] কুবেরের চোখ দিয়ে যদি হোসেন মিয়াকে দেখি তা হলে তার প্রতি কখনো কুবেরের অসহনীয় ভয়-ভীতির কথা মনে হলেও পরমুহূর্তে আবার ভেসে আসে তার কাছ থেকে কিছু চাইলে নিরাশ না হয়ে পাবার আনন্দে তার প্রতি শ্রদ্ধাভাবের উচ্ছ্বাস।

শ্রমজীবী হয়ে তার থেকে পাওয়া পারিশ্রমিক দিয়ে ধীর সঞ্চয়ের পথে কেউ কোনোদিন বড়লোক হতে পারে না। সকল উদ্বৃত্ত ধনের জন্মই হয়েছে চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন অথবা কালো ব্যবসা, ফাটকা কারবারের সাহায্যে। হোসেনও বড়লোক হয়েছে ঠিক এক-ই ভাবে। সে কেতুপুরের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। বাড়ি তার নোয়াখালিতে। সে যখন কেতুপুরে এসেছিল তখন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় ছিল। জহরের নৌকায় মাঝিগিরি করত। কেতুপুর গ্রামের জহর, কুবের, প্রীতম, গণেশ সব মাঝিরাই আগের অবস্থায় থেকে গেছে, গরিব থেকে গরিবতর হয়ে গেল। অথচ এদের মধ্য থেকে হোসেন মিয়া কী আশ্চর্য কৌশলে ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেল। জমিজমা ক্রয় করে, দ্বিতীয় বিবাহ করে সে এখন অতি সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই তার বেশভূষা বদলেছে। এই দীনতম দীন অবস্থা থেকে সে এই ধনবান অবস্থায় কীভাবে পৌঁছালো, সে সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তারিত ভাবে বলেছেন, 'এইসব সুখের ব্যবস্থা সে যে কী

তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন সমাজ, নতুন মানুষ ও নতুন পরিবেশের আমদানি। তিনি যে দৃষ্টিতে মানব জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে নিজের উপন্যাসে তা উপস্থাপিত করেছেন, তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব চেতনা। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের চোখের আলোয় যে রূপটিকে লক্ষ করেছেন সেই রূপটি তাঁর রচনার শুরু থেকেই স্বকীয়তায় চিহ্নিত হবার প্রবণতা দেখা যায়।

সমস্ত আধুনিক কথা সাহিত্যিকদের মতো মানিকের রচনাতেও আধুনিকতার প্রকাশ দু-দিক থেকে ঘটতে দেখা যায়। প্রথমত দৃষ্টিভঙ্গী এবং দ্বিতীয়ত উপকরণ। তাঁর রচনার প্রথম পর্যায় ফ্রয়েড অনুসারী অবচেতনাশ্রয়ী জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপাদান বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ছবি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক মননের। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর সহ অন্যান্য প্রাক-মানিক যুগের সাহিত্যিকদের লেখায় আমরা যে গ্রাম্য পরিবেশ দেখতে পাই তা পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়বঙ্গ অঞ্চলকে নিয়ে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আমরা দেখতে পাই পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যপরিবেশের ছবি। আধুনিকতার সূত্র ও শর্তসমূহ বিচার করলে দেখা যায়, তাঁর সব উপন্যাসগুলোই আধুনিকতার দাবিদার। অতএব, বলা চলে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আধুনিক মননের কথাশিল্পী। আর সেই আধুনিক মননবৃত্তির এক সুপরিপক্ক ফসল 'পদ্মানদীর মাঝি।'

উপন্যাস বাস্তবিক পক্ষে সমাজের সঙ্গে সজীবভাবে জড়িত, সুতরাং উপন্যাসে মানুষের বাস্তব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। তাই উপন্যাসে আধুনিকতা ও শিল্পোৎকর্ষ মোটেই এক নয়। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমাজ অর্থাৎ বাঙালি জীবনধারা অনেক প্রতিরোধ ডিঙিয়ে আধুনিক হতে শুরু করেছে। আমাদের লক্ষ্য সাংস্কৃতিক, বিশেষ করে উপন্যাসের আধুনিকতার ছবি। শুধু উপন্যাসে নয়, সমস্ত শিল্পতেই প্রকাশ্য রূপের দিক থেকে একসময় তাকে বাস্তব মীমাংসায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাই বাস্তব জীবনে উপন্যাসই অত্যধিক ক্ষেত্রে আধুনিকতার দাবি বজায় রাখে। আধুনিকতা কথাটি সময়ের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত। উপন্যাস তেমনি বর্তমানের কাছে জন্মসূত্রেই দায়বদ্ধ বলে আধুনিক হওয়াটা স্বাভাবিক। আবার সমস্ত আধুনিক উপন্যাসের মধ্যে কিছু না কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব বা মনস্তত্ত্ব পাঠকের নজরে পড়ে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বে নিজস্ব আধুনিকতার কার্যকারণ অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

বাংলা উপন্যাস জগতে সকল ঔপন্যাসিক যখন পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়বঙ্গকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে ভেসে উঠেছে পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরবর্তী ধীবর পল্লী সমাজের কাহিনি। অন্যরা যখন সমাজের প্রতিষ্ঠিত জমিদার শ্রেণির মানুষদের নিয়ে চিন্তামগ্ন তখন তিনি লেখেছেন পদ্মাতীরবর্তী মাঝি-মাল্লা-মজদুরদের নিয়ে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস রচিত হয়েছে মাঝিদের নিয়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম মাঝিদের নিয়ে এক বিশদ লেখা, যদিও মধ্যযুগে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'ঈশ্বরী পাটনি'র প্রসঙ্গে এই মাঝিশ্রেণির নিম্ন বর্ণের মানুষের এক বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সূত্রে 'পদ্মা নদীর মাঝি' আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি আধুনিক উপন্যাস। এটি-ই এই উপন্যাসের অভিনবত্ব।

এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা নিম্নবর্গের। অনেকেই অসচ্ছল, অভাবী, এদের জীবিকা

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 19–24

Jibanananda Das's Poems: A Modern Craft

Amitabh Ranjan Kanu
Assistant Professor, Department of English
Pramathesh Barua College, Gauripur, Dhubri:Assam

Abstract: *Jibanananda Das (1899-1954) is one of the prolific Bengali poets of Indian Literature after Rabindranath Tagore. He gave new image and fresh symbol to Bengali poetry. His early poems were greatly influenced by Mohitlal and Nazrul. But his later poems came out with original fervent. Since he was the professor of English literature, therefore European poets' influence upon him was obvious. Close reading shows how he was influenced by various European and American poets and scientific upsurge across the globe. Despite being influenced, he held high the native temperament and sensibilities, and dealt them in poems with utmost Bengali nuances. His intensity to wielding poems with new available images drawn from wild setting gave a paramount height to Bengali poems. The paper tries to focus on how Jibanananda Das was influenced by foreign writers and how he acquired a unique place, with the help of his sizzling craftsmanship, among Indian poets till date. This will also show how he injected vigorously tropes of modernism into his poems.*

Keywords: *Foreign influence, compare and contrast, originality, modernism, images, metaphors.*

Charles Baudelaire's The Flowers of Evil was published in 1857. The Flowers of Evil considered as the starting point of modern epoch in poetry. The poems of this anthology showed the degenerated human mind, culture and society. It is true that many social, political and economic ups and down mould human thoughts. And the creative form of expression simply portrays them in later years. The First World War (1914) and the Second World War (1939) had upsurged a sense of

rootlessness among people. People left to be suffered. Life became shattered, broken and gloomy. Modern poets across world started howling for new simile and symbols. And thus the Modern European poets and American poets developed a new language in poetry for expressing their thoughts. They acquired fresh idioms to express their beliefs and make believe. They quivered paranormal mess, and dreams which were absent in poetry. And thus a new genre of poetry across globe started evolving. Jibanananda Das's poems are the example of that upsurge.

Jiabananada Das, a Bengali poet, was born on 18th February 1899. His poems published in leading journals and magazines like Kollol, Kaali Kolom, Progoti, Porichoi, Kobita, Chaturanga, Purbasha-Prabhati etc. His first book Jhara Palak was published in 1927. Jhara Palak failed to create fresh fervour in readers mind. But this book is considered as preparatory journey for him as a great poet. His second book Dhushar Pandulipi came with a fresh start. His poems were surprisingly more indirect and less didactic. Even his later poems unload dark and death from poetry. They built a bridge to connect people with the new world led by dreams and paranormal mess. In his 'Kobitar Kotha', he said, that Bengali poets should take lesson from French, British and European poets. As he was a professor of English, he could easily come across them and therefore had been greatly influenced by them. It is true that the poets like Promoth Choudhury, Mohitlal, Jotindranath and Nazrul tried to fly against Tagorian wind. Biharilal Chakrobortty introduced cult of lyric poetry in Bengali literature. Madhusudan Dutta gave lyrical cult a new height. Sudhindranath used acute myth and symbols in poems. Bishnu Dey used historical sense to break social dogmas. But Jibanananda Das introduced fresh symbols and similes with an abundance of dark and dream in poems.

Jibanananda Das introduced a new space in Bengali poems where wild lives can easily dwell. The foreign writers like William Shakespeare, John Keats, P.B. Shelley, William Blake, G.M.Hopkins, W.B.Yeats, Emily Dickension, T.S.Eliot, Baudelaire used wild lives in their poems and Jibanananda Das was extensively influenced by them. He mentioned all most all Indian and migratory birds in his poems. He used 'dove' in 'Dujan', 'Bodiya', 'Asto Chand', 'Kobi', 'Dakhina' in *Ruposhi Bangla* poems no. 33, 58, 59. John Keats also wrote a poem 'I had a Dove and the sweet dove died'. Jibanananda Das used Dove to denote corporeal existence and Keats used Dove to denote beloved. Henry

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জন্ম হয়েছে কলকাতা শহরে মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের সময় থেকে। আর বাংলা উপন্যাস এসেছে তার পিছনে পিছনে। এক কথায় বলে যেতে পারে বাঙালির সমাজ-জীবনের নতুনত্বই যেন উপন্যাসে এসে ধরা দিয়েছে। বাঙালিরা তৎকালীন সমাজ জীবনে যেন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে নিজেকে চিনতে পেরেছে। উপন্যাসে পাওয়া যায় মানুষের জীবন-যাপনের একটা বাস্তব চেহারা। উপন্যাসে পাওয়া যায় ঘরোয়া মানুষকে, পারিবারিক মানুষকে, সামাজিক মানুষকে— এক কথায় নানা দিকের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা জীবনের বহু বিচিত্র রূপের সমগ্রতাকে। মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্যই ছিল দেবমহিমা কীর্তন। কিন্তু উপন্যাসের লক্ষ্য দেবমহিমা কীর্তন নয়, মানব-মহিমা। অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের সত্যকে তুলে ধরা।

বাংলা সাহিত্যে ধীরে ধীরে এসেছে নতুন নতুন ধারা। সমাজের মতো সাহিত্যেও পর্বে পর্বে পিছুটান কাটিয়ে নতুনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার আজকের দিনের পালাটি একদিনে আসেনি। এসেছে একে একে বেশ কয়েকটি ছোটোবড় পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে। আধুনিক ও আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে বলেছেন, 'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'[২] সেজন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব লক্ষণেরও বিভিন্ন অদল বদল ঘটে।

বাংলা কথা সাহিত্যে 'আধুনিকতা' সময় নির্ভর নয়, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের প্রকাশের জগতে তার রূপের অনেক বদল হয়েছে। সে জগৎ বিভিন্ন সময়পর্বে বিভিন্ন লেখকের কথা সাহিত্যে আধুনিকতার বিচিত্র রূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বাংলা উপন্যাস জগতে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কল্লোলগোষ্ঠী (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত) বিভূতিভূষণ পর্যন্ত প্রসারিত পর্বে আধুনিকতার নানা দিকেই হাত বুলিয়েছেন। তাঁদের লেখায় নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা থাকলেও সবার উপন্যাসের মধ্যে ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণির প্রতিষ্ঠিত জমিদারের জীবনের জটিলতা ও যন্ত্রণার কাহিনি। অবশ্য বিভূতিভূষণ এদের থেকে আলাদা প্রকৃতির। তাঁর প্রায় সমগ্র রচনায় মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। দেখা যায় তিনি মাটির কাছের মানুষদের নিবিড়ভাবে ধরে আছেন। সেইদিক দিয়েই 'তাঁর ভূমিস্পর্শ মুদ্রার দাক্ষিণ্যেই তিনি সহজেই আধুনিক।'[৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় প্রথম পরিলক্ষিত হয় সমাজের নিষ্পেষিত, শোষিত, দরিদ্র শ্রেণির মাল্লা-মজদুর-মাঝিদের জীবন-যন্ত্রণার এক বেদনার উচ্ছ্বাস। এখানেই তিনি অন্যসব ঔপন্যাসিকদের থেকে পৃথক হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের পর ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে কেবলমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাসগুলোতে রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রেক্ষাপট রচনার লক্ষণগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরীদের মধ্যে কল্লোলগোষ্ঠী যে উদ্দীপনা ও উত্তেজনার আবেগ সঞ্চার করেছিলেন, মানিকের দৃষ্টিতে তা ছিল ভাষার

ক্ষেত্রগুপ্ত, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ড° নিতাই বসু, সমরেশ মজুমদার, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ সুধীগণ। তাঁদের আলোচনার মর্মমূলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং তা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমার প্রবন্ধে বিশেষ করে আধুনিকতা কোথায় এসে ধরা দিয়েছে তা প্রস্ফুটিত করবার চেষ্টা করব।

গবেষণা পদ্ধতি : গবেষণা পদ্ধতি প্রস্তুত করতে গিয়ে বিশ্লেষণাত্মক এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে মুখ্য উৎস হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস এবং গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মূল আলোচনা : অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাঙালি জীবনে যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন শুরু হল, তাকে পুরানো যুগের কালান্তর এবং নতুন যুগের সূচনা বলে ধরা হয়। সেই সময় থেকে সমাজ আধুনিক হতে শুরু করেছে। কিন্তু তা রাতারাতি সম্ভব হয়নি। আমাদের জাতীয় জীবনে তখন একদিকে নতুন আদর্শের প্রতি টান, তেমনি অন্যদিকে পুরানো ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা। এক কথায় বলা যেতে পারে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব। ভালো হোক আর মন্দ হোক এর মধ্যে দিয়েই আমাদের নবজাগরণ ঘটেছে। যেভাবে সমাজ বদলেছে ঠিক তদ্রূপ আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যেও যুগ বদল হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবী আমল অবসান হওয়ার পর ইংরেজ বণিকদের প্রতিষ্ঠালাভের সময় থেকেই ভারতবর্ষের আধুনিক কালের সূচনা হয়েছে বলে মনে করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সমাজে চেহারাটা অনেকখানি পালটে গেল। তারফলে কলকাতা শহরে জমিদার ও ইংরেজ বণিকদের নিয়ে গড়ে উঠল নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ। এই নতুন সমাজের প্রথম দিকের চেহারাটা ছিল বিসংগতিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু যাকে আমরা নবজাগরণ বলে থাকি, তা মূলত গড়ে উঠেছে এই নতুন জাগ্রত হওয়া সমাজের মধ্যে থেকে। নবাবী আমল শেষ হওয়ার পর কলকাতায় যে নতুন সমাজ গড়ে উঠতে শুরু করেছিল তা উনিশ শতকের মধ্যভাগে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-য় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন— 'নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনসী, ছিরে বেণে, ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা সেটাও রাজা খেতাপ ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুবে উজুনির মত রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মান সিংহ, নন্দ কুমার, জগৎ শেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখড়াই, ফুল আকড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে। সহরের যুবকদল গোখুরী ঝকমারি ও পক্ষির দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।'[১]

James, an Irish poet, wrote a poem 'Pigeon'. He said about the mirthfulness of the pigeon and Jibanananda Das compared the loneliness of pigeon with his beloved. His pigeons stand for home grown child of a lost city. His pigeons stand for deep love. Edgar Allen Poe in his poem ' Sonnet to Science' compared science with vulture. He also referred Vulture in his poem 'Shakun' denoting death. He said about crane, wild goose, wild duck in many poems. He used wild goose to denote togetherness in the poem 'Buno Haas'. William Butler Yeats in his poem 'The White Birds' used white birds to denote his beloved Maud Gonne. Jibanananda Das used the bird Cuckoo in poem nos. 30, 32 in *Ruposhi Bangla*. For him, Cuckoo is a bird of joy. Therefore he said in the poem no. 41 of *Ruposhi Bangla* that cuckoo disappears when bad time comes. William Wordsworth compared the bird Cuckoo with joy in his poem 'The Cuckoo'. His cuckoo stands for the past and Jibanananda Das's cuckoo stands for pain. Jibanananda Das used peacock for delineating pride, beauty and grandeur of the world. William Blake, the pre-Romantic poet, said 'the pride of peacock is the glory of God'. Das used different kinds of owls in his poems such as no. 1,34,27,61 in *Ruposhi Bangla, Aghran Pantorey (Banalata Sen), Aboshorer Gaan, Mrityur Aagey* (Dhushar Pandulipi) etc. He used owls in various contexts. His owl stands for death and mystery. John Keats also mentioned owl in the poem 'Ode to Melancholy' and compared evil time to owl. Jibanananda Das mentioned Robin bird in 3 in *Ruposhi Bangla*, Aath Boxor Aager Ekdin (Mahaprithibi) for denoting man's zeal of exploring various avenues of life. William Wordswoth in his poem ' The Red Breast Chasing the Butterfly' mentioned about robin bird which stands for elegance of life. Emily Dickenson, an American poet, also associated robin bird with hope in the poem 'Hope is the thing with feathers'. Jibanananda Das used vampire in the poem 'Kobita' in *Saatti Taarar Timir*. He used vampire to denote darkness. Rudyard Kipling also used vampire to describe the void existed in between man -woman relation. He used vampire to denote the darken hands which subjugated women in various way. Charles Baudelaire also used vampire in his poem 'Le Vampire' to depict boredom and dark side of life. Jibanananda Das used crow, raven black crow in poem nos. 15,24,28,58 of Ruposhi Bangla and 'Kuri Boxor Por' of Banalata Sen. His crows stand for new life, of struggling that one goes by in life , it denotes of returning back home. His crow stands for light and hope. Edgar Allen Poe associated raven black crow with evil

in his poem 'The Raven'. William Shakespeare compared the dark lady's eye brows with raven black crow in Sonnet 127. But Jibanananda did not disdain raven black crow for its colour. He also used King Fisher in poem nos. 4,21, 31,32, 52, 57 in *Ruposhi Bangla*, Surjyo Pratim of *Saatti Taarar Timir*, Prithibitey in *Srestho Kobita*. He used king fisher bird to delineate beauty and colour of life. G.M. Hopkins in his poem 'As Kingfisher Catch Fire' said about physical existence and morality. Jibanananda Das also associates King Fisher bird with corporeal existence of human being which is very temporal. He said about Curlew in Hai Chil of Banalata Sen. His curlew stands for his beloved. W.B. Yeats also associated the curlew bird with his beloved and asked the bird not to cry in the poem 'He Reproves the Curlew'. He asked the curlew bird not to cry because the bird's crying brings back the memory of his beloved, and he feels strain in heart.

It is true enough that all great poets are born poets. Yet they were influenced by others. There have been very few poets who were not influenced by other poets of their time. Bengali literature is immensely influenced by foreign literature across globe. One can get Milton in Madhusudan, Scot in Bankim and Shelley in Rabindranath. Jibanananda Das was greatly influenced by Yeats, Baudelaire and Poe. Yeats' 'The Falling of Leaves' and 'Ephemera' left an immense influence on 'Agrahan Pantorey' of Dhushar Pandulipi and 'Dujan' in *Banalata Sen* respectively. 'The Falling of Leaves' speaks about passing of lovely summer. The poet compares love with the fallen leaves of autumn. He describes that the mice is playing over the bare desolated sheaves. And the waned setting suggests that it's the time to depart from each other. Jibanananda Das's 'Pachis Baxar Por' from *Dhushar Pandulipi* and 'Pecha' and 'Nirjan Sakhar' in *Banalata Sen* speak about a withered winter and lovers who believe in peripheral existence. The poems speak about two lovers who reminisce their last meeting standing on desolated field of winter. Yeats said in the poem 'Ephemera' about two lovers who are nearing the end of their lives. Their passion is fading as a result of their age. He compares the falling of autumn leaves and of faint meteors with love to denote temporality. Jibanananda Das also said about temporal love in the poem 'Dujan'. The poem said about the lovers who were departed physically from each other long ago. The poem said that after being parted away they did not search each other. They forgot each other like a fading star. Further Yeats' 'The Scholar' left an immense influence on the poem 'Samaruho' written by

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 122–131

Elements of Modernism in Manik Bandopadhyay's '*Padmanadir Majhi*' (*Boatman of the River Padma*)

Nityananda Das
Research Schollar, Gauhati University : Assam

Abstract : *When novels and narratives from Bengal were focusing an the life of highly educated, established lands lords their life complexities, psychological turmoil, Hamletian dilemma Manik Bandopadhyaya's works treaded a new path breaking away from the often covered path by depicting the life of the exploited, oppressed subalterns of the Society, who despite their immense contribution to the society lived a life of misery often at the mercy of the high class people. Moreover, deviating from the conventional approach to the art of story telling he injected modernism into his narrative where we find Protagonist's search for self, his psychological realism, his libido his dreams, working of mind. This paper aims to analyse elements of modernism found in the novel* ***Boatman of the river Padma****.*

মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আধুনিকতা : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

উদ্দেশ্য : "পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আধুনিকতা : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের পদ্মার পারে বসবাস করা নরনারীর জীবনবিন্যাস, তাদের জীবিকা, সংস্কৃতি, আবেগ ইত্যাদি মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার স্বরূপকে কীভাবে উপলব্ধি করেছেন; সাহিত্য জগতে তিনি এ বিষয়ে জোর দিয়ে তাদের কথা বলেছেন এবং কীভাবে তারা আধুনিকতার দ্বারে এসে উপস্থিত হল, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সাহিত্য পর্যালোচনা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে নিয়ে এ যাবৎ বহু আলোচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।১/৩/২৮

১৬) সুকুমার সেন (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ-০১
১৭) হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া (সম্পা) : বরগীত, পৃ-২১।
১৮) তদেব : বরগীত, পৃ-১৪৫।
১৯) তদেব : বরগীত, পৃ-১৪৬।
২০) তদেব : বরগীত, পৃ-১৪৮।
২১) তদেব : বরগীত, পৃ-১৫৯।
২২) ড. দ্বিজেন্দ্র নাথ ভকত (সম্পা) : শ্রীশ্রী শংকরদেব মাধবদেব বিরচিত বরগীত, পৃ-২০।
২৩) দ্রষ্টব্য মাধবদেবের ৬১, ৬২, ৬২, ৬৪ ইত্যাদি গান।
হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া (সম্পা) : বরগীত, পৃ-৮৬-৮৯।
২৪) শিবনাথ বর্মন (সম্পা) : শ্রীমন্ত শংকরদেব : কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃ-৪৮।
২৫) শিবনাথ বর্মন (সম্পা) : শ্রীমন্ত শংকরদেব : কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃ-২৫।
২৬) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৫০।
২৭) রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পা) : শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, পৃ. ১১২।।
২৮) মাধবদেবের একটি বরগীত উল্লেখযোগ্য,

কতি আনন্দ বিন্দু করু দানা
মেরি যতনে তেজি আশা।
পয়রহি লাগি শরণ একু মাগো
দীন মাধব মতি নাশা।।

হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া (সম্পা) : বরগীত, পৃ-৬০।
২৯) খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্যামপদ চক্রবর্তী (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ১৮।
৩০) শিবনাথ বর্মন (সম্পা) : শ্রীমন্ত শংকরদেব : কৃতি আরু কৃতিত্ব, গুয়াহাটি : জাগরণ সাহিত্য প্রকাশন, পৃ. ৪৭।
৩১) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, কোলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮০, পৃ. ৫৮২।
৩২) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, কোলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮০, পৃ. ৯২৩।
৩৩) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, কোলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮০, পৃ. ৬২৩।
৩৪) হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া (সম্পা) : বরগীত, গুয়াহাটি ঃ দত্তবরুয়া পাবিলিশিং, ২০১৫, পৃ. ১৪৭।
৩৫) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, গুয়াহাটি ঃ দত্তবরুয়া পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ২৮৫।

Jibanananda Das. Both of them made comment on contemporary love poets of their time. They ridiculed the scholars in their poems. Jibanananda Das's poem 'Etihasjaan' in *Bela Abela Kaalbela* has been influenced by the poem 'East Coker Four Quartrants 1940' written by T.S. Eliot. He was influenced by Eliot's using of names of the places, towns, and cities and of historical personalities. He was also influenced by Baudelaire. In 'Intimate Journal', Charles Baudelaire said that beautiful means for him something sad and intense- anything vague. And he thought that woman is the pass to enter to a beautiful place. Jibanananda Das said about such intense sadness in the poem 'Bodh'. His women Banalata Sen, Sefalika Bose, Arunima Sanyal, Suchatana, Shyamali, Sabita, Sarojini etc. stand for beauty and a place where one can find solace.

It is true that there has been a huge European and foreign influence on Jibanananda Das, but what makes him original is his search for solace in dream and darkness. Therefore, he had made experiment of surrealistic approach in his poems to acquire phantasm and pleasure. He tried out to see the universe through sub conscious mind. He went deep to dream and darkness to divulge new world for readers through poems. And thus he crafted a new world of paranormal force which was absent in genre of Indian poetry. ▸▸

Reference

Basu, Ambuj. *Ekti Nakhatra Asey.* Kolkata: Pustak Bipani, 2004. Print.

Bhattacharya,Tapodhir & Swapna Bhattacharya. *Jibanananda O' Parabastab.* Kolkata: Anjali Publisher, 2002. Print.

Sikder, Ashrukumar. *Adhunik Kobitar Digboloi.* Kolkata: Aruna Prakashani, 1995. Print.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 25–31

The Origin and Migration in the Legends of the Poumai Naga of Manipur

R.V Weapon
PhD Scholar, Nagaland University,
Kohima Campus, Meriema-797004

Abstract : *The Poumai Naga forefathers did not have the written record of their origin, migration and settlement as they were illiterate, uncivilized and wanderers before they permanently settled in the present Senapati District of Manipur. The history of their origin, migration and settlement has passed down from generation to generation through oral traditions. Some of the few available primary sources to trace Poumai history are folksongs, folktales, legends and proverbs. It is hard to delineate the exact time, place, origin, years of migration and settlement. The other sources to trace about their origin and migration are through their activities, achievements and usage of ornaments such as stone monolith, wooden trunk, cowrie, conch, sea-shell, utensils etc. Therefore, a little gleaning from all these sources can tell about their origin and migration throwing light on their valuable visual and oral tradition. The Poumai oral tradition such as folksongs, folktales and legends claim that Poumai forefathers were originated from the sacred land of Makhrafii (the present Makhel village) with God, Man and Tiger. There is a folktale that states how Poumai forefathers claimed their origin at Makhel and vowed not to disclose their actual place of origin beyond Makhel as they fear retribution from their adversaries. In the course of time, as the population increased Poumai forefathers migrated to different directions in search of a new settlement. The Poumai Naga is now settled in Senapati District of Manipur and Phek District of Nagaland. This article primarily intended to trace Poumai origin and migration based on oral tradition such as folksongs, folklores, proverbs and legends.*

তথ্যসূত্র

১) Access on 22/8/2019 https://en.wikipedia.org/wiki/Bhakti_movement

২) ভাগবতের টীকায় বলা হয়েছে,
(এখানে বাইশটি অবতারের বর্ণনা রয়েছে কিন্তু এটি লোকপ্রসিদ্ধি যে অবতার হল চব্বিশটি। কারো কারো মতে রাম এবং কৃষ্ণ এই দুটি অবতারকে না ধরে অবশিষ্ট চারটি অবতারকে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশাবতার বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হলেন পূর্ণ পরমেশ্বর, তিনি অবতার নন, তিনি হলেন অবতারী। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে বিবেচিত হন না। তাঁর চারটি অংশাবতার হ'ল— (১) কেশ, (২) সুতপা এবং পৃশ্নির প্রতি কৃপাকারী অবতার, (৩) সংকর্ষণ-বলরাম এবং (৪) পরব্রহ্ম। এইরূপে এই চারটি অবতার থেকে বিশিষ্ট হলেন স্বয়ং ভগবান বাসুদেব। অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তি পূর্বোক্ত বাইশটি অবতারের সঙ্গে হংস এবং হয়গ্রীব অবতার সম্মিলিত করে চব্বিশটি অবতারের কথা বলে থাকেন।)

৩) অবশ্যে শিক্ষাষ্টক সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। অনেকে বলেন শিক্ষাষ্টক নাকি চৈতন্যদেব স্বয়ং রচনা করেছেন। তথ্যের অভাবে এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় না।

৪) ড. সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, পৃ-১২১-১২২

৫) ড. দ্বিজেন্দ্র নাথ ভকত : শ্রীশ্রী শংকরদেব মাধবদেব বিরচিত বরগীত, পৃ- ২৩।

৬) খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্যামপদ চক্রবর্তী (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ-৩

৭) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, ভূমিকাংশ।

৮) ড. দ্বিজেন্দ্র নাথ ভকত (সম্পা) : শ্রীশ্রী শংকরদেব মাধবদেব বিরচিত বরগীত, ২য় সং, গুয়াহাটি : চন্দ্রপ্রকাশ, ১৯৯৭

৯) ড. দ্বিজেন্দ্র নাথ ভকত (সম্পা) : শ্রীশ্রী শংকরদেব মাধবদেব বিরচিত বরগীত, পৃ-১৪।
শংকরদেবের বরগীতে চলন, খেলন, নৃত্য আর রূপের পদ থাকলেও কম, মাধবদেবের এই ধরনের পদ বেশি। মাধবদেব উপরিউক্ত সব বিষয়ের পদ রচনা করে বৈচিত্র্য এনেছেন। শংকরদেব আসলে পরমার্থিক তত্ত্ব ও সংসারের প্রতি বিরক্তি সংক্রান্ত পদ বেশি রচনা করেছেন। এই পদগুলো বেশির ভাগই প্রার্থনাসূচক। মানবজীবন দুষ্প্রাপ্য, ক্ষণভঙ্গুর ও মায়াময়, হরিভক্তি মোহাচ্ছন্ন জীবনের ধ্রুবতারা, এই ভাবনা তাঁর পদগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে।

১০) হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া (সম্পা) : বরগীত, পৃ-১৬।

১১) হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া (সম্পা) : বরগীত, পৃ - ২৬।

১২) খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্যামপদ চক্রবর্তী (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ-৯৩।

১৩) হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া (সম্পা) : বরগীত, পৃ-০১।

১৪) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা) : বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ-০১।

১৫) ভাগবতের ১ম স্কন্ধে অবতারতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে,
(ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়স্তথা।।২৭

বৈচিত্র্যাধিক্যে 'বৈষ্ণবপদাবলী' অধিক আস্বাদ্য। তবে ভাষার বেড়াজাল ভেঙে ফেলে দুই কাব্যকে পাশাপাশি রেখে পাঠ তৈরি করলে সাহিত্যের মঙ্গল। বস্তুত অনুবাদ সাহিত্য যে কাজ করে, তেমনি 'বরগীত' ও বৈষ্ণব পদাবলী'-র শরীর থেকে প্রদেশ আর বর্ণের বেড়া তুলে দিতে পারলে ঠিক সেই কাজটিই হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যাক—

ধরা যাক গোষ্ঠলীলার পদ। অসমিয়া মাধবদেব এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁর একটি 'বরগীত' যদি বাংলায় লেখা যায় তবে কী দাঁড়ায় দেখি—

তেজরে কমলাপতি পরভাতে নিন্দ।
তেরি চান্দ মুখ পেখো উঠরে গোবিন্দ।।
রজনী বিদূর দিশ ধবলী বরণ।
তিমির ফেরিয়া বাজ রবির কিরণ।।
ক্ষীর লবণু লৈয়া শিঙ্গা বেত বেণু।
সকালে মেলিয়ো বৎস হাম্বালাবে ধেনু।।
কহয় মাধব মাই কিনো তপসাইলা।
ত্রিজগত পতি হরি রাখোবাল পাইলা।।[৩৪]

'বৈষ্ণব পদাবলী'-র একটি পদ,

প্রণাম করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙা বেণু গগনে গো-খুর-রেণু
শুনি সবার হরষিত মন।।
কেহ যায় বৃষ ছান্দে কেহ কারো চড়ে কান্ধে
কেহো নাচে কেহো গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা-কূলে
রাম-কানাই আনন্দে খেলায়।।[৩৫]

উপসংহার

এই পাঠ থেকে বোঝার উপায় নেই কবিদ্বয় ভিন্ন। কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক থেকে 'বরগীত' -এর ওজন কম হলেও মূলবিষয়ের ভক্তিভাব, বর্ণনা ও রচনাশৈলীর নিরিখে এ গ্রন্থ 'বৈষ্ণব পদাবলী'-র সমকক্ষ। আমাদের এই গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বৈষ্ণবসাহিত্যের নতুন দ্বার উন্মুক্ত করা। উপযুক্ত দুই গ্রন্থের অধ্যয়নকালে আমরা দেখছি বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন মিল রয়েছে তেমনই সামঞ্জস্য আছে ধর্ম ভাষা ছন্দ অলংকার প্রকৃতিচিত্র ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে। এ ছাড়াও কৃষ্ণের রূপবর্ণনা, বংশীলীলা, নৃত্যলীলা, গোষ্ঠলীলার, হোলিলীলার স্বতন্ত্র আলোচনা হতে পারে। স্থানাভাবে আমরা মাত্র মূলবিষয়ের তুলনামূলক আলোচনায় দেখাতে চেয়েছি যে দুই গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণলীলাগত সামঞ্জস্য থাকলেও অসামঞ্জস্য রয়েছে নানা বিষয়ে। কৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যেই রয়েছে দুই সাহিত্যের কবিদের অন্তরঙ্গ মিল।

Keywords: *unwritten record, oral tradition, usages, settlement.*

Every tribe or nation has its own distinct traits such as cultural heritage, dresses, language, ornaments, living style, the culture of food habits, customs, beliefs, practices etc., all these traits portray the identity of a tribe or a nation. Today many young Poumai Naga are not conscious of their origin as Poumai forefathers did not have a written record of their origin, migration and settlement. The Naga nation is like the sacred Tenyimia ancestral tree known as 'Tyaobe' (wild pear tree at Sajaoba Mao village) having more than 40 branches in the form of different Naga tribes. Out of sixty-six Naga tribes, there are twelve who share the same commonplace of origin and form as Tenyimia family. The Poumai Naga is one of the major tribes of Naga. The Tenyimia tribes believed that their forefathers dispersed from Makhel (present Sajaoba Village) to different directions and they have a common ancestry. Although they have common ancestry and dispersed from Makhel, British and Indian government created artificial boundaries in Naga inhabited areas. The sixty-six Naga tribes inhabit in Nagaland, Manipur, Assam, Arunachal Pradesh and Myanmar. The names of the Tenyimia tribes are as follow:

1. Manipur State: Poumai, Mao, Maram, Thangal, Zeme, Liangmai and Rongmai
2. Assam state: Western Rengma and Zeliangrong.
3. Nagaland state: Angami, Chakhesang, Zeliangrong, Pochury and Rengma.

There are different oral traditions regarding the Poumai origin, migration and settlement as the forefathers passed down the history through word of mouth. The stories of origin and migration have passed down to the present generation including traditions, culture and practices through the word of mouth. Till today, only a few of the legends, myths, folktales, folksongs, folklore etc. have written and published. Therefore, it is difficult to trace the exact time, place, origin, year of migration and settlement. The other sources to trace their origin and migration are through their social activities, achievements and usage of ornaments such as Stone monolith, wooden trunk, cowrie, conch, sea-shell, utensils etc. The Poumai oral traditions such as folksongs, folktales and legends claim that Poumai forefathers were originated from the sacred land of Makhrafii (present Makhel village) with God, Man and Tiger. There is a folksong of Poumai origin at Makhel and it is said that forefathers

vowed not to disclose their actual place of origin beyond Makhel. Due to this pledge made by the forefathers at Makhel, Naga history is difficult to trace. The possible reason might be because Naga ancestors desired to forget their miserable life and wished to start a new beginning from Makhel. Naga ancestors must have migrated from one place to another place due to various reasons before they reached Makhel; they might be dispersed owning to their thriving population or constant attack from the neighbouring villages or conflict within the village or a consensus decision to shift to a new place. In the course of time perhaps the forefathers' memory could not be retrieved beyond Makhel, thus, Makhel is reckoned as their place of origin after their long journey from some unknown places. With the passage of time as the population increased Poumai ancestors dispersed from Makhel and migrated to different directions in search of a new settlement. The Folksong of Makhrafii ni hepazhi lou (Song of Poumai origin from Makhel)

Hoziirou: Doulai chi makhrafii ni khao ranaopyae
Hopyae: Rani chii sero, khaoni touchii maini nyapa
Hopa: Rapou nie mase-e chomavei peidei
Hodei: Paorou khao-du nipfiini kahamoe
Homoe: Mai hailou khou teile mocho veipeidei

English translation: In the beginning God, Man and Tiger lived together as brothers and in due course of time they parted from Makhel. Among the three brothers, God was the eldest, tiger the second and man was the youngest. God created everything according to his plan and will. Although the tiger is physically stronger than man, man wisely counts and records the annual lunar months of a year.

The Poumai Naga is one of the major Naga tribes inhabiting in a contiguous area in the northern border of Manipur state and the southern border of Nagaland state. The majority of Poumai are residing in Senapati district of Manipur and four villages are settled in Phek District of Nagaland. The term "Poumai" derives from two syllables "Pou" and "Mai"; "Pou" is the name of the ancestor of Poumai and "Mai" means his descendants. The literal meaning of Poumai means the descendants of Pou. It is said that Pou was one of the Naga leaders who led the Nagas in their migration and settled at Makhel. There is a folksong claiming that Naga forefathers were migrated from Southeast Asia. The language of Poumai is called Poula. The phrase Poula consists of two syllables 'Pou' and 'la'; Pou is the progenitor of Poumai and la means language. The literal meaning of Poula means the

স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।।[৩১]

শুধু তাই নয়, যেহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করতেন চৈতন্যদেবের ভাব আসলে রাধারই ভাব, তাই তাঁরা কিছু পদে ওই ভাব ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, রাধামোহন এই পদে চৈতন্যের মধ্যে রাধাভাব ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে—

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ
করতলে করই বয়ন অবলম্ব।
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত।।[৩২]

তাই বলা যায় কৃষ্ণপ্রেম নানাভাবে নানা রূপে অঙ্কিত হয়েছে বৈষ্ণবপদাবলীতে— গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে তথা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সংগীতে।

ওই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আবার নানা ভাবের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। বৈষ্ণবদর্শনের গূঢ়তত্ত্বকে বাদ দিয়েও বলা যায় এই প্রেমচিত্রণে বৈষ্ণব কবিরা সত্যিই বাস্তবানুগ। রাধাকৃষ্ণকে নায়ক-নায়িকা রূপে প্রতিষ্ঠা করে কবিরা পদাবলীতে প্রেমলীলার বিচিত্র খেলায় মেতে উঠেছেন। এই নায়িকার আবার আটটি অবস্থা — অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা। এই বিষয়ের পদগুলোও বরগীত থেকে বৈষ্ণব পদাবলীকে আলাদা করেছে। যেমন অভিসারিকা রাধিকার অভিসারের একটি পদে বলা হল,

কন্টক গাড়ী কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।[৩৩]

অর্থাৎ রাধিকা কৃষ্ণের অভিসারে যাবার আগে জল ঢেলে কাঁটা পুতে পায়ের নুপূরের শব্দ আঁচল দিয়ে আবৃত করে পথে চলবার অভ্যাস করছেন।

'বৈষ্ণবপদাবলী'-কে পরপর সাজালে দেখা যায় কৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে শুরু করে রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা ও প্রেমলীলা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেমলীলাংশে আবার পূর্বরাগ-অনুরাগের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, তেমনি অভিসার, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা. প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকার প্রসঙ্গও কীর্তিত হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রেমবৈচিত্য ও আক্ষেপানুরাগ পদেও কবিরা সার্থক হয়েছেন। এরপর এসেছে নিবেদন ও মাথুর। মাথুরের পর ভাবোল্লাস ও মিলন। শেষে প্রার্থনার পদ। কিন্তু 'বরগীত'-এ এত বৈচিত্র্য নেই। কেননা, শংকরদেব যে ভক্তিরসের প্রচার করেছিলেন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাবের মধ্য দিয়ে উদ্গত হলেও সেখানে মধুরের কোনো স্থান নেই। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের গান মধুর রসেরই গান। সুতরাং বলতে হয় উভয় কাব্যের কাল, ভাষা, বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী এক হলেও

অন্যদিকে 'বৈষ্ণব পদাবলী' নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। যেখানে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বরগীতগুলো শুধু চলন, খেলন, সাজন, নৃত্য, রূপ জাগন, চোর, চাতুরী আদি বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল, সেখানে বৈষ্ণবপদকর্তারা কৃষ্ণের অষ্টকালীন নিত্যলীলার পদের দিকে এগিয়ে গেলেন। যদিও 'বরগীত'-এর উপযুক্ত গানের কিছু সংখ্যক (যেমন, জাগন চয়ন খেলন) অষ্টকালীন নিত্যলীলারই অংশ; তবুও বলতে হয় রাধার সংযোজন বৈষ্ণবপদাবলীকে অভিনবত্ব দিয়েছে। জয়দেব থেকে শুরু করে চৈতন্যপরবর্তী কবিরাও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পার্থিব চিত্র অঙ্কন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। শংকরদেব কিন্তু রাধাকে স্বীকৃতি দেননি তাঁর একশরণ নামধর্ম প্রচারের সময়। তাঁর নববৈষ্ণবধর্ম ভাগবত অনুসারী বলেই তিনি রাধাকে স্থান দেননি তাঁর সাহিত্যে। ফলে 'বরগীতে' রাধা অনুল্লিখিত। এদিকে রাধার প্রেমচিত্র অঙ্কন করেই বৈষ্ণবকবিরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন। দ্বিজ চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত পদ স্মরণ করতে হয়,

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।। [২৬]

'নাম' আর 'প্রাণ'-এর মধ্যে অতিসূক্ষ্ম এক অন্ত্যানুপ্রাসের আভাস মাত্র বাদ দিলে অন্য কোনো কাব্যবৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না উক্ত ত্রিপদীতে; তবুও তা রাধার বংশিধ্বনি শ্রবণজাত পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ পদ হিসেবে আজও স্বীকৃত। ধীরে ধীরে দেখা গৈল বৈষ্ণব কবিরা রাধার প্রেমচিত্র অঙ্কনে বৈষ্ণব দর্শনের গূঢ়তত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকলেন। রাধা আসলে কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তির অংশ।[২৭] 'বরগীতে কৃষ্ণকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমতত্ত্ব মনে করে শ্রদ্ধায় অবনত[২৮] হবার কথা বলা হয়েছে, সেখানে বৈষ্ণবপদকর্তারা প্রেমিক রসিক কৃষ্ণকে প্রেমের বাঁধনে কাছে টানবার চেষ্টা করলেন। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে রাগানুগা ভক্তিরই প্রাধান্য।[২৯] 'চৈতন্যচরিতামৃত' - এ কান্তাপ্রেমকেই সাধ্যশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এই বিশ্বাস কবিদের উৎসাহিত করল রাধার প্রেমময় রূপচিত্র অঙ্কন করতে। এই চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে 'বৈষ্ণব পদাবলী'-র নানা দ্বার খুলে গেল। অন্যদিকে শংকরদেব ন-বিধ ভক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রবণ কীর্তনকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।[৩০] সেজন্যই 'বরগীত'-এ শংকর-মাধব কৃষ্ণকীর্তন করেছেন কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার নানাপ্রসঙ্গ স্মরণ করে। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিরা কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা রাধার কৃষ্ণপ্রেমকে তাঁদের কাব্যের বিষয় করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ উদ্দীপনার কাজ করেছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তথা তাঁকে কৃষ্ণের অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা। শুধু তাই নয়, একধাপ এগিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকরা তাঁতে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ বলে মেনে নিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে আছে 'রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার, নিজরস আস্বাদিতে' তাঁর আবির্ভাব। সুদীর্ঘকালের এই কাব্যপরম্পরায় চৈতন্যদেবকে নিয়েও পদাবলী লেখা হল। যাকে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ বলা হয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় গোবিন্দদাসের একটি পদ—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।

language of Pou's descendants. The Poumais trace their history from Makhel. Before they dispersed from Makhel they lived together with Tenyimia tribes as one nation. There are some groups of Poumais who claim that their ancestors are Tangkhul and Maram but the majority of Poumai ancestors are migrants from Makhel. The Poumai Naga ancestors migrated to different directions in quest of new settlement. The Poumai Naga tribe is divided into three circles: Chilivai, Paomata and Lepaona in Senapati District of Manipur for the administrative purpose and Razeba circle in Nagaland. The Poumai have common culture and traditions though there are slight variations in their rites and rituals from village to village. The legends of Poumai origin, migration and settlement slightly differ from circle to circle and from village to village as the legends are transmitted through oral traditions.

Chilivai circle

The term "Chilivai" is derived from three syllables "chi", "Livai" and "Mai" which means people who dwell under the same roof. The Chilivai circle is located in Eastern part of Senapati District, at present there are 24 villages. Unlike Paomata circle and Lepaona circle, most of the villages that fall under Chilivai circle have their own village progenitors, history of migration. The people from Chilivai claim that their forefathers dispersed from Makhel have migrated directly to their present village. Some of the villages' that fall under Chilivai circle have their own village dialect apart from the common Poumai language called 'Poula'. Although they have a different dialect, they share common rituals, rites, culture and festivals. Before conversion to Christianity Chilivai circle practiced Head-hunting culture. When they practiced Head-hunting, wars were waged between the neighbouring and people lived an insecure life since neighbouring villages could attack them any time. The reason for having different dialect could be due to constant assail from neighbouring villages as their life was insecure. The traditional religion of Poumai is called Yaosomai (people who drink rice beer and practiced their own rites and rituals); they believed in Supreme Being. They invoked Fiidei Rako and Dou Rako (Spirit of home and field) while performing rites and rituals and before they start any work.

Paomata circle

In due course of time, as Naga population increased Makhel is overcrowded and became congested to live together. Thus one of the

Pou's sons Pou Row reached SIIFII, the present Saranamai village with his descendants in search of a suitable place and to establish the village. After proper survey of the place, he found it to be a Male hill and the soil is fertile so he decided to establish the village with the descendants of Row Pao. In the course of time the village became rich and increased its population. Saranamai legends and folksongs narrate that Paomata circle villages are migrated from Saranamai village. The migration took place due to a severe famine as the rich people performed the Feast of Merit by 'Mai anei ta nu anei' (seven persons into seven which is equal to forty-nine persons). It is said that the feast continued days and months, therefore, villagers missed the seed sowing months while feasting and observing the gennas. It is believed that before migration took place the village has around one thousand four hundred households. The structure of the village is still evidently present even to this day, the village is divided into two equal parts and the main road passes through in the middle of the village from North to South. It is said that the second wave of dispersal took place when the whole village was burned down by a ravaging wildfire including Rahchi (God dwelling house). It is still believed that the destruction of Rahchi would bring disaster and natural calamity to the village.

Lepaona circle

It is said that Leo was the ancestor and his descendants are known as Lepaona. There are more than two legends about Lepaona history and migration as the ancestors do not have a written record of their past. The Lepaona folksongs claim that the descendants of Leo are migrated from Makhel, guided by a Tiger and Eagles, and settled at Koide village. It is said that Lepaona forefathers before settling permanently at their present villages halted at Koide village for sometimes. The people of Lepaona believed that they came from Southeast direction to present Koide village. The Poumai Poudeifii (Poumai meeting place) is located at Koide, Koide is considered as one of the oldest Lepaona villages. Lepaona believed that all the present Lepaona villages are migrated from Koide village. In olden days Poumai important meetings were held at Poudeifii, and when the meetings were held, Angami and Chakhesang tribes also joined the meetings.

The Poumai Naga tribe is recognized as a Scheduled Tribe by the Government of India on the 7th January 2003. Today, there are ninety-

ভুবন মোহন শ্যাম রূপে মনোহর।।[২০]

এমনই খেলন গীতও স্থান পেয়েছে বরগীতে। বৃন্দাবনে গোপবালকের সঙ্গে করা নানা খেলাধূলার চিত্র পাওয়া যায় এই গানগুলোর মধ্যে। শংকরদেবের 'বালক গোপালে করতরে কেলি' গানটিতে গোপাল তার হাতের পাচনি তুলে ধরে নেচে নেচে গোপবালকের সঙ্গে করা আনন্দের ছবি ফুটে উঠেছে। মাধবদেব এই শ্রেনির রচনায় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই গানগুলোকে দুভাগ করা যায়— গোষ্ঠগীত ও ফাগু খেলার গীত। অর্থাৎ গোচারণে গিয়ে কৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে যে ক্রীড়ায় মেতে উঠত তারই ছবি হল গোষ্ঠগীত। আর কবির চেতনায় কৃষ্ণের ফাগু খেলার যে ছবি ফুটে উঠেছে তাই ফাগু খেলার গীত নামে পরিচিত। মাধবদেবের একটি উদাহরণ,

ফাগু পরি শ্যাম তনু করে তিরিমিরি।
রবির কিরণে যেন মরকত গিরি।।
কর্পূরে কুঙ্কুমে ফাগু আহি সুবাসিত।
গোপ গোপী সনে খেলা হুয়া আনন্দিত।।[২১]

আবীরের রঙে রবির কিরণ পড়ে শ্যাম তনু ঝিলমিল করছে রত্নপর্বতের মতো। কর্পূর গন্ধযুক্ত আবীর মেখে গোপীদের সঙ্গে ফাগু খেলে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ অনুভব করছেন। এভাবে মাধবদেব কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার নান বিষয় নিয়ে গান বেঁধেছেন।[২২]

ঠিক তেমনি বাংলা 'বৈষ্ণবপদাবলীতে' উপযুক্ত সব বিষয়গুলোর ভিত্তিতেই পদ রচিত হয়েছে। নামকরণের দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও কবিতাগুলো মূলত একই বিষয়ভুক্ত। ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ— এই গূঢ় তত্ত্বে আস্থা রেখে উভয় কাব্যেই কিছু গান পাওয়া যায়, সে কথা আমরা উল্লেখ করেছি। কৃষ্ণের রূপবর্ণনা থেকে শুরু করে গোষ্ঠলীলার পদও কম নেই বৈষ্ণবপদাবলীতে। কিন্তু যে বিষয়ে 'বৈষ্ণবপদাবলী' একধাপ এগিয়ে গেছে তা হল পদবৈচিত্র্য। অর্থাৎ নানা বিষয়ের পদ। 'বরগীত' শুধু কৃষ্ণকেন্দ্রিক সংগীতরচনা। কিছু ক্ষেত্রে সখীর প্রসঙ্গ এসেছে। আবার কিছু গানে রাধার নামও আছে।[২৩] তবে এই রাধা পদাবলীর রাধা নয়। অন্যদিকে, 'বৈষ্ণবপদাবলী' কৃষ্ণকেন্দ্রিক সংগীত হয়েও আরও অনেক কিছু। বরগীতে শুধু কৃষ্ণলীলা কীর্তিত হয়েছে, এখানে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রাধান্য পেয়েছে। পরবর্তী সময় রাধাভাবকান্তি নিয়ে স্বয়ং চৈতন্যদেব পদাবলীর এক বিরাট অংশ অধিকার করে বসলেন। তাঁর রূপে, আদর্শে প্রচারিত ধর্মদর্শনে মুগ্ধ হয়ে পারিষদবর্গ তাঁকে পদাবলীর অভিনব বিষয় করে তুললেন। রচিত হল গোরাঙ্গবিষয়ক পদ। শুধু তাই নয় ধীরে ধীরে তিনি ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে মূলত বিকশিত হয় বৈষ্ণব পদাবলী। কিন্তু শংকরদেব নিজে কলম ধরলেও কবিকুল তৈরি করতে পারেননি; মাধবদেব ছাড়া। আবার চৈতন্যের মতো কৃষ্ণ অবতার রূপেও চিহ্নিত হননি।[২৪] ফলে তাঁর পর আর ওই ধারার সাহিত্যকৃতির অনুবৃত্তি হয়নি খুব একটা।

তিনি কৃষ্ণের ওই মানব সত্তা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর বাল্যলীলার বরগীতগুলোর মাধ্যমে। শংকরদেবের বরগীতে চলন, খেলন, নৃত্য আর রূপের পদ থাকলেও কম, মাধবদেবের এই ধরনের পদ বেশি। মাধবদেব উপরিউক্ত সব বিষয়ের পদ রচনা করে বৈচিত্র্য এনেছেন।

বৈষ্ণবকবি সম্পর্কেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারক জয়দেবের 'শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল/কলিতললিতবনমাল/জয় জয় দেব হরে।[১৬] ইত্যাদি পদের চেয়ে বসন্তরাসের পদ, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পদ তথা কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ বেশি আস্বাদ্য।

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের সঙ্গে সকালে গরু চরাতে যাওয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে বিকেলে ফিরে আসবার যে কাহিনি তা-ই হল বরগীতের চলনগীতের বিষয়। গোচারণে গমনোদ্যোগের পদে গুরুশিষ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শংকরদেব লিখেছেন,

হেরহু মাই চললি বিপিন মধাই।
বেণু বিষাণ নিশানে আবত হরষে হরষে ধেনু ধায়।।
ওহি জগ মোদন কান্ধে দধি ওদন
গোধন আগু বুলাই।[১৭]

মাধাই গোচারণে যাচ্ছে। শিঙের বাঁশি বাজিয়ে মহা আনন্দে আগে ধেনু তাড়িয়ে চলেছে। সঙ্গে দৈ-ভাতও নিয়েছে। এমনই অপূর্ব দৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় মাধবদেবের বরগীতেও। যেমন—

উঠরে উঠ বাপু, গোপাল হে নিশি পরভাত ভৈল।
কমল-নয় বুলি ঘনে ঘন, যশোবা ডাকিতে লৈল।। [১৮]

সকাল হয়ে গেছে, যশোধা, মা গোপালকে ডেকে তুললেন গোষ্ঠে যাবার জন্য। পরের গানেই দেখা যাচ্ছে।

রবি পরশন তিমির নাশি।
সঙ্গীহি বালক সব মিলিল আসি।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ব্যঞ্জন ভাতে।
পাঞ্চনী শিঙ্গা বেত বেণু হাতে।।
গো বৎসপাল লেহু সঙ্গে করি।
উঠ গোষ্ঠে চল ঠাকুর মেরি।।[১৯]

বালকরা সব এসে গেছে, দধি দুগ্ধ ঘৃত ব্যঞ্জন ভাত পাঞ্চনী শিঙ্গা বেত বেণু সব তৈরি, গোবৎস পাল সঙ্গে করে গোপালকে গোঠে যাবার জন্য মা যশোধা অনুরোধ করেছেন। এরপর শ্যামকানু তৈরি হয়ে চলেছে গোচারণে, কবি মাধবদেব সেই চিত্র তুলে ধরলেন এভাবে,

গোবিন্দ চলয়ে বিরিন্দাবনে গোপশিশু সঙ্গে।
বজাবে মোহন বেণু ধেনু ধায় রঙ্গে।।
সকল বালক মাঝে কানাই সুন্দর।

four Poumai Naga villages under Senapati District of Manipur state and Phek district of Nagaland. According to the 2011 census, the population of Poumai Naga tribe is 1, 79,189. ▸▸

References

Ao, Akong. "Change and Continuity in Naga Customary Laws", in N. Venuh (ed), *Naga Society: Continuity and Change,* Delhi: Shipra Publications, 2004.

Banee, Benjamin K.S. "The Mao Naga" in Naorem Sarajoba (ed). *Manipur Past and present: The Ordeals and heritage of a civilization.* Vol. lll. Mittal Publication. New Delhi,19995.

David Sha, Ng. *Influence of the traditional rites and rituals of Poumai Nagas on Christianity in Manipur.* An unpublished B.D. thesis. Eastern Theological College. Jorhat: Assam,1999.

Haba Pao. R, *The Poumai Naga Tribe.* Imphal: Siroi Publications, 2017.

Horam, M. *Socio-Cultural life of Nagas (Tangkhul).* Delhi: B.R Publishing Co., 1977.

Horam, M. *Nagas Old Ways and New Trends,* Delhi: Cosmo Publication, 1988.

Nepuni, William. *Socio-cultural History of Shüpfomei Naga tribe.* New Delhi: Mittal Publications, 2010.

Niirou P.H. *The Poumai Nagas:* An Ethno-Historical study of their Socio- Cultural life. An unpublished M.Phil Dissertation, Delhi University, 2011.

Soto,Liangao S. *Tribal Theology of Integral Humanhood A Resource from Shamanism of the Nagas,* Delhi: Indian Society for promoting Christian Knowledge (ISPCK),2011.

Thohe Pou, R.B. *The Poumai Naga: Socio-Cultural and Economic Change.* An unpubished Ph.D. Dissertation. Pune University Pune University.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 32–39

Kiju nu Kelhou (Life on This Earth) : The Female Protagonist Portrayed as *A Typical Naga Woman*

Thejazeno Yalie
Research Scholar,
Dept. of English, Nagaland University,
Kohima Campus, Meriema - 797004

Abstract: *Yhome in Kiju nu kelhou (Life On This Earth), portrays the disheartening story of a naive girl who experiences joy, laughter, sadness, despair , yearning for love all at once in the midst of a society bounded by the typical mindset of a patriarchal community of the Naga society. The importance of relationship between siblings is tested through the life of Khienuo, exploring the role and status of women and the creation of families of their own choice and linking the experiences of Naga women in a dramatically changing world of fame and fortune. The narrative focuses on the tragedy of a single woman, who through her hard work and dedication toward her siblings is faced with abuses and discrimination even in her own family. Though the husband is the head of the family and the final decision lies upon him, Yhome also points out how good women and bad women can influence a man's thinking and alter his decision, even influencing and affecting the political decisions as well. The transition of youthful pursuits through the use of intoxication as a way of escaping the responsibility of family norms is also reflected in the novel. This paper will attempt to look into the ideological mindset of Naga women in a changing society reflecting through the portrayal of the protagonist Khrienuo in Yhome's novel.*

Keywords: *Relationship, Gender discrimination, Loneliness, Naga culture, Family, Marriage.*

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
.....
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।।[১২]

শংকরদেব আসলে পরমার্থিক তত্ত্ব ও সংসারের প্রতি বিরক্তি সংক্রান্ত পদ বেশি রচনা করেছেন। এই পদগুলো বেশির ভাগই প্রার্থনাসূচক। মানবজীবন দুষ্প্রাপ্য, ক্ষণভঙ্গুর ও মায়াময়, হরিভক্তি মোহাচ্ছন্ন জীবনের ধ্রুবতারা, এই ভাবনা তাঁর পদগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। পরমার্থের পদগুলোতে মূলত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের প্রসঙ্গ এসেছে। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান পরম ব্রহ্ম তা বোঝাবার জন্য শংকর-মাধব নানা 'বরগীত' রচনা করেছেন। গ্রন্থের প্রথম 'বরগীত'টি তেমনই একটি গীত,

জয় জয় যাদব জলনিধিজাধব ধাতা,
শ্রতমাত্রখিলত্রাতা স্মরণে করয় সিদ্ধি।
দীন দয়ানিধি ভকতি মুকুতিপদদাতা।।[১৩]

বরগীতে কৃষ্ণ মূলত অবতারস্বরূপ যশোধা নন্দন। একদিকে তিনি ঈশ্বর অন্যদিকে তিনি মানব শিশু — এই দুই রূপের পরিচয় পাওয়া যায় বরগীতের পদে পদে। কৃষ্ণের ঐশ্বরিক শক্তির উল্লেখ করে গুরুদ্বয় বালককৃষ্ণের লীলাচঞ্চল রূপে ভক্তির বন্ধনে তাঁকে ধরতে চেয়েছেন।

বৈষ্ণবপদাবলীতে জয়দেব কৃষ্ণের অবতারতত্ত্বের কথা বলেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দশাবতারতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায় নিম্নোক্ত পদে—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে।।[১৪]

ইত্যাদি বন্দনায় দশাবতারের প্রসঙ্গ এসেছে। অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে বরগীত ও বৈষ্ণবপদাবলী একই তত্ত্বে বিশ্বাসী। কেননা ওই বিশ্বাস ভাগবত অনুসারী।[১৫] তবে এই পর্যায়ের পদে বরগীত ও বৈষ্ণবপদাবলী যত না কৃতিত্ব দেখিয়েছে তার চেয়ে বেশি কৃতিত্ব প্রাপ্য কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদগুলোতে। কৃষ্ণর মানবলীলা বিষয়ক পদগুলোতে সাহিত্যরসিক বেশি তৃপ্তি হন, কারণ যেখানেই কবিতা তত্ত্বগোধুর সেখানে মানবমন দূর থেকে শ্রদ্ধায় অবনত হয় কিন্তু আদরে কাছে টেনে নেয় না। তাই কৃষ্ণের মানবলীলার পদগুলি আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু যুগ যুগ ধরে। ফলে শংকরদেবের চেয়ে মাধবদেবের বরগীত আস্বাদ্য বেশি। কেননা

ভাবের উন্মেষ ঘটাবার জন্য শাস্ত্রীয় সংগীতের আদলে কিছু পদ রচনা করেন— যা মূলত গীত হয়। বরগীতের বিষয়বস্তু হল মূলত পরমার্থ, বিরক্তি, বিরহ, লীলা। লীলার আবার বেশ কয়টি ভাগ — চলন, খেলন, নৃত্য, রূপ, জাগন, চোর, চাতুরি সাজন আদি।[৯] শংকরদেবের বরগীতে চলন, খেলন, নৃত্য আর রূপের পদ থাকলেও কম, মাধবদেবের এই ধরনের পদ বেশি। মাধবদেব উপরিউক্ত সব বিষয়ের পদ রচনা করে বৈচিত্র্য এনেছেন। শংকরদেব আসলে পরমার্থিক তত্ত্ব ও সংসারের প্রতি বিরক্তি সংক্রান্ত পদ বেশি রচনা করেছেন। এই পদগুলো বেশির ভাগই প্রার্থনাসূচক। মানবজীবন দুষ্প্রাপ্য, ক্ষণভঙ্গুর ও মায়াময়, হরিভক্তি মোহাচ্ছন্ন জীবনের ধ্রুবতারা, এই ভাবনা তাঁর পদগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে।

শংকর-মাধবের 'বরগীতে' পারমার্থিক তত্ত্বের প্রাধান্য প্রথম দিকে। পরমার্থ হল পরমপুরুষের জ্ঞান। যাঁর নাম শ্রবণ করলেই ত্রাণ করে, স্মরণ করলে যিনি সিদ্ধি করেন তিনিই পরমপুরুষ। তিনি নিত্যবুদ্ধ সত্য সনাতন মায়াতীত আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ। তিনি বৃন্দাবন বিচরণকারী ভগবান কৃষ্ণ। কিছু 'বরগীত'-এর মধ্যে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই ভাবনাবাহী পদকেই আমরা পরমার্থ বিষয়ক পদ বলেছি। আবার কবির বিরক্তি বিষয়ক পদে কবির এই সংসারের প্রতি অনাস্থার ভাব প্রকাশিত হয়। তখন তিনি শ্রীহরির পদকমলের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এভাবে—

পারে পরি হরি করোহোঁ কাতরি প্রাণ রাখবি মোর।
বিষয় বিষধর বিষে জড় জড় জীরন নারহে থোর।[১০]

অর্থাৎ শংকরদেব সংসারের অসারতা, ধন জন যৌবনের পাঁকে পড়ে জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তখন সেই চরম বিরক্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য ভগবানের চরণে আশ্রয় খোঁজেন এই পদের মধ্য দিয়ে।

আবার বিরহের গানে এই গুরুশিষ্য শংকর-মাধব দুজনই দক্ষতা দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে মথুরায় যাত্রার ফলে নন্দ-যশোদার ও গোপীদের যে মনবেদনা হয়েছিল সেই বর্ণনা স্থান পেয়েছে এই গানগুলোতে। 'গোপিনী প্রাণ কাহানু গেয়োরে গোবিন্দ', 'গোবিন্দ গুন মন লাগি সুমরিতে তনু জ্বলে আগি' 'মাই মাধব হরয় চেতন, তনু জীবন নারহে' — এই গীতগুলোতে বৃন্দাবনের গোপীদের বিরহের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শংকরদেব লিখেছেন,

কহরে উদ্ধব কহ প্রাণের বান্ধব হে
প্রাণকৃষ্ণ কবে আবে।
পুছয়ে গোপী প্রেম আকুল ভাবে
নাহি চেতন গাবে।[১১]

গোপীরা উদ্ধবকে জিজ্ঞেস করছেন কৃষ্ণ কবে ফিরবে এবং কৃষ্ণস্মৃতি তাঁদের আকুল করে দিচ্ছে।। বিরহ পর্যায়ের পদ রচনায় বাংলার বৈষ্ণব কবিরাও পারদর্শী। পদাবলী সাহিত্যে এই পর্যায়ের পদকে বলা হয় মাথুর। বিষয়বস্তু একই; কৃষ্ণ চলে গেছেন মথুরায়, ফলে বৃন্দাবন উদাসীন, কৃষ্ণ বিরহে কাতর। পদকর্তারা এরই রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন সুন্দরভাবে। বিদ্যাপতি এ ব্যাপারে অগ্রাধিকারী। এরই চরম রূপ দেখতে পাই নিম্নোক্ত পদে,

Kekhrievoii Yhome is a renowned Naga Women writer who writes in her own native tongue, which is Tenyidie. Born on April 17, 1970 Yhome resides in a Kohima village and is currently serving as a fulltime Assistant Pastor in Christian Revival Church, Kohima. With more than a hundred poems and eleven fictions to her credit, she is regarded as someone who portrays the Naga society through the exploration of psyche of women and their status in the society while searching their own identity. Yhome is also amongst the first Naga woman writer who was awarded the Governors Award in Literature in the year 2018. Some of her novels which centre round the Naga society are -*Kephouma Zhakhra (The Price of Sin), Ruleitatuo (Will be At Rest), Runoumolie (A regretful Yearning)* and Kiju nu Kelhou *(Life on This Earth)*. Representing the Naga community and voicing out the struggle of a typical Naga woman through her fiction, Kekhrievou attempts to reconstruct the Naga Feminist ideology reflecting the age old beliefs and the conditioned mindset of the Angami women. She achieves this through the stories of gender discrimination, identity, abuse, violence, silent sufferings endured by women both from within their homes and outside as well. (Interview with Kekhrievou Yhome, 2019).

In her novel *Kiju nu Kelhou (Life on this Earth)*, Yhome portrays Khrienuo as a representative of the typical Naga women where she is faced with a lot of discrimination that makes her question her moral values and even her identity in the midst of a constructed Naga society. Yhome's narrative mainly focuses on the dominant Naga Patriarchal structure and the sufferings of the Naga female which also showcases the Feminist Historical discourse of Naga women. Emphasising on a specific feminist ideology the narration centres upon Khrienuo who is forced to give up her studies after the tragic death of their parent for her being the eldest daughter. The responsibility of the eldest daughter is shouldered upon by her in sacrificing her dreams and working to support her younger siblings. The experiences portrayed in the fiction summarize the many stories echoing the painful memories found in many of the Naga family.

In *Kiju nu Kelhou (Life On This Earth)*, Khrienuo goes through a transition in her life where she faces the cruel realities of the world; this novel reflects the Naga society in a way which shows the bond of family, the khel , the community and the importance of marriage and the bond between siblings. Khrienuo being the eldest daughter has four

siblings, "Mia dia,thepfumia se mu thenumiayo puo balie" -three younger brothers Zhavi, Ketouzo, Neizo and the youngest sister named Dziesenuo. Khrienuo' s world comes crashing down in a blink of an eye with the sudden demise of their parents in a car accident in the midst of the celebration of Christmas right around the corner. With no one else to support the family, Khrienuo being the only one old enough is forced to leave school and is appointed in a government job. In the novel she states," U krii tuo mote idi mia ze kepekro lhote si zorei kijii nu kelhou ki sii mha doneiu ze kese zotuo" (Yhome 6) . After the demise of their parents they realises the importance of how "parents keep the family bond strong and as we live our life on this earth, we are faced with a lot of consequences and decision making and cannot run away and hide just because we are ashamed of being an orphan."

Khrienuo in the novel has been portrayed as, loving caring and a responsible girl who as the narrative moves grows into someone passionate in fully immersing herself into the live of her siblings. " A leshiiki nu vo nyii thor ba zo derei volie lhotelie" - " I would love to go to school but I can't "(Yhome 10), This statement of Khrienuo shows how her love of educating herself couldn't come before her priority of her family. She further states " Nieko u zemiako pete leshii phrii mu u we sorkari lietho chiitieyacii menga rei mu mia menguthorlie"; she yearns for the days where she was happy, back in school with her friends as now she is ashamed for she is compelled to work in a government job while her friends are still studying (Yhome 13). Though she is struggling she knows that her family is always there with her and hopes one day they would make her proud of. But as they grew older her siblings couldn't keep their promise and ended up hurting Khrienuo, who was the backbone of the family. Zhavi ends up mixing with the wrong crowd and marries a politician's daughter Grace without even telling Khrienuo. Ketouzo other than studying engrosses himself as a political leader of the clan and even the tribe, Dziesenuo being the youngest spoils herself with the worldly pleasures of the world and all of them are broken up into their own imaginary world trying to cope with the reality.

In the novel her aunt Khou becomes the biggest setback for Khrienuo in tackling the patriarchal thinking of the society. The primary occupation of Naga women in the past was that of a housewife and a mother and secondly farming because of a strong social stance that a woman's duty was to work and not to earn;

খ) রচনাদ্বয়ের মধ্যে বিষয়গত ঐক্য থাকলেও মিল-অমিলের নির্যাস আবিষ্কৃত হবে।

গ) প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসবে এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণার নতুন দিক।

পূর্বানুসন্ধান :

ভক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শংকরদেব ও চৈতন্যদেবের উল্লেখ নানাসময় হয়ে থাকলেও বাংলা ভাষায় 'বরগীত'-এর তেমন আলোচনা চোখে পড়ে না; যদিও 'বৈষ্ণব পদাবলী'-র আলোচনার প্রাচুর্য চোখে পড়ে। তবে দুই গ্রন্থের তুলনামূলক অধ্যয়নের অবকাশ যে রয়েছে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থটি অধ্যয়নের সময়। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতি আবহমানকাল ব্যাপিয়া সঙ্গীতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বেদের সূক্তসমূহ, পুরাণের স্তোত্রমালা, তামিল বেদ নামে পরিচিত দক্ষিণাপথের আড়বারগণের রচনারাজি, উত্তর ভারতের সুরদাস, তুলসীদাস, দাদু, কবীর ও নানকের দোঁহা চৌপাই, উড়িষ্যার কবিগণের রচিত গান, আসামের শঙ্করদেব মাধবদেবের 'বরগীত' ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ। বৈষ্ণব পদাবলী এই ধারাই উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি।'[৭] তবে দুই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা এই এক প্রবন্ধে সম্ভব নয় বলেই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি।

পদ্ধতি :

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি।

বিশ্লেষণ :

'বরগীত'-এর মোট পদের সংখ্যা ১৮৩ টি। তার মধ্যে শংকরদেবের মোট পদ ৩৫ টি ও বাকি ১৪৮টি পদ মাধবদেবের রচনা।[৮] অন্যদিকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে পদসংখ্যা ৩৭৫৬। পদকর্তাও অনেক। পদসংখ্যা যাই হোক, আমাদের আলোচনা বিষয়ভিত্তিক। কালের দিক থেকে এদের তিন ভাগ। যেমন, চৈতন্য পূর্ববর্তী, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তী। সময়ের দিক থেকে বিচার করলে দুই গ্রন্থে সংকলিত পদগুলোর রচনাকালের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। শংকরদেবের জন্ম হয় ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১৫৬৮। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬ আর মৃত্য ১৫৩৩, অন্যদিকে মাধবদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে আর মৃত্যু হয় ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে। বস্তুত শংকরদেব বয়সে বড় হলেও মহাপুরুষত্রয় ষোড়শ শতকেও বর্তমান ছিলেন। সুতরাং 'বরগীত'-এর রচনাকাল মূলত পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতক। অন্যদিকে বৈষ্ণবপদাবলীর রচনাকাল আরও বিস্তৃত। জয়দেবের কাল থেকে শুরু করে অনুবর্তিত হয়েছে চৈতন্যোত্তর সুদীর্ঘ কালব্যাপী। তবে ষোড়শ শতকেই বৈচিত্র্য এসেছিল বৈষ্ণব পদাবলির পদে। শংকরদেব ও মাধবদেবের রচনারাজির মধ্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়; 'বরগীত' তারই পরকাষ্ঠা। মহাপুরুষ শংকরদেব ও তাঁর শিষ্য মাধবদেব তাঁদের একশরণ নামধর্ম প্রচারের জন্য নানা কাব্য, নাটক আদি রচনা করার উপরও মানবহৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আধ্যাত্মিক

প্রাণে ধারণ করে তাঁদের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয়। বৈষ্ণবপ্রচারকদ্বয়ের প্রধান হাতিয়ার ছিল সাহিত্য। মূলত সাহিত্যের মাধ্যমেই তাঁদের প্রচারকার্য চলতে থাকে এবং দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করে। অবশ্য চৈতন্যদেবের স্বয়ং লেখালেখির হদিশ মেলে না।[৩] অন্যদিকে শংকরদেব নিজে ছিলেন সাহিত্যিক। জীবনব্যাপী রচনারাজির মাধ্যমেই তিনি একশরণ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে গেছেন। 'বৈষ্ণবপদাবলী' ও 'বরগীত'[৪] তারই ফলশ্রুতি; যা আসলে বাঙালি ও অসমিয়া বৈষ্ণবসমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

আমাদের আলোচ্য 'বৈষ্ণবপদাবলি' মূলত বাংলা গ্রন্থ, অন্যদিকে 'বরগীত' অসমিয়া ভাষায় লেখা। মূলত বলছি কারণ, 'বৈষ্ণবপদাবলি'-তে জয়দেব বিদ্যাপতির পদও সংকলিত হয়েছে। তাঁদের রচনাভাষা আলাদা, এ ছাড়া ব্রজবুলি তো আছেই সংকলনের মধ্যে। আমরা যে গ্রন্থটি আকর হিসেবে নিয়েছি সেটি অন্তত ভাষার দিক থেকে বাংলা গ্রন্থ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'। এর প্রচার ও প্রসার বাঙালির কাছেই বেশি। অন্যদিকে, 'বরগীত' আসামের বৈষ্ণবসমাজের অতি শ্রদ্ধার গ্রন্থ। হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত 'বরগীত' গ্রন্থটিকেও আমরা আকর হিসেবে নিয়েছি। এর মূল ভাষা অসমিয়া। যদিও বরগীতের ভাষায় সংস্কৃত, ব্রজবুলি, কামরূপী, রাজবংশী আদি ভাষা-উপভাষার উপাদান পাওয়া যায়।[৫] বাংলা ও অসমিয়া গ্রন্থ দুটির নাম ও ভাষা আলাদা হলেও, সাধারণ ধর্মের নিরিখে বিচার করলে উভয়ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। সময়ের দিক দিয়ে বিচার করে বলতে হয় দুই গ্রন্থই মধ্যযুগের বৈষ্ণবভাবান্দোলনের ফসল। তত্ত্বগত দিক দিয়েও বিচার করলে দেখা যায় 'বৈষ্ণবপদাবলি' ও 'বরগীত' বৈষ্ণবদর্শন সম্ভূত রচনা। ভাষাগত দিক থেকে বলতে হয় উভয় রচনার মূল ভাষা বাংলা ও অসমিয়া হলেও ব্রজবুলি ও সংস্কৃত দুই গ্রন্থের মধ্যে সাদৃশ্য এনেছে। যেহেতু উভয় গ্রন্থের পদগুলো মূলত গীত হয় তাই এর মধ্যে প্রযুক্ত রাগেরও সাদৃশ্য আছে। এর চেয়েও যে বিষয়টি বিশেষ আকর্ষণীয়, তা হল, উভয় গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু এক। কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগীয় বাংলা ও অসমিয়া সাহিত্যে যে পদাবলি[৬] সাহিত্যের জোয়ার উঠেছিল তারই প্রমাণ এই গ্রন্থদ্বয়। সুতরাং ভাব-ভাষা-রচনাশৈলি-বিষয়বস্তু-তত্ত্বকথার নিরিখে বিচার করলে উপযুক্ত দুই রচনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার পথরেখা দেখা যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের অবতারতত্ত্বের কথা বলেছেন শংকরদেব ও জয়দেব। আবার বৈষ্ণবপদের মতো বালগোপালের বাল্যলীলার আভাস পাওয়া যায় মাধবদেবের 'বরগীত'-এর মধ্যে। এ ছাড়াও ছন্দ-অলংকার, ভাষাপ্রয়োগ, শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা থেকে শুরু করে বৈষ্ণবদর্শন তথা রসসৃষ্টিতে উভয় কাব্যে নানা মিলঅমিল রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা উল্লিখিত দ্বিভাষিক কবিতাগুলোর তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হব এবার। বস্তুত দুই গ্রন্থে দুই প্রদেশের বা দুই ভাষার অসমিয়া ও বাঙালি হৃদয় আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য :

ক) আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা 'বরগীত' ও 'বৈষ্ণব পদাবলী'র সাধারণ সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করব।

the girl child ends up becoming illiterate. Here Khrienuo is both working and doing the household chores and farming as well. She becomes preoccupied in bringing out the best for her siblings and sacrificing her happiness which becomes the main primary source of her happiness.

Khoii, the aunt is clearly portrayed as someone who disregards a female child being more educated than the male child. "Thenumia sii phrii morei vi thepfuko bu phriilie morosuo...Thenumia sii kesetuo rei kemethuo zo, thepfuko bu sier mha puo chiilie phre morosuo " (Yhome 8). This states that how she wishes khrienuo to work and take care of her male siblings rather than wasting money on educating herself as women's job is to take care of the male sibling. Even as in raising her children as well she gives them enough freedom to explore the worldly pleasures of the world and keeps on taunting her daughter for every small mistake that they make which makes them hate their own mother for the unfair treatment even between siblings. What may be seen as an individual opinion on 'girls getting education 'and their place in the family' can be crucial in analyzing the status of women in the society, in this case the Naga society.

During those days even educated parents did not encourage their daughters to go for higher education as they were convinced that a daughter's education would not be fruitful. However the same parents could expect their daughter-in-law to be highly educated so that she could add more status to their family. Parents still prefer boys to girls because they believe that girls would not be able to preserve the ethnic identity.

K.B.Veio Pou in his *Literary Cultures of India's Northeast: Naga Writings in English* says that, " Conventionally, women act as subordinate to their male counterparts in the society and a docile woman is considered a suitable family/ wife material." He further states," Dolly Kikon is also of the opinion that the so called private domains are often the primary sites of women's oppression... Every Naga Women are often "reminded" of their " predestined inferior roles "even at homes by their " uncles ", "father " and " brother". Even today, most women find it difficult to marry the man of their choice because of all these traditional underpinnings." (Pou 166). Even Khrienuo is faced with such circumstances in the novel when Setuo, her most adored friend with whom she shares a special bond, comes asking to marry Dziesenuo she wails," Khrienuo kiyata to hieko bu kiu bate? Puo bu kiya lholie...Hieko

kru bamote mu Khrienuo thuo hieko kru chuba, puo bu kiyatatieya ro a bu siatacii we a neikuo". Her siblings without understanding the importance of marriage stops her from getting married to Setuo who is a perfect match for her and she would not get another opportunity in getting a husband who is as worthy as Setuo, someone with good education and someone who hails from a strong family background. Khrienuo yet again sacrifices her happiness for her siblings who assure her that they would take care of her when they earn and become rich. But ironically when each of her siblings became well off they disregarded her and forgot how she sacrificed her future while building their future. Khrienuo remarks that on this earth as we live our life whether if someone is poor, rich , a good person or a bad we realizes the importance of family one we are deprived of them . Her relationship with her siblings were as the only thing which kept her going strong or it mitigated the the shame of being an orphan child. The moment she saw how Zhavi treated her she saw her world crumbling down, the feeling of not being able to show a better path for them gnawed her alive. The attitude of Zhavi proved how the society's thinking changed the perception of portraying a woman in Naga society. Even in choosing his partner Zhavi chose an easier and dangerous way of seeking happiness, the wealth and power of Grace's family blinded his judgement which made him question his sister's intention towards him.

Yhome by bringing out the cruel treatment toward Khrienuo and her dreams shows how in a patriarchal society women in particular suffer the pain and torment of the societal portrayal of women. The constant reminder of what women should do and not do reflect on the lives of most Naga women which is reflected through the portrayal of the protagonist. Yhome through the novel also points out the importance of women's role, the study of familial role as a daughter, wife, mother and sister is fundamental in understanding women and their place in the society. Yhome states how woman can manoeuvre her male partner to support publicly the action she favours, depicting how a woman can both be a destroyer and builder of family bonding ,which can be seen in the case of Zhavi and Grace, aunt Khoii and her husband, Ketouzo and Neizo's wives. Khrienuo still hopes that one day her siblings would come back to support her in her darkest moment and take care of her when they become more stable in their lives," No hieko la leshiiphriilie di kezha chiilie ro n meholietuo , siila n nou kemezhie hiecie ". The

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 109–110

Vaisnav verses and Borgit : A Comparative Study

Sanjoy Sarkar
Asst. Prof. Deptt. of Bengali
Girls College, Kokrajarh

Abstract : *Among medieval literatures in eastern India two compositions, one Borgit in Assam and the other Vaishnav verses in Banga are noteworthy. Borgit which is also called noble number was composed from got its fill in the hands of Madhavdeva. On the other hand, Bidyapati and Chandidas in Banga following 13th century poet Jaydev began composing Vaishnav verses. In the later period this form of verse found excellence with the touch of Chaitanyadev. The most notable feature between these two forms of verse is that both these bear striking similarities in their thematic concern. Following the religious philosophy of* ***eksaran hari naam dharma*** *Borgit remembers playful nature of Srikrisna while Vaisnav verses in Banga depict dalliance of Radhakrisna. Vaisnav verses took a significant turn after the appearance of Sri Chaitanya. Poets started to compose verses in praise of Sri Chaitanya. The paper aims to discuss thematic content of some select poems of these two verse forms.*

Key words : *Borgit, Vaisnav verse, Bhakti movement, dalliance, playfulness.*

বৈষ্ণবপদাবলী ও বরগীত একটি তুলনামূলক আলোচনা

সমগ্র ভারতবর্ষে ভক্তিআন্দোলন শুরু হয় মধ্যযুগে। দক্ষিণভারত থেকে তা ক্রমে উত্তরভারত ও আসাম-বঙ্গে বিস্তার লাভ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে।[১] অসমিয়া ও বাংলাসাহিত্যে এর প্রভাব পড়েছিল ভীষণভাবে। বস্তুত এই অঞ্চলে চৈতন্যদেব ও শংকরদেব ছিলেন ভক্তিআন্দোলনের প্রধানপুরুষ। আর এই দুই সিংহপুরুষের নেতৃত্বেই মূলত কৃষ্ণ নামধর্ম আসাম ও বঙ্গে প্রচার এবং প্রসার লাভ করে। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'[২] ভাগবতের এই গূঢ় বাণীকে

সদ্যোজাত শিশু নারী সঙ্গিনীদেরও হত্যা করে খায়।

৬) ধীরে ধীরে পশুপালন আর কৃষিকাজের উদ্ভাবনে মানুষের মধ্যে গ্রাম পত্তন ও কর্ষণযোগ্য কৃষিভূমির পত্তন শুরু হয়েছে। যদিও তা বিভিন্ন নদী অধিত্যকায় সৃষ্ট তবুও বলব সেটাই মানুষের আবাস পত্তন ও অরণ্য সংকোচনের ধারাও আরম্ভ হয়েছে কোনও সুদুর প্রাগৈতিহাসিক বিস্মৃত কালের স্মৃতি ধুসরতায়।

৭) মানুষের খাদ্য শস্যের উপাদান যে পশুর চারণভূমি আর পশুর খাদ্যকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে উপন্যাসে শিলাঙ্গীর জবানীতে তা স্পষ্ট।

৮) উপন্যাসে কেবল মানুষ ও পশুর সংঘাতই নয়, পশুপালক সম্প্রদায় আর কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সংঘাতও প্রকট করেছেন লেখক। আর এর আবহমানতা যে কত প্রাচীন তা উপলব্ধ হয় এখানে। একদল অরণ্য উজাড় করে কৃষিভূমি তৈরি করে শস্য উৎপাদন করে আরেকদল অরণ্য প্রান্তরে পশুর চারণভূমি আর খাদ্যের সংস্থান খুঁজে ফেরে। উপন্যাসে শিলাঙ্গির মৃত্যু বা হত্যাকে আমরা এক রূপক অর্থে গ্রহণ করতে পারি, যা উজাড়িত অরণ্যের ইতিহাসকে বহন করে।

এইসব তথ্যবহুল কাল্পনিক কাহিনির আশ্রয় এই উপন্যাসকে প্রাচীন মানবজাতির আধুনিকতার পথ-পরিক্রমার জীবন্ত দলিলে পর্যবসিত করেছে।

তথ্যপঞ্জী—

১) ভট্টাচার্য বিতোশোক, 'স্থাবর' কলিকাতা : ২য় বাণীশিল্প সংস্করণ-২০১১, পৃ-৩০৩

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'; পুর্নমুদ্রণ - ২০১৫-১৬; কলকাতা: মর্ডাণ পাব্লি; পৃ-৪৪৪

৩) চক্রবর্তী, বিপ্লব, 'বনফুল', ভূমিকা, নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১০, পৃ-৭।

৪) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, 'স্থাবর', কলকাতা : বাণীশিল্প, ২০১১

৫) তদেব পৃ-০৯

৬) তদেব পৃ-৬৪

৭) তদেব পৃ-১৪

৮) তদেব পৃ-১৭

৯) তদেব পৃ-২৮

১০) তদেব পৃ-৪১

১১) তদেব পৃ-৪৩

১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' কলকাতা : দে'জ পাব্লি-২০০৩, পৃ-৩৪০।

১৩) চৌধুরী ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' ৪র্থ পর্যায়/২য় খন্ড, ২য় সং, কলিকাতা: দে'জ পাব্লি, পৃ-৩৫৯

broken promises which could not be kept by them becomes one of the most harrowing experiences holding a grudge in her heart till the end when she takes her last breath.

At the end of the novel with Khrienuo's demise her siblings and family members all comes together to mourn her death. Khrienuo's decision to leave her siblings to an unknown place and even hiding her identity by changing her name to Bounuo redefines her character and shows her growth transitioning from the beginning of the novel till the end .With this new identity she leads a more peaceful life as she is respected in a new place. Her letter at the end of the novel summarizes her whole life and fully bares the nakedness of her family, her personal problems. She even states, " Mhanyilie mu a si mo phrete", which echoes the grudge that she still keeps deep in her heart The fame and fortune of the changing society completely changes the mindset of the Nagas seen in every Naga family in the present time. She says that life on this earth cannot be fruitful to everyone, an unexpected turn of event can change the life of someone in a blink of an eye and we face the consequences of our action which can sometimes be too late to repent. Even aunt Khoii realises the wrongdoings and teachings in her upbringing of her children, the importance of daughter and the value she brings in the society which can sometimes become a boon than a bane if not treated properly.

Verrier Elwin remarks, "Tribal woman is in herself exactly the same as any other woman, with the same position, love and fears, the same devotion to the home, to husband and children, the same faults and some virtues". (Elwin 9) This statement clearly portrays Khrienuo's character, though she is not a mother or a wife, she becomes the embodiment of the responsibility in serving herself fully into the lives of her siblings. She shoulders upon the motherhood towards her siblings and even to her niece keneisenuo and step-daughter Kesonuo. Yhome through her novel helps the readers understand the essential and ethical lifestyle of a typical Naga woman. The ideological thinking of the women can either harm a family norms or be an embodiment in preserving the ethical values of Naga culture. ▸▸

Works cited

Elwin, Verrier. *Nagaland.* Sree Sarawati Press, 1961.

Interview with Kekhrievou Yhome, Kiju Nu Kelhou,15 September, 2019.

Pou, K.B.Veio. *Literary Cultures of India's Northeast: Writing in English.* Heritage Publishing House, 2015.

Rheiliebeiu. *Kesa Dieda Dictionary: English- Tenyidie.* ACLS Offset Press, 1998.

Yhome, Kekhrievou. *Kiju nu kelhou.* ACLS Offset Press, 2010.

সচেতনতারই মূর্ত্তি। তা আঙ্গিকবিলাস ছিল না।'[১২] রচনায় রচিয়তার মানসিক চরিত্রকে কিছুটা হলেও পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রেও আমার প্রত্যয়বান বলিষ্ঠ চরিত্রের ব্যক্তি বনফুলের ছাপ তার রচনায় প্রত্যক্ষ করি। অরণ্যময় জীবনে পাশব মানুষের মানব হয়ে ওঠার রেখাচিত্র আঁকতে গিয়ে যে অবিনশ্বর জন্মজন্মান্তরের জাতিস্মরকে তিনি নায়কত্ব দিয়েছেন তার মধ্যেও আমরা সেই প্রত্যয়বান, দৃঢ় বলিষ্ঠ মানুষকে পাই। স্থাবরের পটভূমি প্রাগৈতিহাসিক আদিম অরণ্য, সেই অরণ্যসম্পৃক্ত তার জীবনকাহিনি, অভিজ্ঞতা। সভ্যতার উৎসার এবং মানব ধর্মে ক্রমবিকাশকে সেই সম্পৃক্তির আঙিনায় শিল্পীর কল্পনার রঙে-রসে জারিত করে, এক নৃতত্ব গবেষকের অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত করে উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন। তাঁর এই রচনা বৈশিষ্ট্যকে ভূদেব চৌধুরী সূচিত করে লিখেছেন, — 'জীবন-সন্ধানীর সঙ্গে জ্ঞানাগ্রহীর, অর্ন্তলীন আত্মমন্থনের সঙ্গে তির্যক বৌদ্ধিক দীপ্তির — শিল্পীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মেজাজের জোড় মেলাবার সাধনা।'[১৩] তাঁর গল্প বলার বিশেষ ভঙ্গিমা অনেকটা তার চরিত্রের মতই ঋজু, বলিষ্ঠ, জীবন-সচেতন এবং নির্ভীক দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ী। এই থেকেই যেন গল্প কাহিনির গড়ন তাঁর নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পক্ষকে সম্বল করে স্বপ্ন উড়ান দিতে পারত। তাই তাঁর উপন্যাসে সম্ভব-অসম্ভব, লৌকিক-অলৌকিক, তথ্য আর রূপককে জড়িয়ে এক বিসর্পিল সহজ ভঙ্গিমায় এগিয়ে গেছে। অনেক কঠিন বিষয়কে সহজতর করে দিয়েছে, বোধ্য করে তুলেছে এই গল্প বলার বিশেষ ছন্দে। আদিম অরণ্যচারী মানুষের আচার-আচরণ, জীবন, ধ্যান-ধারণা সবই এই উপন্যাসে এক রহস্যময় আলোকে অজস্র কল্পলোকের রূপকথার গল্পের মধ্যদিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। ▸▸

উপসংহার

এই উপন্যাসের বিশ্লেষণের উপান্তে আমাদের প্রাপ্তি নিম্নরূপ—

১) বনফুলের 'স্থাবর' উপন্যাসের সমতুল্য উপন্যাস বংলা উপন্যাসের প্রাঙ্গণে আর নেই। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এখানে আদিম মানুষের সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধাপগুলোকেই লেখক বিভিন্ন ছোটো বড় কাহিনির আকারে বিবৃত করেছেন এবং তা করতে গিয়েই তাঁকে অরণ্যচর পশুসদৃশ মানুষের জীবনবীক্ষণ করতে হয়েছে। এই জীবনের সঙ্গে অরণ্যের যোগ ওতপ্রোত।

২) লেখক বিভিন্ন কাহিনিসদৃশ মিথের আশ্রয় নিয়েছেন এই মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে উপন্যাসে বিকশিত করতে গিয়ে এবং প্রায় সবগুলোই সেই আরণ্যক জীবনচর্যাকে আশ্রয় করে তৈরি হয়েছে। এই জীবনচর্যায় ধীরে ধীরে মানুষের সমাজের পত্তন হয়েছে, যদিও সে এক প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যক সমাজ।

৩) উপন্যাসে মানুষ ও পশুর সংঘাত ও সহাবস্থান বার বার বিবৃত হয়েছে। মানুষ এখানে জন্তু সম তাই সে সেখানেই থাকতে চেয়েছে যেখানে সে সহজে শিকার পায় আবার গাছ হয়েছে তার প্রাথমিক আত্মরক্ষার অবলম্বন।

৪) অরণ্যের ঊষালোক, প্রকৃতির ফুল তার মানসিক বিবর্তনে সহায়ক হয়েছে।

৫) প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষকে অরণ্যের জন্তু রূপেই দেখানো হয়েছে, যেখানে সে নিজের

সরসরা, কন্যা, বাহা ও নীলাম্বু। এই নামগুলোর মধ্যে পাহাড় 'জিকাটু' এবং নদী 'বাহা' নামটি সাঁওতাল জনগণের ছেলে ও মেয়েদে মধ্যে বহুল প্রচিলত। বলা হয়, এই সাঁওতালরাই বাংলার আদি অধিবাসী। বিশেষত পাহাড়ের নামে ছেলেদের নামকরণ ও নদী নামে মেয়েদের নামকরণের প্রথা আমাদের সমাজে আজও প্রচলিত। এর থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে এই অরণ্য আসলে ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের অরণ্যের প্রত্নরূপ। তাই এটা বলা যায় যে রাঁচি-হাজারিবাগের বন-পাহাড় বনফুলকে এই উপন্যাস রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল। তবে এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে তাঁর বহুল পাঠের অভিজ্ঞতা। তুষারাঞ্চলীয় অরণ্যের বর্ণনায় সেই অভিজ্ঞতার স্পর্শ আছে। সেই তুষারাবৃত অরণ্যের বর্ণনা দিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন, — 'নির্মেঘ আকাশে সূর্য উঠিয়াছে। শুভ্র তুষারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন, তাহার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়াছে, বরফের উপর যেন আগুন লাগিয়াছে। মনে হইল, একটা নীরব দীপ্তির নিষ্ঠুর ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে, একটা নিঃশব্দ ভয়ঙ্কর হাসি যেন।'[৯]

অরণ্যের পশুকূলের সঙ্গে স্বাভাবিক সংগ্রামেই মানুষের জীবনের চাকা এগিয়েছে। কিন্তু সেই টিকে থাকার লড়াইতে একসময় মানুষ তার অরণ্যের সহবাসী অন্য জন্তুদের জীবন অধিগ্রহণ করেছে নিজের জীবন ও বৃত্তির প্রয়োজনে এবং সেই থেকে শুরু হয়েছে মানুষ পশুর সংঘাত। সেকালের অরণ্যচারী মানুষের ঠিক-বেঠিক বিচার করবার এত ক্ষমতা ছিল না। তবে ডাইনি প্রথার ধারণা যে আদিম মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছিল তা এই উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারের কল্পনা পাওয়া যাচ্ছে জুমনির স্বামীর মৃত্যুর পর বলশালী দৈত্যাকার দাহু দলপতি হলে রাতেই জুমনি ও দাহুর দ্বন্দ্বে দাহু নিহত হয়। জুমনি তার নাসাগ্র কামড়িয়ে তাকে আহত করে এবং শেষে সমবেত জনতা তাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করে। এই দৃশ্য উপন্যাসের নায়কের কাছে অতিপ্রাকৃত বলে মনে হয়, সে বলেছে, — 'সহসা কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল জুমনি রাক্ষসী, নরমাংস ভক্ষণ করাই উহার স্বভাব, নানা ছলে বিদেশী পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের আয়ত্তের মধ্যে লইয়া যায়, তাহার পর খাইয়া ফেলে। ... দাহুকে শেষ করিয়া আমাকে ধরিবে। এইরূপ নিশাচরী রাক্ষসী কল্পনা কি করিয়া মাথায় আসিয়াছিল জানি না।'[১০] এভাবে মানুষের হৃদয়াবৃত্তির অনুভব এবং সেই অনুভবে ঈশ্বরীয় সত্তা প্রকাশও ঘটতে শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন বিপদের মুহূর্তে অদৃশ্য এক রক্ষকের ভূমিকা সেই আদিম জন্তুপ্রায় মানুষের মনে উদয় হয়েছে। উপন্যাসে এই তার প্রথম অধ্যাত্মবোধ ও জীবনদর্শনের অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক— 'সহসা মনে হইল আমাকে এভাবে রক্ষা করিতেছে কে? ... অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারেই এই বিশ্বাস মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল যে অদৃশ্যলোকে কে যেন একজন আছে যিনি আমার রক্ষক।'[১১]

বনফুলের উপন্যাসের আঙ্গিক ও রচনাশৈলী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে বনফুল তাঁর কোনো দুটি উপন্যাস একই কাঠামো, আঙ্গিক বা শৈলীতে রচনা করেননি। এই আঙ্গিক ও রচনাশৈলী বিবিধতা অন্যতম কারণ উপলব্ধি করে তিনি বলেছেন, — '... এর মধ্যে গভীরতর কথা যেটা সেটা হল এই যে, এঁদের আঙ্গিক-নিরীক্ষা এঁদের জীবন-

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 40–48

A Multifaceted Picture of Ordinary People in a Naga Society in *The Power to Forgive And Other Stories* by Avinuo Kire

Khriethono Lese
Research Scholar, Department of English,
Nagaland University,
Kohima Campus, Meriema
797004

Abstract : *Naga society is known for its complexities and diversities of people comprising of various tribes and indigenous people having a common identity as Nagas. Avinuo Kire as such through her collection of short stories presents varied images of people in a Naga society rich in customs and traditions. These collections of simple short stories provides an insight into their ways of life, opens up our mind to a society which consists of various kinds of people, their daily struggles, of human relationships, and of a society which so much revolves around tribal traditions and beliefs. In a patriarchal society, a woman's existence is dictated by social norms of marriage, the burden of bearing a male child, to give up her dreams and attend to the needs of her husband and the complex unusual relationship between brother and sister bond. This paper attempts to present the multifaceted picture depicted by Kire of the ordinary living in Naga society which is full of norms and beliefs, of human relationship in a close knitted society to the feeling of being alienated in one's own land. The study follows analytical approach to the text coupled with close reading.*

Keywords: Rape, Patriarchal society, Marriage, Relationship, Family, Folklore, Alienation.

INTRODUCTION

With written literature in English slowly emerging from the corners of Nagaland, it has brought about a new perspective and identity to the ordinary people in Naga society who share a common history of marginalization, trauma of the post-war memories, social, political background and so on. As indigenous people, oral narration has always been a part of the society which helps to revive not only the forgotten history and memories of the past but also to keep the traditions and cultures alive. Naga writers writing in English focuses on various sections of the society once unexplored, also bringing to focus the effect of the dark years of war and atrocities by the alien forces who marginalized and tortured the Naga people in ways so inhuman and unbelievable, by taking the help of rich oral tradition of Naga community.

"Naga writers writing in English have gained a wider audience only in recent times since it made a late entry into the world of modern literature in the written tradition… Literature can be seen as an active 'form' of reviving traditions; while they may be fictions they creatively promote cultural roots. Even for those Naga writing in English, their stories are either based or have reflections on history of the people. And this is why oral traditions is important in understanding the Naga writers and their works. Because of various reasons much of what constitute the oral tradition of the Nagas has been "lost" to antiquity following encounters with forces of change." (Pou 43-44)

Though of recent origin, one cannot deny to acknowledge the ever growing and emerging range of Naga writers budding from different section of the society bringing upon our attentions to themes unexplored usually based upon social and political aspects.

Avinuo Kire, as such is a young Naga writer, writing in English whose fictional works have been featured in leading magazines. Kire has authored two books; *The Power To Forgive: And Other Stories* (Zubaan Books), *Where Wildflowers Grow* (Barkweaver), and co-authored, *Naga Heritage Centre: People Stories* Volume I (PenThrill). "An interesting aspect of these Naga writers is that they are all women. Women seem to have taken the helm in promoting Naga literature."(Pou 48)

She through her collection of short stories gives us a panoramic view of the whole society presenting various ordinary life of people in a Naga society. Most of the stories are about relationship and major part

ঘরর ঘরর শব্দ। মুদিতনেত্রে রুদ্ধশ্বাসে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। আর একটু দুরে মট করিয়া আবার শব্দ হইল। বাঘটা দূরে চলিয়া গেল।'[৭]

এই বর্ণনা যেন লেখকের বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। হাজারিবাগ বসবাস কালে হয়তো কোনোদিনের অরণ্যের স্মৃতি তাকে এখানে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিভিন্ন পশুপাখি তথা ব্যাঘ্র সংকূল ওই অরণ্য তাঁকে যে 'স্থাবর' উপন্যাস রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল— এ কথা বীতশোক ভট্টাচার্যেরও মনে হয়েছে। মানুষ এবং হাতির সংঘর্ষ যাকে আধুনিক ইকোলজি বলছে মানুষ আর পশুর সংগ্রাম তার সূচনা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের চেতনাতেই স্থাপনা করেছেন বনফুল। জুজুমকে হত্যার জন্য প্রয়োজনীয় পাথরের তির তৈরি করতে গিয়ে পাথর ঘষার উপযুক্ত নিরাপদ স্থান সন্ধান করে জংলা পর্বতশ্রেণী অভিমুখে যাওয়ার সময় গভীর অরণ্যে বিকট চীৎকার ও তার সঙ্গে বনস্পতির আলোড়ন লক্ষ্য করেছিল, যা তাকে বিচলিত করে তুলেছিল এবং সে ভয়ার্ত হয়ে বৃক্ষে আরোহন করে। সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ঔপন্যাসিক জংলার আত্মকথনে বলেছেন, — 'যাহা দেখিলাম তাহাতে শরীরের রক্ত ক্ষাণিকে জন্য থামিয়া গেল। একদল হাতি; — কাছাকাছি থাকা আর নিরাপদ মনে হইল না। গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম, হাতির দলকে দক্ষিণে রাখিয়া অন্যপথে পুনরায় অগ্রসর হইলাম। যত শীঘ্রে সম্ভব এ অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইবে। মত্ত মাতঙ্গ বড় ভয়ানক জিনিস।'[৮]

যে মত্ত মাতঙ্গের ভয়ে একজন্মে জংলাকে পথ পরিবর্তন করতে হয়েছিল, জন্মান্তরে সেই হস্তীযূথে শিকারের কৌশল সে রপ্ত করেছে রহুলার কাছে। তিরে বিষ মিশিয়ে তাদের হত্যা করা বা চলাচলশক্তিহীন করার বিদ্যা রহুলা আয়ত্ত করেছে, বলেছে, — "... আমি শিখিয়াছি কোন বিষ দিয়া হস্তীকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলা যায়, কোন বিষ দিয়া হস্তীকে হত্যা করা সম্ভব।" অতএব একটা কথা সুস্পষ্ট যে অরণ্যে মানুষ আর হাতির সংঘাত নতুন নয়। যে man animal conflict এর কথা সাম্প্রতিক অরণ্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে প্রচার করা হচ্ছে এই সাম্প্রতিক কালে তার চেহারাটা একটু বদলেছে কেবল নতুবা এই সমস্যা আবহমান কালের। সেই আদিম মানুষও ওই বৃহদাকার জীবকে কখনো জয় করেছে, তাকে জয় করতে পারা ক্ষমতাই হয়েছে কখনো কোনো সম্প্রদায়ের অধিপতি হতে পারার একমাত্র যোগ্যতা। সেদিনের সেই অরণ্যজীবনে জলে-স্থলে মানুষের জীবন বিপন্ন ছিল। গুহাগুলি যেমন ছিল বাঘ, সিংহ, হায়েনার আস্তানা অর্থাৎ সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত, তেমনি জলে ছিল কুমিরের ভয়। ইকাকে পাওয়ার মূহুর্তে সে জলে ঝাঁপ দিলে তাকে কুমিরে ধরে। যদিও জংলা কুমিরের পিঠে চেপে তার তীক্ষ্ন নখ সম্মিলিত আঙুল কুমিরের চোখে ঢুকিয়ে ইকাকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। অরণ্যে অপেক্ষাকৃত সবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার জন্য আদিম মানুষকে তার বুদ্ধিকেই ব্যবহার করতে হয়েছে এবং সেইজন্য তা প্রয়োজন পড়েছে অস্ত্র তৈরির।

'স্থাবর' উপন্যাসের আরণ্যক পটভূমে কয়েকটি কাল্পনিক পাহাড়ের নাম আর নদী ও তাদের অববাহিকা অঞ্চলের উল্লেখ আছে। সেই কাল্পনিক পর্বতরাজি নাম হল যথাক্রমে — জিকাটু, লাফাই এবং উন্নগা পর্বতশ্রেণি, আর নদী গুলোর নাম যথাক্রমে — রুপ্রিং, রিয়া,

একটি সামাজিক প্রথার সঙ্গে পরিচিত হল, তা হল নব-জীবন বা নব-দেহ লাভ। মানুষ যখন উৎপাদনোক্ষম হয়ে যায় তখন সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে। উদ্দাম নৃত্য গীতের মধ্যে দিয়ে তা হয়। পশুর মত নিশ্চল হয়ে সে মৃত্যুকে চায় না। আদিম সমাজের এমন প্রথা কিছু কিছু উপজাতির ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভূত, প্রেত ইত্যাদি পারলৌকিক চিন্তা আদিম সমাজেও ছিল। বৃহার প্রেত, নিনানির প্রেত ইত্যাদি প্রসঙ্গে তা লেখক সূচিত করেছেন। উপন্যাসে আদিম মানুষের মধ্যে প্রচলিত কিছু আরণ্যক মিথকে তুলে ধরেছেন লেখক। বলপূর্বক নারীধর্ষণ অরণ্যক প্রাচীন সমাজেও ভয়ঙ্কর পাপ কাজ রূপেই পরিগণিত। নায়ক বৃহার তনয়া জোলামাকে বলাৎকার করতে চাইলেও সেই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ভেবেই নিরস্ত্র হয়েছে। সে শুনেছে, — 'পুরাকালে প্রবল পরাক্রান্ত দলপতি বিহাড়া শবরী ওকাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিল। শবরী ওকার মাথার প্রত্যেকটি চুল নাকি নাগিনীতে রূপান্তরিত হইয়া বিহাড়া বংশের প্রত্যেককে দংশন করিয়াছিল ...' উপন্যাসে তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসও আদিম অরণ্যবাসী মানুষের মধ্যে দেখিয়েছেন বনফুল। জন্মান্তরে লভ্য আদিম বনচারী মনুষ্য সমাজের একটি লোকবিশ্বাস ও প্রথা চলিত থাকার কথা বলছেন ঔপন্যাসিক আর তা হচ্ছে প্রথম সন্তানকে এই সমাজে মেরে ফেলা হয়। তাদের বিশ্বাস প্রথম সন্তান অপুষ্ঠ থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পিতৃপরিচয়ের ঠিক থাকে না। প্রথম সন্তানই মাতৃগর্ভে দ্বিতীয় সন্তানরূপে আবির্ভূত হয় বলে তারা বিশ্বাস করে। দশ বছর বয়সে সেই সন্তানের দীক্ষা হয়। সে এক বেদনাদায়ক প্রথা, পাথর দিয়ে আঘাত করে সেই সন্তানের দাঁত একটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

'স্থাবর' উপন্যাসের পটভূমি আদিম পৃথিবীর অরণ্য। সে অরণ্য কখনও শ্যামলীমাময় তৃণক্ষেত্র, কখনও পার্বত্য প্রদেশ, কখনও নদীর অববাহিকা, কখনও কোনো তুষারাবৃত শৈত্যময় অধিত্যকা। যে সময়ের কথা উপন্যাস বর্ণনা করছে সে সময় গ্রাম বা নগরের উদ্ভব মানব সভ্যতায় হয়নি। অরণ্যই তখন মানুষের আবাসভূমি। অরণ্যের অন্যান্য জন্তুকুল হাতি, বাঘ, সিংহ, হায়েনা, শূকর, মহিষ, হরিণ, ম্যমথ এদেরই সহবাসী। অরণ্যের মধ্যে আপাত নিরাপদ মনে হওয়া স্থানে গাছের ডালপালা দিয়ে একটু আড়াল সৃষ্টি করাই ছিল তখন মানুষের আবাস। এও সম্ভবত করা হত ঠাণ্ডার থেকে সামান্য নিজেদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আর তার নিকটেই থাকত একটি গাছ। বিপদে সেই গাছে চড়াই ছিল নিরাপদ আশ্রয়। তেমন বিপন্ন সময়ে জংলা তেমনই এক বৃক্ষাবাসে রাত্রিযাপন করে সেই আদিম প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে বলেছে, — 'সূর্য অস্ত গিয়াছে, অন্ধকার নামিতে লাগিল। অন্ধকার কিন্তু গাঢ় হইল না। পূর্ব-দিগন্তে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল, চারিদিকে জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। নিবিড় অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী নিস্তব্ধতা নিশাচর পতঙ্গের গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিল। ... দেখিতে দেখিতে সমস্ত উপত্যকা অদ্ভুত নিবিড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চতুর্দিকে অশ্রান্ত ঝিল্লীরব। অরণ্যের পঞ্জীভূত অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি মধ্যে মধ্যে শুষ্ক পত্র-পল্লবের খড়-খড় শব্দ। সরীসৃপ শ্বাপদের দল বাহির হইয়াছে। মট করিয়া একটা শব্দ হইল, শুষ্ক ডাল ভাঙার শব্দ। শব্দ শুনিয়া মনে হইল ডালটা নেহাত পাতলা নয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে জন্তুর পদভরে ইহা ভাঙিল সে জন্তুটিও নিশ্চয় হালকা নয়। উৎকর্ন হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ কোনো শব্দ নাই। নিশ্চয় নিঃশব্দ সঞ্চরণে অগ্রসর হইতেছে। পরমূহুর্তেই গন্ধ পাইলাম এবং তাহার পরই সেই ভয়ানক পরিচিত

of the stories are from the perspective of a female narrator. It paints a fine multifaceted picture of ordinary people, from the tale of a woman overcoming trauma of being raped to a teenage first love turning into a heartbreak. Unlike other Naga writers who published their works before her, Avinuo breathes in a new spirit of freshness exploring themes untouched with her simple language, clarity and elegance. She also recollects the loss pride of a Naga Army veteran who during time of insurgency left his family out of patriotic sense for his land, later ending up as an office peon where other than the narrator herself, no one actually learns of his identity as a fighter who has dedicated his life for the larger cause of Naga freedom struggle.

"The literary experiences of these (Naga) writers have generated great interest among the readers because they disclose another panorama of the Naga life, the less talked about everyday lives. And therein lies the power of literature which history may not be able to write about: the simple and ordinary individual experiences of the episodic past." (Pou 49)

The opening story titled ' The Power to Forgive' presents to us the struggle of the unnamed protagonist who is victimized at such an early age of twelve, raped by her paternal Uncle. She has to live two decades of her life thinking she has done such a big crime, the crime of being physically abused when she was supposed to be playing around like others of her age. The child had to grow up with sympathy surrounding her even though that was not what she wanted, all she wanted was to be accepted as a normal member of the family-of the society, like her younger brother Pele treated her. "He was the only one who saw her as she was; without sympathy or judgement, without the shadow of what happened to her hanging over her head." (Kire 6)

The inhuman act done against her was made known to all and it only made the pain even more intolerable because the shame which came about with it made her "shame in private". She feels alienated from her own father, who decides to forgive her Uncle and expected her to do the same saying so many things about "forgiveness, justice and family honour". "I have decided to forgive your uncle. But you need never worry about him; you will never see or hear from that man again." (Kire 5)

Kire puts to light the growth of the protagonist from a child who underwent through trauma more than just shame to growing up into a fine lady taking control of her situation when she finally realizes the love of her father, whom she thought did not feel her

hidden pain. Every pain seemed to rush out from her when she sees her father awkwardly weeping before the day of her marriage. This marriage brings about new hope in her life, a hope to live a normal life where she would be treated as a normal being not described by her past pain but one where she will be loved and have a home of her own. "Tomorrow would bring yet another day and with it, new challenges. But somehow she knew now that she would be all right." (Kire 12)

Kire shows the treatment of women in a patriarchal society where yet again women are treated as always less important, to be confined to the boundaries of home, through two of the short stories, 'Fallen Bird' and 'Promise of Camellias'. In both the stories we find the picture of woman who has to sacrifice her own dreams of becoming someone else sometime instead of being tied down my marriage. The image of a woman who has had enough with her life and is ready to run away leaving behind her family and a life which seemed already distant to her is portrayed through the protagonist.

"You loosened your well worn Chiecha and firmly rewound it around your slim waist again. Stray strands of hair had freed themselves from your tight bun and created a dark halo over your head. A few hairpins and a light dusting of powder did little to hide your red-rimmed eyes, swollen nose and your blotchy face. After doing what you could, you stared at the mirror and frowned until your face threatened to contort itself once more. But you were too exhausted to cry and your eyes felt painfully dry." (Kire 42)

"And so, you waited for life to consume you, just as it had done your mother." (Kire 49)

In 'Promise of Camellias', Kire presents to us her female protagonist who also gives in to marriage out of the common pressure of the male belonging to a wealthier-richer family, which later on turns into a failure after eight years of marriage. "Good! Then you must know that he's a fine man. Mature, good jobs, good family, what more could you ask for?" (Kire 71)

Woman born into a patriarchal society, no matter how educated one is, is always trapped into marriage which tries to redefine her into searching security under the shadow of man whom she can call husband. What about her own identity, her dreams, her hope to become someone in life? No one actually really cares about this, especially when it is associated to a female being of the society. The pressure to give

শিশুর মাংস প্রাপ্তবয়স্কের উপাদেয় খাদ্য। শিশু না পাথরের অস্ত্র এই দুয়ের নির্বাচনে পুরুষ পাথরের অস্ত্রটা বেছে নিয়েছে। শুধু পুরুষ কেনো নারীকেও কখনো কখনো এমন নিষ্ঠুর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। ধীরে ধীরে তেমন অবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দীর ব্যবধানে এই আরণ্যক পাশব মানুষকে দলবদ্ধ এক নতুন জীবনে অনুপ্রাণিত করেছে।

উলঙ্গ মানুষের শরীরে শীতবস্ত্র রূপে এক সময় ম্যামথের চামড়া পরিধেয় হয়েছে। পশুর সঙ্গে অমিল বা পার্থক্যটাই তার মানব পরিচয়ের বীজমন্ত্র মনুষ্যত্বকে বিকশিত পুষ্পিত ও ফলিত করেছে। ধর্ষণ আর সহবাসের মধ্যের ব্যবধান করেছে, নারী কেবল যৌনসঙ্গিনী নয়, জীবনসঙ্গিনীও বটে, তার চুলের মধ্যে লাগানো লাল ফুলের সৌন্দর্য্য বোঝার ক্ষমতা তার হয়েছে। একই গোষ্ঠীর নারী-পুরুষের বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। পুরুষ স্বামী ছাড়াও পিতা ও ভ্রাতার ভূমিকায় নিজেকে অভ্যস্ত করেছে। শিশুকে রক্ষণের জন্য, তার বৃদ্ধির জন্য, স্তন্যদানের জন্য প্রসূতির সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করেছে। স্বামীহারা জুমিন নতুন দলপতি দাম্ভর নারীরূপে গণ্য হয়েছে আর স্বামী বাইরের দেশ থেকে ফিরে না-আসা পর্যন্ত স্ত্রীকে আনাহারে থাকতে হল। এই ঘটনা আদিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে সূচিত করেছে। মাতৃকুলজাত কন্যা নিনকির সঙ্গে পুরুষের প্রণয়াশক্তির পরিণাম ভয়াবহ হয়েছে। ইকা, লুং, জুমনিকে যেভাবে পাওয়া গেছে, জোলমাকে সেভাবে পাওয়া যায়নি। তার পিতার জন্য কিছু উপহার দিতে হয়েছে। অর্থাৎ সমাজে তখন কন্যাপণের উদ্ভব হয়ে গেছে। এখনও অনেক আরণ্যক জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। বিজিত দলের লুণ্ঠিত নারী যেভাবে বিজয়ী দলের সকলের ভোগের সামগ্রী হয়েছিল একসময় কালের গতিতে সেই নারী পুরুষের সঙ্গে একটি কেবল মাত্র বন্ধুত্বের সম্পর্কই আশা করেছে। এসবই সংগঠিত হয়েছে উপন্যাসের ভয়াল আরণ্যক পরিবেশে। ধীরে ধীরে তারা জেনেছে ম্যামথকে মানুষের খেতে নেই, তার প্রতিরোধ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে করতে হরে, তাকে সমাধিস্থ করতে হবে। যে যে-পশুর নামধারী সমাজের তাকে সেই পশুর মাংস খেতে নেই। তখন বিতং হরিণ সেজেছে, জোলামা ময়ূর নাচ নেচেছে। এর মধ্যে থেকেই শিকারি থেকে কৃষক ও পশুপালক হয়ে উঠেছে। অরণ্যভূমে জেগে উঠেছে কর্ষণভূমি মানুষের বৃত্তির প্রয়োজনে আর আরণ্যক পশুরা পরেছে শৃঙ্খলের বেড়ি, সেই মানুষেরই বৃত্তির প্রয়োজনে। এই অরণ্যেই গড়ে উঠেছে মানুষের পরিবার। বহুগমন ছেড়ে নারী-পুরুষ এক নারী এক পুরুষের সম্পর্কের দিকে এগিয়ে গেছে। এ কাহিনি তাই অরণ্যচারী পাশব মানুষের লক্ষ কোটি বছরের সংক্রমণে মানুষ হয়ে ওঠার কাহিনি।

মানুষ এক সময়ে নিজেদের বংশ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে আর বিভিন্ন আরণ্যক জীবজন্তু পশু-পাখির নামে নিজেদের বংশ ও সম্প্রদায়ের নামকরণ করেছে। এভাবে উপন্যাসে ব্যাঘ্র, রোমশ গন্ডার, টিট্টিভ পাখি, জলভল্লুক (সীল), শঙ্খচূড়, শ্যেনপক্ষী, শফরী, খঞ্জন, জলৌকা, নীলগাই ইত্যাদি সম্প্রদায়গত পরিচয়ের উল্লেখ আছে। এই বংশগুলোর পরস্পরের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ হলেও নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তা রহিত ছিল। রুঠা, পুঠার মা হঠাৎই একদিন তার সন্তানদের কাছে ছেলে ও মেয়েদের তফাত থাকার কথা বলতে বলতে মারা যান, সেই অর্থে তিনিই এই সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধ করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নায়ক

উপন্যাসটির কাহিনি, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, সমাজ, সংস্কৃতি ও রচনা শৈলীর বিশ্লেষণে আলোচন্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কথিত মানবেতিহাসের ক্রমবিবর্তনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হবে।

বিশ্লেষণ :

ইতিহাস রচনার বহু পূর্বেকার স্মরণাতীত কালের মানব জাতির জীবনবীক্ষা প্রথম সভ্য মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন স্যার ড্যানিয়েল উইলসন (১৮১৬-১৮৯২), তাঁর প্রিহিস্ট্রি (১৮৫১) নামক গ্রন্থে। এর শতবর্ষ পরে অর্থাৎ ১৯৫১ সালে বাংলা সাহিত্যে আমরা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'স্থাবর' উপন্যাসে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবন সংগ্রাম, আদিম মানবের সমাজ ও সংস্কৃতি পত্তনের ধারাবিবরণ পেলাম। এই মানব অরণ্যচারী, গুহাবাসী, নরভুক বলা যায় সর্বভুক, পাশবিক মানব। সেই মানবের যাত্রা পথের ক্রমবিবরণ তুলে ধরেছেন বনফুল। এই উপন্যাসের পটভূমি প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য, তুষার যুগের অরণ্য, এর জীব-জগৎও আমাদের অপরিচয়ের দূরসীমানায় অবস্থিত। তাই সমালোচকের উক্তি, 'সহবাসী পশুদের থেকে, স্তন্যপায়ী ও মেরুদণ্ডী অন্য জীবদের থেকেও, মানুষের যে অনন্য অভ্যুত্থান প্রাণীত্ব থেকে মানবতার জাগরণের সেই প্রথম প্রহর হতে মানবসমাজের প্রতিষ্ঠার যে জটিল প্রক্রিয়া বনফুলের এ রচনায় তা সরল গভীর ও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছে, ...।[৩] উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, — 'মানবজাতির যে কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হইয়া আছে, তাহার সম্পূর্ণ রূপ এখনও অজ্ঞাত। যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহারই প্রাথমিক পর্ব লইয়া উপন্যাস রচিত হইল।[৪] উপন্যাস কাহিনি এক আবহমান মানবাত্মার অনন্ত যাত্রা পথের কাহিনি। কাহিনির কথক এক অনন্তপথযাত্রী মানব আত্মা, যে তার অনাদি অনন্তের পথের স্মৃতিসম্ভব বিন্দু থেকে নিজের বহু বহু কালজোড়া বহু বহু বিবর্তনময় অগ্রগতির কাহিনি বর্ণনা করে গেছে। উপন্যাসের কাহিনি তার কণ্ঠস্বরে লেখক বলেছেন, — 'আমার আদিম রূপ কি ছিল তাহা আমি জানি না। আমি ছিলাম, আছি এবং থাকিব — এইটুকুই শুধু নিঃসংশয়ে জানি। কিন্তু কাহিনী বলিতে হইলে একটা আরম্ভ থাকা চাই। সুতরাং একস্থান হইতে আরম্ভ করি।...'[৫]

'সমাজ' এবং 'সমজ' এই দুটি শব্দের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল আছে। প্রথমটি যদিও মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর দ্বিতীয়টি পশুর উদ্দেশ্যে। এই উপন্যাসের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ আর পশু অর্থাৎ সমাজের আর সমজের বৃত্তি ও বৃদ্ধি একাত্ম এবং একধারায় বয়ে গেছে বহুকাল। সেই যুগে মানুষ মদমত্ত হস্তীর মতই স্ত্রীমিলনে লিপ্ত হয়েছে। দেহের বলে অধিকার করেছে নারীকে। পশুর মতই কামনার তৃপ্তি ঘটিয়েছে, আর সেই পথে নিজের সন্ততিকেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী করে নিয়ে হত্যা করেছে, তাদের কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেয়েছে। সমত্ত দলপতি দলে পুরুষ নবকিশোরকে সদ্যযুবতীর সঙ্গে মিলিত হতে দেখলে তাকে হত্যা করার সবল চেষ্টা করে। নারীসঙ্গিনীকে হত্যা করে সেই পাশব মানুষ তার মাংস ভক্ষণ করেছে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর পুরুষ তার সন্তানের মায়ের স্তন্যপান করেছে। মানবশিশু তার কাছে বিরক্তিকর, এই

birth to a male child is of a higher multitude imposed on woman causing her to go into further emotional and psychological pain, one which she has to suppress in order not to shame her own family. Marriage is thrown upon woman as something which she has to consider not only for herself but in consideration of her entire family and status in the society. "That a girl does not only marry for herself but for the sake of her family's happiness." (Kire 73)

Kire shows how patriarchy, customs, traditions and social status together plays an important role to hinder women's growth. A failure in conjugal life because of a cheating husband, even though it was made on the basis of the male's status in the society, brought about nothing but destruction and unfaithfulness from the husband upon the wife. The failure of the marriage makes the wife want to flee away but being in a society where women are restricted to take any such huge step, the wife somehow looks at the husband as being brave to be able to do as he pleases to.

"He left me soon after, I cried when my marriage ended. As unhappy as I had been, it was the only kind of marriage I had ever known. I had become attached to my special sadness. People look at me with sympathy, regarding me like a martyr wife. They call my ex husband all kinds of awful names. I thought he was brave to do what I had been too scared to." (Kire 77)

In 'Remembering Uncle Peter', Kire through handling something so mundane as cancer brings about the complexity of relationship between the narrator's father and her Aunt Vivi. How being orphans at such a young age left at the care of their "closest next to kin", the two siblings grow affectionate of each other. The narrator's father shows possessive gesture towards his younger sister which is later unraveled when we come to learn that he was actually in love with his younger sister. He becomes furious and detached when she elopes with Peter, who was "simply put, a happy man". Cancer though a force which slowly kills and drains the life out of someone yet Kire uses it as a force which brings the family together, unraveling the mystery behind the father's unexplainable unusual closeness with his sister, Vivi. "I understand now why Aunt Vivi had to leave us. Father had been in love with her. Mother confessed this to me after I became a little older. She said she realized the depth of his obsession only after they married." (Kire 40)

Kire also tenaciously brings about folktale and draws our attention to myths, beliefs, customs, traditions and supernatural elements existing

in a Naga society. She does not leave aside anything but traces along almost every element of ordinary lives of the Naga society. "Along with historical, political and social problems that the people of the region face, there are also stories that celebrate the people's tradition and culture and the belief system deep rooted in history yet closely knitted in present realities." (Pou 12)

In 'Bayienuo', the folktale is retold by Kire, where Kekhrieleü and Medozhalie, a Naga couple from a village yearns for a daughter even though they have already "borne six sons". Kire reflects how in a society where customs, traditions and supernatural beliefs are so practiced, the importance of naming a child places a great significance. Through the folktale, Kire helps her readers understand the tradition of an Angami Naga tribe practicing the importance of naming a child carefully so that no spirits will claim the child as their as it is believed that spirits could take the form of the child and posses the body to become one with the child.

"The Angami Naga tribe which Kekhrieleü belonged to, placed great significance on names and an infant is thoughtfully named with the hope that the child will grow up to fulfill the meaning of his or her given name. A name is also meant to reveal the intrinsic nature of its carrier and thus, plays a pivotal role in person's destiny." (Kire 82)

Another folktale retold by Kire is of 'Mete and the Mist', where a traditional belief of spirits conversing with man from the human realm is portrayed through the mother Kevinei-ü and her missing daughter Mete. The missing, searching and coming back of Mete to her mother is all based on bits of supernatural elements found in a folktale. The mother dreams of finding her daughter through the help of her dead husband and upon waking up finds her daughter at the forest edge. Mete narrates her mother of how she was taken away by a "towering woman with eyes like smoke who had spirited her into the deepest forest." (Kire 99) "Whenever she became hungry, the woman fed her the strangest berries and honey, scooped directly from a beehive buzzing with seemingly sedated bees." (Kire 99)

Through the folktales retold, Kire shows how in a common Naga society which is closely knitted, people grow up listening to folktales and supernatural beliefs which are actually taken as reality, something which is an integral part of the community passed down from generation to generation in order to be accustomed to their traditions and history of coming from a world where spirits were a part of the community.

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের খোঁজ করেছেন ঔপন্যাসিক, কিন্তু তার বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে তাকে প্রাচীন অরণ্যচারী মানুষের আদিম পাশব অবস্থার থেকে ধীরে ধীরে সভ্যতাকামী হয়ে ওঠার যাত্রা-পথে মানুষ নামক এক জন্তুর বিবরণ তুলে ধরতে হয়েছে; যাদের আশ্রয় স্থল, বেঁচে থাকার রসদ যুগিয়েছে অরণ্য, এমনকী গোষ্ঠীর পরিচয়ও অরণ্যেরই জন্তুদের নাম দিয়ে। এই আদিম মানবকে টিকে থাকতে হয়েছে ভয়াল আদিম অরণ্যের প্রাণীকুলের সঙ্গে লড়াই করে, আদিম প্রকৃতির বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। মানুষ আর পশুর সহাবস্থান এবং দ্বন্দ্ব দেখা গেছে তাদের জীবিকার প্রয়োজনে। মানুষ তার নিত্য প্রয়োজন মেটাতে অরণ্যের জীবকুলকে উজাড় করেছে সেই আদিম কাল থেকেই। আদিম মানুষের মনে নানা বিশ্বাস, নানা সম্পর্ক তৈরি হয়। বনফুল তাঁর এই উপন্যাসে সেই মৌলিক বিষয়গুলোকে উপস্থাপিত করেছেন। বীতশোক ভট্টাচার্যের কথায় বলা যায়, 'একদা হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজের ছাত্র ছিলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, আর অধ্যাপক জ্ঞানবাবুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে বিজ্ঞানের এই তরুণ ছাত্রটির মনে স্থাবর উপন্যাস লেখার কল্পনা প্রথম জেগে উঠেছিল। ... মনে হল, তখনই যেন তাঁকে স্থাবর রচনার প্রেরণা দিয়েছিল হাজারিবাগের জন্তু-পাখি-সরীসৃপে ভরা অরণ্য জলধারা পাহাড় চন্দ্রোদয় সূর্যাস্ত এবং আদিবাসীরা — প্রেরণা দিয়েছিল অজস্র পুরাপ্রস্তরযুগের নমুনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিহার-ঝাড়খণ্ডের অধিত্যকার সেইসব মানুষেরা যাদের রক্তে এখনও সে-প্রত্ন অধিকার বইছে, দেহাস্থি পাওয়া যায়নি তবু ঐখানেই ছিল বোধ হয় নয়-সাত-পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সেই পূর্বপুরুষেরা, হাজারিবাগ-বারহি-রাজরপ্পায় এখনও তাদের অস্তিত্বের নিদর্শন পরিকীর্ণ, হাজারিবাগের গুহাচিত্রে আজও রয়ে গেছে প্রাগৈতিহাসের সাক্ষ্য, অসাক্ষরিত।'[১]

মানুষ ও পশুর সংঘাতকে আধুনিক পরিবেশবিদরা সাম্প্রতিক সমস্যা বললেও এই উপন্যাস পাঠে আমরা এর আবহমানতাই টের পাই, আর এই উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরা তারই সাক্ষ্য দেয়। তাই উপন্যাসটির অরণ্য সম্পৃক্তি নির্ধারণই গবেষণা পত্রের আলোচ্য বিষয়।

পদ্ধতি:

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের অন্তিমে বলেছেন, — 'বাংলা উপন্যাসের ধারা ক্রমবর্ধমান বৈচিত্রের শাখাপথ বাহিয়া অগ্রসর হইতেছে। ... উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিচারের মানদণ্ড দিনে দিনে রূপ বদলাইতেছে—'[২] তাঁর এই উক্তির আলোয় যদি আমরা এই উপন্যাসটিকে বিচার করি তবে সেই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট রূপরেখাটিকে অনুধাবন করতে পারি। বাংলা উপন্যাস সামাজিক, ঐতিহাসিক, রোমাণ্টিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্থূল গণ্ডীর বাঁধন থেকে বিষয়ের বৈচিত্রে নতুন নতুন পরিচয়ে নতুন নতুন অভিধায় ভাষিত হয়েছে। বাংলা উপন্যাসে অরণ্যের অনুষঙ্গ তেমনই এক অভিনব বিষয়। অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে মানুষের আদিম ইতিহাস। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণায় উঠে এসেছে সেই সব তথ্য। এমনই তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ ঘটেছে এই 'স্থাবর' উপন্যাসে। উপন্যাস পাঠে তেমনই প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে আলোচনার মাধ্যমে

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 99–108

'Immovable' of Banphul : From Jungle to Human Jungle, A Document of Human History

Gautam Deb
Asst. Prof., Dept of Bengali, Mariani College,
Mariani, Jorhat-785634

Abstract : *Forest has played a significant role in the progress of human civilization. In the primary stage of human race man and animal were forest dwellers. But gradually with the development of human brain man saw it different from animal. In the process of evolution of human race man now has reached such a stage where it has dissociated itself from forest life and forgets its origin from animal being. Bonphul alias Balaichand Mukhopadhyay in his 'Sthabar'(Immovable) novel tells the story of human race of prehistoric period. This novel has received acclaim as a document of human history for its thematic concern, apart from its richness in its setting story-line, characterization, socio-economic and geographical background, dialogue and language. This paper aims to analyse all these aspects found in the novel 'Sthabar.'*

Keywords : *human civilization, human history, document, forest, animal beings.*

'বনফুলের 'স্থাবর' : অরণ্য থেকে জনারণ্যে রূপান্তরের এক মানবেতিহাসের দলিল'

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যিনি বাংলা সাহিত্য জগতে বনফুল নামে পরিচিত। তাঁর রচনায় প্রকৃতি ও অরণ্য নানাভাবে ধরা দিয়েছে। তাঁর 'ডানা' (১৯৪৮) উপন্যাসের মূল বিষয় পাখি। পক্ষীজগতের বিচিত্র জাতিগোত্রের পরিচয় যেমন বিধৃত করেছেন বনফুল তাঁর এই রচনায়, ঠিক তার সঙ্গে বিচিত্র মানব মনের নিজের আকাশে ইচ্ছে ডানা মেলার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে রসোজ্জ্বল বর্ণনায় সুস্পষ্ট রূপ দিতে চেয়েছেন। তাঁর 'স্থাবর' (১৯৫১) উপন্যাসে প্রাগৈতিহাসিক

One such theme explored by Kire in this short story collection is of the treatment of the North-Eastern students, studying in mainland India. The racial discrimination they have to undergo simply because they differ in their physical traits from the mainlanders, being called "Ching Chong", and also linguistic difference, the feeling of being alienated in one's own country is clearly brought about by Kire in 'Nigu's Red T Shirt'. Neingulie, the protagonist who tells us how being considered a "tourist" he felt more appreciated and welcomed instead of being identifying himself an Indian coming from the tribal areas, a land. "Everything in this city felt strange; the buildings and its people, the language, food, even the weather." (Kire 55)

From giving a picture of a female rape victim who grows and takes control of her situation to presenting a woman who finally gains her freedom and independence from a cheating husband, considered a man of higher status in the society, to a mother who refuses to give up on searching for her daughter who gets lost in the forest, Kire gives a picture of life of women in Naga society. The difference in social status is seen in 'Dielienuo's' Choice where two little girls who grow fond of each other with time, only to be separated by their status in the society, one the girl child-helper and the other daughter of the household owner. To the image given to "Solie", once an "enigmatic young freedom fighter" of the Naga army to becoming a proud man who detached himself from the company of others, only to be tagged as "lazy" and "inefficient" is another moving picture of Naga society. In 'The Last Moonrise' dying Sambar slowly sleeps into death after being shot by a hunter, "unaware that he would soon become a part of this land's folklore, blissfully innocent that human mothers would regale their children about a regal creature which had once roamed their forest a long time ago". (Kire 105)

Avinuo Kire through all of these short stories in her collection *The Power to Forgive And Other Stories* succeeds to give a picture of the multifaceted life of ordinary people in a Naga society. Her stories are quite short in length, written with simplicity but elegance proving her to be a writer slowly emerging to an eminent one. One can draw an image of the Naga society through reading the various short stories as the writer gives us clear images of every section the society, from a society which is endowed with riches in folklores, customs and traditions to seeing its man taking stand to fight for the freedom of its land and people. She as a writer celebrates her identity coming from

a land full of tales and upheavals faced by its people in the face of marginalization, to a patriarchal society where women still have to face inequality even in the ever growing shift of society in the twenty first century. ▸▸

Works cited

Kire,Avinuo. *Bayienuo. The Power to Forgive: And Other Stories.* Zubaan, 2015. Print.

___. *Mete and the Mist. The Power to Forgive: And Other Stories.* Zubaan, 2015. Print.

___. *Nigu's Red T Shirt. The Power to Forgive: And Other Stories.* Zubaan, 2015. Print.

___.*Promise of Camellias. The Power to Forgive: And Other Stories.* Zubaan, 2015. Print.

___. *Remembering Uncle Peter. The Power to Forgive: And Other Stories.* Zubaan, 2015. Print.

___. *The Power to Forgive. The Power to Forgive: And Other Stories.* Zubaan, 2015. Print.

___.*The Power to Forgive: And Other Stories.* Zubaan, 2015. Print.

Pou, K B Veio. *Literary Cultures of India's Northeast: Writing in English.* Heritage Publishing House, 2015. Print.

কিরণে আলোকিত হয়ে উঠে। যক্ষহৃদয়ে স্বর্গতুল্য অলকা হৃদয়ের যন্ত্রণা নাশ করে জীবনধর্মকে উদ্ভাসিত করে তোলে। মেঘ অলকায় উপনীত হয়ে অলৌকিক শোভায় শোভিত হয়ে যক্ষের বিরহী হৃদয়ের লালিত্য অনুধাবনান্তে চিত্রশিল্পের বন্ধনে গ্রন্থিত হবে। বস্তুত সৌন্দর্যতত্ত্ব মিলনে মধুর হলেও বিরহবিজনে সুললিত ছন্দে বিনির্মিত হয়। ▸▸

পাদটীকা

১) কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
২) যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্থানপুণ্যেদকেষু
৩) মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
৪) কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপাণাশ্চেতনাচেতনেষু
৫) প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
৬) যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা
৭) ন স্যাদন্যোহপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ
৮) আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাম্
৯) গন্তব্যা তে বসতিরলকা যক্ষেশ্বরাণাম্

গ্রন্থপঞ্জি

১. মেঘদূতম্, অর্কনাথ চৌধুরী সম্পাদিত, জয়পুর: জগদীশ সংস্কৃত পুস্তকালয়, ২০০০
২. মেঘদূত, ক্ষিতিনাথ ঘোষ, কলিকাতা: কমলা বুক ডিপো, ১৯২৯
৩. হংসদূতম্, রূপ গোস্বামী, শ্রীমৎ পুরীদাস মহাশয় সম্পাদিত, ঢাকা, ১৩৫২ (বঙ্গাব্দ)
৪. মেঘদূত ও সৌদামনী, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৫
৫. অভিনব মেঘদূতম্, বসন্ত ত্র্যম্বক শেবডে, বারাণসী: চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯৯০
৬. পবনদূতম্, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পা. কলিকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্, ১৯২৬
৭. কালিদাসের মেঘদূত, রাজশেখর বসু সম্পা. কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৫২
৮. The Meghaduta of Kalidasa, M.R. Kale, Motilal Banarsidass, New Delhi, 2015.

শুভমুহূর্তে যাত্রা করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চতুর্দিকে মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। উত্তরাভিমুখী এই অনুকূল বাতাস মেঘকে অলকায় যাত্রা করতে সাহায্য করবে। অলকায় গমনের এইরূপ শুভক্ষণে মেঘ শোভন আকৃতিযুক্ত হয়ে অলকায় যাত্রা করুক। যক্ষ শুভ মুহূর্তের কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করেছে। যেমন, বর্ষাকালে মৃদুমন্দ অনুকূল বাতাস মেঘকে গতিযুক্ত করতে সাহায্য করে, 'মন্দং মন্দং নুদতি পবনঃ'। আবার, বামপার্শ্বে চাতককুল মধুর স্বরে গুঞ্জন করে, 'বামশ্চায়ং নদতি মধুরম্' ইত্যাদি। সুতরাং, আষাঢ় মাসের প্রথম দিন ময়ূর, চাতক প্রভৃতি পক্ষীর কূজন মেঘের যাত্রাপথের মঙ্গলময় সময়কে সুনিশ্চিত করছে। এইসময় অন্ধকারে আবৃত থেকে বলাকাবধূগণ মিলিত হবে। বককুল আকাশে মালার মতো গোলাকৃতি হয়ে ভ্রমণ করতে থাকবে। মেঘের মধ্যে শুভ্র বকসারি মরকত মণির সঙ্গে মুক্তমালার মতো প্রকাশিত হয়। মেঘের যাত্রাপথে ক্লান্তি দূরীভূত করার জন্য বকশ্রেণি অতিশয় উপযোগী। মেঘ বকশ্রেণিকে প্রত্যক্ষ করে ক্লান্তি অপনয়পূর্বক আনন্দলাভ করুক।

মেঘ সুদূর অলকাপুরীতে যক্ষপ্রিয়ার নিকট তার সংবাদ বহন করে নিয়ে যাবে। এই সময় মেঘের চিত্তে প্রশ্ন হতে পারে, যক্ষপ্রিয়া আদৌ জীবিত আছে কিনা। উত্তরে, যক্ষ মেঘকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, 'তার পত্নী নিশ্চয় জীবিত আছে।' কারণ, অভিশাপান্তে 'পতি যক্ষ রামগিরি থেকে পুনরায় অলকায় প্রত্যাবর্তন করবে', এই চিন্তা যক্ষপত্নীকে জীবিত রাখতে সাহায্য করেছে। বৃন্ত যেমন প্রস্ফুটিত পুষ্পকে ধারণ করে রাখে তেমনই আশাও প্রেমাস্পদ হৃদয়কে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে মনুষ্যকে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হতে সাহায্য করে।[৮] বিরহ ও মিলন একে অপরের পরিপূরক। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও 'বিরহের পরে মিলন' আশাবন্ধ চিত্তের সুললিত, ভাবমহিমায় সন্দেহাতীত হয়েছে।

প্রশ্ন হতেই পারে, পতি থেকে বিযুক্ত হয়ে যক্ষপ্রিয়া কি যক্ষকে বিস্মৃত হয়েছে? এই প্রসঙ্গে যক্ষের চিত্তে বারংবার 'না' শব্দটিরই প্রতিধ্বনি হয়। পতিব্রতা কল্যাণীস্বরূপিণী যক্ষপ্রিয়া বিরহযন্ত্রণাকে ম্লান করে দিবসগণনায় ব্যস্ত থাকে। এইজন্য যক্ষপ্রিয়া প্রত্যহ প্রভাতে একটি করে পুষ্প যক্ষের প্রতি উপহাররূপে প্রদান করে। পুষ্পসমূহ শুষ্ক হলেও সেগুলি দিবস গণনার কাজে ব্যবহৃত হয়। যক্ষের মনে এইরূপ চিন্তা জাগরিত হয়, নারীর হৃদয় পুষ্পের তুল্য। ফলে যক্ষ দৃঢ়নিশ্চিত, পতির সঙ্গে পুনরায় মিলনের বাসনা যক্ষপ্রিয়াকে দুঃখময় জীবনধারণ করে আশাবন্ধে উৎসাহী করছে।

যক্ষ মেঘকে মহৎকুলে জাত সম্বোধন করে প্রিয়ার নিকট বার্তা প্রেরণ করতে আগ্রহী হয়েছে। তার মনে এইরূপ বিশ্বাস আছে, সে নিশ্চয় যক্ষের আবেদন প্রত্যাখ্যান করবে না। এইরূপ চিন্তা করে সে মেঘের গন্তব্যস্থলের কথা উল্লেখ করেছে। বস্তুত মেঘ শোকগ্রস্থ ব্যক্তিকুলের আশ্রয়ভুমি। মনুষ্যের শোক নিবারণ করার জন্য তার বিশেষ অবদান আছে। যজ্ঞ নির্বাসিত হওয়ার ফলে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ফলে পত্নীর নিকট বার্তা বহন করার জন্য মেঘকে অলকাপুরীতে উপনীত হতে হবে।[৯] অলকা যক্ষপত্নীর বাসভূমি। যক্ষপতির গৃহের উদ্যানে মহাদেব বিরাজ করেন। মহাদেবের মস্তকে স্থিত চন্দ্রের কিরণে সমুদায় অট্টালিকা সুকোমল

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 49–56

Self-Absorption and Deterioration in Fitzgerald's *The Beautiful And Damned*

Meyisongla
M.Phil Scholar,
Department of English
Nagaland University, Kohima Campus, Meriema-797004.

Abstract : *The young, supercilious and extravagant "Patches" consumed with the nature of self- centeredness embarks on a journey of extreme physical, emotional and mental deterioration in the midst of battling for the handsome entitlement expected from the millionaire grandfather. Fitzgerald's Antony Patch and Gloria Patch are self-absorbed and self-obsessed individuals (both from upper class with great social reputation). This vice serves to be the potent cause of their crumbling marriage, detachment, failure and complete fleeting from the practical world. Drinking, partying and travelling are seen as temporary source of solace compensating their empty lives. This paper will study the lives of lead characters 'Anthony Patch' and 'Gloria Patch' to bring out the theme of 'self-absorption' as a personality trait and 'deterioration' as a process of transition from being rich and famous to being miserable, unknown and insignificant.*

Keywords: Absorption, Deterioration, Mental, Physical, Emotional, Marriage.

Introduction

F. Scott Fitzgerald lived in an age of great artistic Roaring Twenties. He embarked on a journey of epitomizing the transparent diary of the age. A spontaneous, extravagant and a popular personality himself, he chronicled the outrageous, the immoderate and indecency of the age. His masterpiece *The Beautiful and Damned* (1922) set in New York city with characters whose only fascination in life is to indulge

themselves in rich lifestyle provided by their respective parents in a world full of responsibility and uncertainty served to study the extravagance of the upper class society.

The novel accentuates the themes of self-absorption and deterioration in great aspect. Self- absorption implies the idea of obsession, preoccupation or nature of selfishness. The term has negative connotation as a part of personality trait. When people think only about themselves at greater degree, they idealize themselves as perfect leading them to disregard the surroundings and the living people around them. Self-absorption leads people to neglect and ignore the welfare of others. Their self-invested interests overweigh the wellbeing and profitability of others. They never exhibit the feeling of generosity, of understanding and of making efforts to comprehend people's situations or ideas. Extreme absorption contributes indirectly to one's own failure in various facets of life. It undermines chances for one's progression. Fitzgerald's characters Antony and Gloria are such people filled with extreme selfishness and self-seeking personality. Anthony never seems to change his designated arrogant self throughout his life. Gloria seems to put forth her beauty as the determiner and mechanism for achieving everything that comes her way.

Deterioration, therefore, happens in the lives of Fitzgerald's characters. Here, deterioration implies the process of becoming gradually worse as a result of certain inculcated or inborn weaknesses which the characters neither realize nor bother to change for their own betterment. This deterioration manifests itself in the physical, emotional and mental breakdown of the characters as seen vividly through scenes of alcohol indulgence and decadent lifestyle. The climax of deterioration is seen when Anthony is at the age of thirty-two, with his ill health accompanied by madness and a broken heart unable to realize the true meaning of his life. The relationship between the couple declines and undergoes a total breakdown of communication. These mental, physical and emotional turmoils that the character develops in the novel is caused by the unnerving vice of self-absorption. Thus, the thematic elements of self-absorption and deterioration in The Beautiful and Damned form the core basis of discussion.

Anthony Patch, the grandson of Adam J. Patch and husband to beautiful Gloria, is described in the novel "not a portrait of man but a distinct and dynamic personality, opinionated, contemptuous, functioning from within outward" (Fitzgerald 11). A Harvard educated man with a penchant for literature and writing being his ambition, Anthony is the

যক্ষের কুশলবার্তা পরিবেশন করতে পারবে না। তথাপি প্রিয়তমার জীবন রক্ষার্থে অতিশয় চঞ্চল যক্ষ প্রেমান্ধ হয়ে চেতন ও অচেতনের মধ্যে ভেদ বুঝতে অক্ষম হল। কিন্তু যক্ষের মনে হয়েছে, দূতরূপে নিযুক্ত হওয়ার জন্য মেঘের যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। কারণ, পুষ্কর, আবর্তক প্রভৃতি অভিজাত বংশজাত ও দেবরাজের একান্ত মিত্ররূপে সে বহু প্রকার রূপ ধারণ করতে পারে। অন্যদিকে, মেঘ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেও যক্ষের মানসিক দুঃখ উপলব্ধি করেছে। বস্তুত, ভুবনবিদিত উচ্চবংশজাত, উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট কামনা পূর্ণ না-হলেও তা অধিক সম্মানের। কারণ, অধমের নিকট প্রাপ্তি অপেক্ষা উত্তমের নিকট প্রত্যাখ্যাত হওয়া শ্রেয়। অধমের দ্বারা কামনার পূরণ হলে সজ্জনের চিত্তে মলিনতা আশ্রয় করে। এইজন্য সর্বদা গুণীব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করাই বাঞ্ছনীয়।[৬] মেঘ আবার তাপিত প্রাণিগণের আশ্রয়স্থল। যক্ষপত্নী এবং যক্ষ উভয় ব্যক্তি বিরহ যন্ত্রণায় অতিশয় কাতর। ফলে যক্ষ এবং যক্ষপত্নীর তাপনাশক সেই মেঘই হল দুঃখ নিবারণের একমাত্র আশ্রয়ভূমি। যক্ষ পরাধীন বৃত্তি গ্রহণ করে আজ এই স্থলে উপনীত হয়েছে। কিন্তু মেঘ স্বাধীন বিচরণে সক্ষম। মেঘকে প্রত্যক্ষ করলে বিরহবিধুর পত্নীকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। ফলে, পরাধীন যক্ষের মনে হয়েছে, সুখের সঞ্চারক মেঘ অবশ্যই দৌত্যকর্মে সক্ষম হয়ে বিরহিনীর নিকট বিরহীর যন্ত্রণা লাঘব করবে।[৭]

কিন্তু মেঘ কোন সম্বন্ধবশত পরস্ত্রীর নিকট যক্ষের কুশল বার্তা পরিবেশন করবে? এইজন্য যক্ষ সামাজিকতা রক্ষার্থে মেঘকে নিজ পরিবারের সদস্য বলে মনে করে ভ্রাতৃজায়া শব্দটি উল্লেখ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মেঘ যক্ষপত্নীর সঙ্গে উন্মত্ত প্রলাপে মত্ত হলে যক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এইজন্য ভ্রাতৃজায়া শব্দটি ব্যবহার করে যক্ষ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছে। বস্তুত সামাজিক নীতির পরিমণ্ডলে যক্ষের এইরূপ মানসিক চিন্তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বর্ষার প্রারম্ভে উদিত সুকোমল নবীন মেঘ যক্ষের বিরহ যন্ত্রণার উপশমার্থে পথিমধ্যে বহু বিষয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে অবশেষে অলকায় উপনীত হবে। বহু উপভোগ্যবিষয়ও মেঘকে সুচারুরূপে সমৃদ্ধ করবে। আজ এই মেঘকে দর্শন করে সমস্ত বধূগণ আনন্দে আত্মহারা হবে। মেঘকে প্রত্যক্ষ করলে কোনো ব্যক্তি যেমন পত্নী থেকে বিযুক্ত হয়ে থাকে না তেমনই পত্নীরাও একাকিনী গৃহে থাকতে পারে না। পতিদের গৃহে ফিরে আসার কথা অবগত হয়ে বধূগণ চক্ষুদ্বয়ে পতিত কেশরাশি অপসারণ করে মেঘকে আনন্দ ভরে প্রত্যক্ষ করবে। পতি প্রবাসে থাকলে পত্নীরা তাদের রমনীয় সজ্জা পরিত্যাগ করে এলোচুলে বা একবেণী হয়ে কালাতিপাত করে। কিন্তু বর্ষার আগমনে পতির কথা চিন্তা করে রমনীগণ পুনরায় রমণীয় সাজে সুসজ্জিতা হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে যক্ষ আজ নিতান্তই একাকী থাকতে বাধ্য হয়েছে। নব মেঘমালার সঞ্চারে উচ্ছ্বসিত দম্পতিগণ একত্র কালযাপন করলেও যক্ষপত্নী পতিবিহীনা হয়ে বহুদূরে একাকী কালাতিপাত করছে। একমাত্র মেঘই এই দূরবস্থা থেকে যক্ষপত্নীকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং সন্তপ্ত ব্যক্তির শরণরূপ মেঘ যক্ষকে মানসিক শান্তি প্রদান করবে।

যক্ষও মেঘকে শুভমুহূর্তে বিদায় জানাতে আগ্রহী হল। মেঘ যক্ষের হৃদয়ে শান্তিপ্রদানার্থে

সরোবরে পরিপূর্ণ শান্তপদ আশ্রম অতীব মনোরম। রামগিরি পর্বতে ঋষির এইরূপ বিজন আশ্রমের ছায়াপ্রধান তরুমূলে বাস করলেও পত্নীবিরহী যক্ষের উন্মাদ হৃদয় মানসিক স্বস্তি লাভ করল না। এমনকি জানকীর অঙ্গস্পর্শে পূত জলাশয়ও প্রিয়াবিরহী যক্ষের হৃদয়কে শান্তি দিতে পারল না।[২] স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে সৌম্যকান্তি যক্ষ আজ প্রিয়াবিরহে শীর্ণ হয়েছে। তার হস্তদ্বয় থেকে স্বর্ণনির্মিত বালা স্খলিত হওয়ায় মণিবন্ধ শূন্য হয়েছে। অতিশয় দৈন্যরূপে পত্নীর বিরহযন্ত্রণা ভোগ করে হৃতগৌরব যক্ষ অসীম কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। বস্তুত, চেতন ও অচেতনের মধ্যে বোধশূন্য সেই যক্ষ যেন এক অসহায় অবয়বমাত্র। নির্বাসিত অবস্থার অষ্টম মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আষাঢ়ের প্রথম দিবস সমায়াত হল। সেই মহিমাবিহীন যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবীন মেঘের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে প্রিয়তমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুতীব্র বাসনায় আশান্বিত হল। অভিশপ্ত যক্ষ রামগিরি পর্বতে কালাতিপাত করলেও মানসিক ভাবে কিন্তু অলকায় বাস করছে। আষাঢ়ের অনুপম পরিবেশে বিচিত্র আকার ও বর্ণসমৃদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা যেন বপ্রক্রীড়ায় মত্ত হস্তির আকার ধারণ করে অলৌকিক আনন্দে পর্বতের চূড়া আলিঙ্গন করছে।

বস্তুত, অতীব মধুররূপে প্রতিভাত মেঘের দর্শনে সুখী মনুষ্যও ভাবান্তরিত হয়।[৩] ফলে বিরহী জনের ভাবান্তর তো অতিশয় সঙ্গত। বিরহীর চিত্তে প্রিয়াজনিত বহু দুশ্চিন্তা জাগরিত হয়। প্রিয়ার সঙ্গে মানসিক মিলনই বিরহীর একমাত্র লক্ষ্য। পত্নীর বিরহজনিত দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় আশান্বিত হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কামী যক্ষ কামনার উদ্দীপক মেঘকে দূতরূপে নিযুক্ত করতে সচেষ্ট হল। অচেতন মেঘ বার্তাবহনে অক্ষম হলেও প্রিয়তমার সঙ্গাভিলাষী যক্ষ সার্বিকভাবে তা অনুধাবন করতে অসমর্থ হল। বস্তুত প্রেমান্ধ ব্যক্তি চেতন বা অচেতন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই তার প্রিয়তমাকে প্রত্যক্ষ করে। প্রেমিকের নিকট পৃথিবীর সকল বস্তুই যেন প্রিয়তমাময়। ফলে, যক্ষ সহজাতরূপে প্রেমান্ধ হয়ে মেঘকেই প্রিয়তমার প্রতি সংবাদবাহক বলে মনে করেছে। বস্তুত, কামার্ত ব্যক্তি সর্বদাই প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই নিজের প্রিয়তমার সন্ধান করে থাকে।[৪]

পক্ষান্তরে, প্রিয়তমার প্রাণরক্ষার জন্য যক্ষের অকৃত্রিম প্রয়াস লক্ষিত হয়। যক্ষপত্নী দীর্ঘদিন পতির কুশল সংবাদ থেকে বঞ্চিত। ফলে অতি ঘন এই বর্ষায় পতির সংবাদের অভাবে যক্ষপ্রিয়া যেন সংশায়িতপ্রাণা হয়েছে। এই চিন্তায় ভাবিত হয়ে যক্ষ নিজের কুশল বার্তা প্রেরণ করতে তৎপর হল। যক্ষের কুশলবার্তা মৃতপ্রায় যক্ষপ্রিয়াকে প্রাণধারণ করতে সাহায্য করবে।[৫] এই বাসনাই যক্ষের চিত্তকে আশাবদ্ধ করেছে।

যক্ষ নিজ সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্যে সুমিষ্ট শব্দ ও অর্থে বিভূষিত বাক্যের দ্বারা মেঘকে বিবিধ বাক্যজালে অনুনয় করেছে। কিন্তু মেঘমালা কেন যক্ষবধূর নিকট যক্ষের কুশল সংবাদ পরিবেশন করবে? এই কথা ভেবে যক্ষ পর্বতজাত মল্লিকাপুষ্পের অর্ঘ্য সুসজ্জিত করে অতিশয় বিনীতভাবে নব মেঘমালাকে আহ্বান করল। কিন্তু প্রশ্ন হল, মেঘ তো বিভিন্ন পার্থিব বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্ট অচেতন পদার্থ। ফলে ইন্দ্রিয়বিহীন মেঘ তো ইন্দ্রিয়বান মনুষ্যের মতো

expected heir of his rich grandfather. In the novel, Anthony possesses a rather unattractive and awful personality that serves to be the cause of his downfall. *The Beautiful and Damned* is indicative of the perils of human selfishness and gives direction to the readers in way of understanding its gradual effect. In this sense, self-absorption is the main focus. This theme is observed and contradicted with ideas such as self-improvisation, self-awareness and self- realization.

In the novel, Anthony relies on his inheritance. He is idly bored, lacks passion and thinks highly of himself. In this sense, we can get a picture that the protagonist is highly absorbed in his own way of life. Besides ranting about himself, he is a failure in the eyes of his grandfather, friends and readers. In terms of profession, Anthony aspires to be a writer, "it seemed to me that perhaps I'm best qualified to write" (Fitzgerald 21). Even then, he never tries his hand in the pursuit of writing. His friend Richard Caramel, in contrast, becomes successful with his book *The Demon Lover* establishing himself as self made novelist. He represents the self-improved part of contradiction as opposed to self-absorbed representation like Anthony. Writing is the only thing that interested Anthony since his childhood days. If only Anthony had the zeal to do great things in life, to improvise his livelihood, he could have accomplished so much for himself. Extreme confidence in his entitlement and obsession overtook his life. We see that he is unaware of it. He is confined in his own idea of perfection. Thus, there is nothing to amend Anthony's absorption. This is also a personality trait which developed as a result of some circumstances in his life. For example, Anthony's self-absorption is caused partly due to his tragic life situations which he encountered during his childhood years. In the novel, Anthony was lonely as a child with death of his parents and his grandmother. He had not many friends during learning years. His only coping distraction was reading which he cherished and aspired each day, "He read until he was tired and often fell asleep with the lights still on." (Fitzgerald 14). Travelling gave him peace and made him less lonely. "He found in himself a growing horror and loneliness. The idea of eating alone frightened him; in preference he dined often with men he detested. Travel which had once charmed him seemed at length unendurable." (Fitzgerald 52). So these personal happenings or experiences in Anthony's life might have led to his nature of selfishness. At certain degree, Anthony survived things all alone. His loneliness and his inability to make friends was his pain. At all cost, he got accustomed

to his surroundings. He trusted himself entirely that somehow he could not break free from it. Eventually it became his weakness which he never knew would bring him down to bottom. He lacked in many aspects of his life. As a husband, he failed to secure security and love to his wife. He brought sadness and disappointment to his grandfather. His career as a writer did not happen for he lacked passion. Gloria Gilbert is no better than Anthony who is equally self-absorbed and selfish. In the novel, she always tries her best to get herself everything she wants. Beauty is the precursor of every action she initiates, she believes in her beauty and does nothing in her life. Gloria stands in relation to Anthony who both believe in themselves too much.

Self-absorption is accompanied with inability to accept one's own limitations and vulnerability. Gloria Gilbert is the woman who hates being restrained and disciplined, "I detest reformers, especially the sort who try to reform me" (Fitzgerald 55). She is the accurate picture of a true manipulator who does nothing but feeds on everything that comes her way, through her superficial yet desirable beauty which men finds it irresistible and a source of joy, "the most celebrated and sought- after young beauty in the country" (Fitzgerald 72). She is never seen working hard in life. She is a parasite feeding on her husband's wealth. Gloria hails from upper class society with a wild reputation within her circles and has the audacity to amass a number of rich male friends whom she treasures. From her young age, she enjoyed security and care from her parents, she was born with every luxury any human girl wished to have. Shopping, partying, indoor tanning and entertainment were her hobbies. Self-indulgence kept her alive. With such upbringing, Gloria made her beauty, her appearance the ultimate asset through which everything involving "survival" "success" "reputation" functioned and achieved. She took Anthony as her husband mainly because of two distinctive reasons: firstly, she loved Anthony. She had delicacy of heart that made Anthony her priority despite infidelity on part of her husband. Secondly, she was attracted by the entitlement and economic security of Anthony and in this relation, through her desirable beauty she won the heart and eyes of Anthony. Their passionate affair leads to their premature anticipation of marriage. It is her beauty that gives her a sense of superiority complex. The feeling that she is greater or more important, more valuable or more skillful paves the way to self-absorption. Her dream to be an actress goes in vain when she idles her time away, doing nothing but fully engrossed in her own self.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 93–89

God : A Reflection of Sweet Separation

Sankar Chatterjee
Associate Professor, P.G Department of Sanskrit
ABN Seal College, Coochbehar, WB
Email : srisankarbnseal@gmail.com/srisankarchatterjee@gmail.com

Abstract : *Once a demigod accursed by the Lord was exiled into the hills of Ramgiri in the Deccan. Deprived of union with his beloved, doubled with the onset of monsoon, the accursed god pined for union that compelled him a send the cloud to his consort as an emissary. The cloud born or aristocratic family now serves as saviour of the oppressed soul. It brings message from the exiled god to its beloved and passes message from her to the god, thus mitigating the latter's pains and sufferings rising out of separation. Wind blowing in the monsoon helps the cloud in its journey to the beloved of the accursed god, and now the fod feels certain that with the help of cloud it will unite again with the beloved.*

Key words : *God, beloved, cloud, separation, monsoon.*

কশ্চিৎ যক্ষ : সুললিত বিরহের প্রতিচ্ছবি

কুবের ধরিত্রীর সমুদায় ধনসম্পদের অধিকারী। সেই কুবেরগৃহে অনুচররূপে কোনো এক যক্ষ প্রভুতুল্য গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে পরম আনন্দে বাস করত। একদিন ধনরাজ কুবের তাঁর স্বর্ণোৎপলের উদ্যান পরিচর্যার জন্য অনুচর যক্ষকে নিয়োগ করলেন। কিন্তু যক্ষ সদ্য বিবাহহেতু পত্নীচিন্তায় অতিশয় বিভোর হয়ে কর্তব্য কর্মে অবহেলা করল। ফলে কুবের যক্ষের এইরূপ অনভিপ্রেত আচরণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত করলেন।[১] দণ্ডিত ও নির্বাসিত, হৃতগৌরব যক্ষ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসে আপ্লুত হয়ে রামগিরির বিজন আশ্রমে আশ্রমে কালাতিপাত করতে লাগল।

রামগিরি পর্বত অতীব মহিমান্বিত। রাম ও সীতার স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যময় আশ্রমসমূহ ছায়াবহুল বৃক্ষসমন্বিত। পক্ষান্তরে, আবার মানসিক শান্তির উত্তম আধারস্বরূপ। নদী, নির্ঝর ও

caulture concept', Migration Concept জন সমষ্টিক এখন এখন দেশক শংকিত যে কৰিছে 'Nativist' ৰ জৰিয়তে সেয়াও স্পষ্ট। সেই ক্ষেত্ৰত অধিক অধ্যয়নে 'Nativism' ৰ আন আন দিশো যে স্পষ্ট কৰিব তাক নুই কৰিব নোৱাৰি।

গ্ৰন্থপঞ্জী :

১) Anbinder, Tyler : Nativism & Slavery, OUP, 1994

২) Chomsky, N. : Review of Verbal behaviour by B.F. Skinner. Language, 35, 26-57, 1959.

৩) Denvir, Dainel : All-American Nativism : How the Bipartisan war on Immigrants Explains politics as we know It, UK, 6 meard street, London, 2020.

৪) Nemade, Bhalchandra : Nativism (Desivad), Indian Institute of Advanced Study Shimla, 2009

৫) গোস্বামী, ত্ৰৈলোক্য নাথ : নন্দন তত্ত্ব, প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য, বাণী প্ৰকাশ, পানবাজাৰ, গুৱাহাটী, ২০০৬

Gloria and Anthony are individuals who care little for each other. The couple is seen fighting and plotting ways to win respectively. Deep, worthy conversations are never done. The reader observes that both characters try their best to have their way around. Their absorption breaks their relationship and sanity. Later in the novel, Anthony resumes an affair with woman named Dorothy Raycroft when he undergoes training for the war. This infidelity ensued due to the fact that they could not afford to care for each other. Regardless of their effort to save it, their uncompromising nature leads them to flee apart. Each day they became more and more absorbed and more broken. Nevertheless, they turned to excess drinking, partying and travelling so as to forget their depressing life. They felt empty inside and out. When Anthony's grandfather visited one of their lavish parties, he disinherited Anthony, being unable to contain his disappointment at his grandson's meaningless life and mannerisms. This disinheritance leads Anthony and Gloria sip into deterioration. Their mental and emotional state became worse. They lost interest in life activities, health worsened and depression kicked in.

Physical deterioration can be seen when Anthony slides into heavy drinking, "you smell of whiskey" (Fitzgerald 362). In Book III, Anthony's intoxication worsens, "he's been sitting here all day drinking" (Fitzgerald 337). He becomes physically weak. His body experiences constant shivering and premature aging. By the age of thirty two, Anthony has forgotten to look over his health which could be a result process of attachment to wealth and greed. Deterioration of physicality is just a part when in comparison with the emotional and mental turmoil experienced by the characters in the novel.

Emotional or mental stability plays an important role in a person's life. In The Beautiful and Damned we see that emotional instability is a theme that cannot be avoided. Right after disinheritance, Anthony and Gloria embark on a journey of insanity and depression. Both of them equally suffer from restlessness and uncertainty accompanied by inability to maintain their mental health. In first part of the novel, Anthony experiences poor emotional support during his childhood days when he lost his parents. Somehow he survives the growing phase. Later in life, he fails to succeed and turns to alcohol addiction. The choice to live a contended life was given to Anthony. However, he made the wrong decision. Instead of amending his self-absorbed nature and mannerisms, he destroyed himself. We cannot help but blame the character for his mistake.

Therefore, comes the ultimate mental breakdown of Anthony, "his mind was a bleak and disordered wreck" (Fitzgerald 333). Winning the court case and inheriting huge sum of money was too late for Anthony to enjoy his life. This is indicative of the fact that wealth, pleasures or money are never the answer to one's happiness. Anthony even sees his other former lover Dot in his apartment door and becomes totally insane, "there was madness in his eyes" (Fitzgerald 364). The novel does not give us the exact statement whether Dot actually came to meet Anthony and asked him to start their relationship over again. This could be an indication that Anthony has become mad and irrational. He becomes paranoid and mentally instable. So he sees his former lover right in front of him and feels threatened. He is insecure of his past infidelity. It is his madness that makes him see Dot as if she really came. The scene brings the conclusion that his mental state is serious. His emotions have been totally affected. He becomes a pathetic character who needs love. When he screams to Dot saying he will kill her, "if you don't get out, I'll kill you" (Fitzgerald 364), Anthony's rage, his broken heart, his cry and his life becomes unexpectedly dark and gloomy. The world never remains the same for Anthony. His state of mind changed completely as a result of being preoccupied and incorrigible.

Emotional instability is best expressed through the predicament of Gloria's life. Gloria undergoes deep emotional stress and decline especially when her husband could not afford to handle himself. She questioned her plight and felt embarrassed by her life situation. Gradually she transformed from being a wild, energetic and high-spirited young beauty to sad, weak and suffering individual. As a wife whose husband is no longer sane, life became miserable and unbearable. In the midst of such turmoil, she also lost the will to console her friends for guidance and love. The more she hid herself, the more she felt lonely and pitiful, "she wondered if there were tears of self-pity" (Fitzgerald 339). Deep inside, Gloria longed for assistance and support. She could not show it to anyone except the readers. This emotional breakdown made the characters realize the fact that they have become nothing but some dejected, sorrowful and depressed individuals who have failed at every aspect of life.

Conclusion

The theme of deterioration and self-absorption is taken into discussion by looking into the lives of lead characters. Preoccupation with oneself as a personality trait undermined many great things in life

প্রটেক্টিভ্ এচচিয়েচন (APA-1880-1890), নেটিভ্ আমেৰিকান ৰিপাব্লিকান পার্টি, The KKK-1920 (for reaction and hostility towards African, Americans, Immigrants, Jews and Catholics) ৰ অনেক প্রেক্ষাপট নেটিভিজিমৰ লগত ওতঃপ্রোত সম্পর্কিত বিষয়। আনকি অনুপ্রৱেশৰ দ্বাৰা যে দেশৰ দেশীয়ত্বত ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে, হয় তাৰ প্রমাণো বিশ্বৰ অনেক দেশত প্রত্যক্ষিত। দেশীয় আৰু বহিঃআগ্রাসনৰ মাজৰ দ্বন্দ্বত এটা পর্যায়ত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপো অনিবার্য হৈ পৰা দেখা যায়। যাৰ ফলত 'Immigration Quotas' (Emergency Quota Act-1921, USA Immigration Act-1924) ৰ অথবা Removal Act (যেনে: Indian Removal Act)ৰ পৰিবেশো সূচনা হোৱা প্রত্যক্ষিত।

এখন দেশৰ 'Nativist' সকলে যাৰ বাবে অস্তিত্ব বিলোপনৰ উপায়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্রবল আন্দোলন, প্লে-কার্ড প্রদর্শন, শ্লোগান আদিও বিশ্বত প্রদর্শন কৰি আহিছে। যেনে: 'Build the Wall', 'Take our Country Back;, 'Immigrants Out', 'Stay away stay out', Foreigners Go Home, 'Close the Border Now' ইত্যাদি। লগতে এই বুলিও নির্দেশিত— 'History Marches on, Nativism Marches in place', গতিকে নেটিভিজিমৰ আধাৰতে প্রদর্শিত—

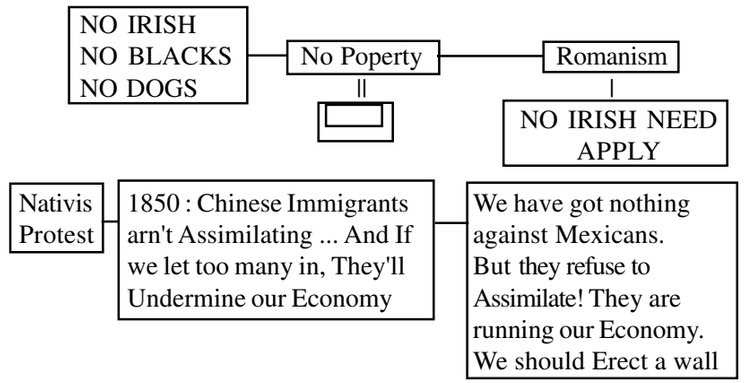

এনে অনেক বিচাৰধাৰা নেটিভিজিমৰ আধাৰত প্ররাহিত। যি সমগ্র বিশ্বতে কালক্রমিক ধাৰাত স্পষ্ট হৈছে।

৬.০ উপসংহাৰ

সাধাৰণতে দেশীবাদী আন্দোলন সমগ্র বিশ্বতে কম বেছি মাত্রাত এনেদৰে পৰিলক্ষিত। কিন্তু আধুনিক বিশ্বত ইয়াৰ গুৰুত্ব কিমান পর্যায়লৈ, সেয়াও অধ্যয়নৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আনহাতে Nativism নহলেও যে এখন দেশত দেশীয় ঐতিহ্যৰ প্রত্যাহ্বান হ'ব পাৰে তাৰ স্বৰূপ লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। ইফালে 'Neo-liberalism concept আদিয়েও 'Indigenous' 'Globalized

মনত কেতবোৰ উপাদান অন্তর্নিহিত হৈ থাকে। কার্যতঃ এটা 'Priori' (Justification, knowledge, exist independently from experience) পদ্ধতিত জন্মৰ পৰাই সময় আৰু উত্তৰাধিকাৰীসূত্রে অভিজ্ঞতা লাভ কৰে। দেশীবাদী দৃষ্টিকোণ তদ্রুপ অতীত সাহিত্য, ঐতিহ্য, ৰাজনৈতিক দর্শন, সাংস্কৃতিক দর্শক ইত্যাদিৰ পৰাই বহুক্ষেত্রত উদ্ভূত। অন্তর্হিত 'Objects in innate' ৰ দৰে।

এনে অনেক প্রসঙ্গতেই 'Psychological Nativism' জৰিত হৈ থাকে। চাইক'লজিকেল নেটিভিজিমৰ ধাৰণাতো 'Certain skills or abilities are Native' হিচাপে পৰিলক্ষিত। ই ব্লেংক্ শ্লেট্ (Tabula Rasa Theory)ৰ দৰে। উপাদান মেণ্টেল্ কণ্টেণ্টত চৌপাশিক পৰিবেশৰ পৰা আহে (all knowledge comes from experience or perception।) Innatism দর্শনেও মানৰ মন — Born with Ideas বুলি দেখুৱাইছে। ইন্নেটিজিম্ মতবাদৰ মতে অৱশ্যে 'Mind is not a blank slate'. অর্থাৎ তেনে ধাৰণাত knowledge is gained from experience and the senses হিচাপে উপলব্ধ। ইন্ নেটিজিম আৰু নেটিভিজিম্ দুয়োটাই সেইক্ষেত্রত আভ্যন্তৰিণ মনস্তত্ত্ব আৰু এখন দেশৰ মানুহৰ মনস্তত্ত্বক বোধ্যামো কৰোৱায়। ব্যক্তিৰ যেনেদৰে —নিজা ধাৰণা থাকে তদ্রুপ এখন দেশতো নিজা ধাৰণা ভাষা-সাহিত্য, দর্শনাদিত নিহিত হৈ থাকে। দেশীবাদে (Nativism) এনে অনেক উপাদান (Elements)ক লৈয়ে স্তৰে স্তৰে আগবাঢ়ে। ইয়াৰ বিষয় নিষ্ঠতাত (Subjective) নেটিভ্ প্রিজার্ভিং (Native product and preserve) য়ে মূলত প্রাধান্য পায়। বিশ্বসম্প্রদায় (World community) অদ্যপি বহুলভাৱে Heo-liberal culture ৰ প্রতি ঢালখোৱা। তদুপৰি একবিংশ শতিকাত বিজ্ঞান আৰু প্রযুক্তিবিদ্যাই এটা Globalize culture সহজে বিশ্বমানসত সহজে উপস্থাপন কৰাইছে। গতিকে এখন দেশত tribal perspective ৰ পৰা Non-Tribal perspective অলৈ সমুদায় ভাৱত মানুহ ক্রমশ দেশীবাদী (Nativist) হৈছে। ফলশ্রুতিত দেশীবাদী (Nativism) আন্দোলনৰ প্রভাৱ পৰিছে।

বিশ্বৰ অন্যান্য দেশৰ দৰে ভাৱতবর্ষতো হেৰুওৱাৰ ভয়ত বা বর্হিপ্রকাশৰ আগ্রহত এফালে Nativism আৰু আনফালে Neo-liberalism ৰ চিত্রপট পৰিলক্ষিত হৈছে। স্বকীয় প্রাচীন ঐতিহ্যক উন্মীলনৰ অর্থে দেশীবাদী (being Nativist) চিন্তাৰ উদ্রেক ঘটিছে। প্রতিখন দেশে কেতবোৰ ধ্যান-ধাৰণা (thoughts, Languages, culture, beliet, Identity etc.) মডার্নিজমক সংৰোপন কৰিছে। ঔপনিবেশিক ফালৰ আধুনিকতা (Clonical Modernity), খিলঞ্জীয়া জনসমষ্টিৰ আধুনিকীকৰণ (Indigenous Modernity) বা অন্য প্রভাৱিত (Influence of other kind of Modernity) ভাৱধাৰত নেটিভিজিম্য়ে উত্থান লভিছে। সেইক্ষেত্রত নেটিভিজিমৰ লগত 'Subset' হিচাপে 'Regionalism' বা 'Regional Identify' য়েও ক্রিয়া কৰিছে। তদুপৰি 'Immigration' and 'Nativism', old Immigration and New Immigration, ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা, 'Know-Nothing party' (A political party formed due to Nativism), Chinese exclusion Act-1882, আমেৰিকান

contributing to failure, blocking the ways for self improvement and success. Accompanied by such vice, characters venture into a journey of deterioration physically, emotionally and mentally. In part of Anthony, he becomes a total failure resulting in addiction and insanity. He is incompatible even with his fellow friends for they are more successful and prosperous. Life becomes equally miserable and inadequate for Gloria. Being equally absorbed in her own beauty, she experiences a new phase in life filled with pain, sorrow and failure. Her emotions collapse when her husband no longer acts like before. The extramarital affair of Anthony is also indicative of their lives falling apart. The potent source of all are rooted in their vice of self-absorption. ▸▸

Works Cited

Bruccoli, Matthew. *F.Scott Fitzgerald: A Life in Letters.* Scribner, 1994.

Fitzgerald, F.Scott. *The Beautiful and Damned.* Fingerprint Classics, 2018.

O'Connor, William Van, editor. *Seven American Novelists*. U of Minnesota P, 2000.

Prigozy, Ruth, editor. *The Cambridge Campanion to F.Scott Fitzgerald.* Oxford UP, 2002.

Seltzer, Leon F. *Self- absorption: The Root of All Psychological Evil.* 2016. Psychology Today, https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/201608/self-absorption-the-root-all-psychological-evil. Accessed on 10 December, 2019.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 57–64

Sexuality as a Central Tool for Male Dominance and Female Submission in Kamala Das's poem "An Introduction"

Niya Kent
M.Phil Scholar
Nagaland University, Kohima Campus
Meriema- 797004

Abstract: *The concept of sexuality is very complex as it entails the choices of both the sexes. More often than not a woman becomes the victim of her own sexuality. To be precise, patriarchy has always affected women in almost all spheres of their life. It is this very concept that gives birth to the idea of male dominance and female submission/subjugation. Gender inequality has created gaps and formed a mediocre and insignificant mentality towards women. They are considered inferior as opposed to their male counterparts on the basis of their biological differences. It is difficult for a woman to embrace sexuality in a society that views her as an inferior gender. This paper will study Kamala Das's poem An Introduction to identify the areas where women are considered inferior and at the same time substantiate how sexuality becomes a central tool in the perpetuation of male dominance and female submission. The paper will also attempt to understand the views of the poet from a feminist perspective and her response to a society that considers women to be the second sex. Kamala Das is known for her fearless venture into controversial issues which are prevalent in the society. An Introduction is one such poem which talks about the concept of sexuality, of love, and of society's rigid patriarchal ways. Das aptly touches on these concerns keeping in mind the vulnerability of a woman and the difficulties that society thrusts on her for being the weaker sex. Female sexuality is explored extensively*

উৎসাহিত কৰা ক্ষেত্ৰত বা নেটিভিজিমৰ পৰিসৰলৈ ঠেলি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনে আন দিশসমূহো দায়ী, যিয়ে ইতিমধ্যেই Nativism য়ে বিচৰা পৰম্পৰাগত জীৱন-পদ্ধতি, চিন্তা-ভাৱনা, ঐতিহ্য-যোগাযোগক যুগসাপেক্ষ পৰিবৰ্ত্তন ঘটাইছে। তদুপৰি প্ৰভাৱজনিত বিষয়সমূহ নিম্নোক্ত চিত্ৰৰেও বুজাব পাৰি।

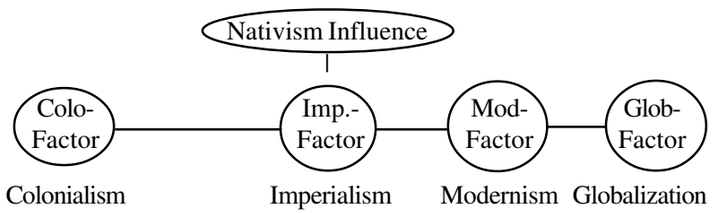

সাধাৰণতে 'Nativism' ইতিহাসৰ বিভিন্ন সময়ত এনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবোৰে দেশীবাদী সকলক ভবাই তুলিছে। কেৱল সেয়াই নহয়। নিৰ্দ্ধাৰিত জনসমষ্টিটোৰ ঐতিহাসিক বিশিষ্টতাও যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। এনেবোৰ প্ৰত্যাহ্বাৰ কাৰণেই আমেৰিকাত ১৮৩৫-৪৫ চন মানত নেটিভিজম্ চিন্তাধাৰাৰ জন্ম হৈছিল। আৰু ১৯২০ চন মানত নেটিভিজিম্ (Nativism)ৰ নতুন টো এটা সমগ্ৰ আমেৰিকাতে প্ৰৰাহিত হৈছিল। লগতে এনে আন্দোলনৰ ফলাফলৰ এটা অংশ হিচাপে ১৯২৪ চনত Immigration Act প্ৰকাশ হৈছিল। কাৰণ এনে সমস্যা বিশ্বত আছিল ঐতিহাসিক। Mark Lo ৰ মতে এনে 'Nativism has been going on since the beginning of humanity, its always a big issue around the world.'

দেশবাদী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰকাশ ঘটাৰ লগে লগে অনুপ্ৰবেশকাৰীসকলৰ চিন্তাৰ বিষয়ো কিছু সলনি হ'ল। তেওঁলোকে Second citizen হিচাপে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগা হ'ল। তেওঁলোকে এইটোও শিকিলে — 'Immigrants need to learn that their place is AFTER native born citizens! and illegals do not have a place except either acros the border' (Hicholas Parker).

বিশাল সমস্যা আৰু পৰিসৰৰ এনে নেটভিজিম্ চিন্তাধাৰাই বিভিন্ন চিন্তাবিদৰ মনত নতুনকৈও ৰূপ পাইছিল। যেনে : Psychological Nativism। Psychological Nativism অত 'Native' আৰু 'Innate' হিচাপে কেতবোৰ নিশ্চিত দক্ষতা আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিল। Immanuel Kant (1724-1804) আদিও এটা নিশ্চিত 'Domain' অত সোমাই পৰিল। তেওঁ এইক্ষেত্ৰত নিজৰ 'Critique of pure Reason' ত যুক্তিসহকাৰে দৰ্শাইছিল যে মানৱ

(Communication) (ঘ) পৰিবেশ (Environment) (ঙ) সংস্কৃতি (Culture) ইত্যাদি প্ৰধান প্ৰধান বিষয়বোৰ। ইয়াৰ ভিতৰত 'Technology' ৰ গভীৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু জনসাধাৰণৰ ইয়াত প্ৰৱেশে সন্দেহাতীতভাৱে বিশ্বৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ (Cultural Zones)ৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে। তদুপৰি নব্য-উদাৰতাবাদী অৰ্থনীতিয়ে (Neoliberal Economy) যথেষ্ট সফলতাপূৰ্বক ভাৱে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহ উৎপাদন কৰি (Cultural Products) বাণিজ্যিকিকৰণ কৰাত বিশ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ সম্ভৱ হৈছে। ফলস্বৰূপে Native উপাদান বিতৰ্কৰ আওঁতাত (কিছুপৰিমানে) সোমাই পৰিছে।

কিন্তু হ'লেও Nativism ৰ প্ৰাসঙ্গিকতা আছে। কিয়নো বিশ্বৰ সকলো দেশ সকলো অংশই Globalisation ৰ গহ্বৰত সোমাই পৰা নাই। সেইবোৰে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ গভীৰ প্ৰভাৱক সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে। কিয়নো তাৰ মাজতো (Immense Technology growth) থলুৱা লোক, সম্প্ৰদায় আৰু সংস্কৃতিয়ে পৰম্পৰাৰ আধাৰত উজ্জীৱীত (Survive) হৈ আছে। নেটিভিজম্‌ৰ সেইবোৰ দিশে অতীতক লৈ (Eith pasts), অতীত সমৃদ্ধ মানুহ, পৰম্পৰাগত পদ্ধতি আৰু বিভিন্ন ৰূপসমূহক লৈ আগবাঢ়ে। অৱশ্যে ইয়াৰ কেতবোৰ দিশ পালিত (practice) নহ'লেও একো একোটা সংঘবদ্ধ সমষ্টিৰ মাজত, তেওঁলোকৰ মন-মস্তিষ্কত ক্ৰিয়া কৰি থাকে। অৱশ্যে এনে হ'লেও Globalisation আৰু Nativism দুটা বিৰুদ্ধ সংজ্ঞা নহয়। দুয়োটা মতবাদতেই উভয় আদৰ্শ আৰু উপস্থিতিক একাষাৰে অস্বীকাৰ কৰিবও নোৱাৰে। কিয়নো Globalisation য়ে বা ইয়াৰ কিছুমান নেটাভিজিম্‌ৰ উপাদান প্ৰচাৰত, সম্প্ৰসাৰণ, সংযোগ পৰিচিতিত সহায় কৰে। আনহাতে আকৌ 'Acculuration' বা গ্ৰহণ-বৰ্জন মানসিকতা উত্তোলনত অনুঘটকো হয়। গতিকে দুয়োফালৰ পৰাই দুয়োটাৰ উপস্থিতিত ধনাত্মক-ঋণাত্মক দিশ আছে।

সাধাৰণতে Nativism – ক) সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰ

খ) সাহিত্য ক্ষেত্ৰ আৰু

গ) ভাষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও বিচাৰ কৰি চাব পাৰি। এইক্ষেত্ৰত অৱশ্যে নেটিভিজিমক বুজিবলৈ দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ ইতিহাস, ঐতিহ্য তথা সাংস্কৃতিক বিৱৰ্তন, ভাষিক বিৱৰ্তন, সাহিত্যৰ বিবৰ্তনৰ বিভিন্ন ধাৰা ইত্যাদিক অনুধাৱন কৰিব লগা হয়। Nativism য়ে সেই ক্ষেত্ৰত তিনিটা দিশক স্পষ্ট কৰে। বিভিন্ন দেশীয় উপাদানৰ— ক) ঐতিহাসিক বিৱৰ্তন অৱলোকন (Historical Development) আৰু

খ) সাম্প্ৰতিক বা সমসাময়িক ধাৰা অৱলোকন (Contemporary Trends or current trends)

কাৰ্যতঃ এইবোৰৰ দ্বাৰা দেশীয়ত্বক মূল্যায়ন কৰি চাব পাৰি। দেশীয়ত্ব বা উপাদানৰ জন্ম (Nativity) অধিকভাৱে গুৰুত্ব বা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অৱশ্যে আধুনিক গোলকীকৰণে একমাত্ৰ শেষ জগৰীয়া বা দায়ী নহয়। তাৰ কাৰণে আন আন জ্ঞান মীমাংসীয় শক্তিবোৰো জগৰীয়া হৈ আছে। সাধাৰণতে এক নিৰ্দ্ধাৰিত সাংস্কৃতিক পদ্ধতিৰ নিৰ্ণয়ত (Locating the Nativity)

while portraying the consistent ways in which a woman is marginalised.

Keywords: *Gender, Marginalization, Patriarchy, Sex, Sexuality, Subjugation*

Kamala Das (31 March 1934 - 31 May 2009) is a major Indian English poet whose first collection of poetry addresses bold issues of love, betrayal, sexuality and the male dominated society.

Women's identity in any patriarchal society is determined by man where her gender role has always been demeaned. In a country like India, women suffer from a kind of identity crisis that gives birth to aversion for patriarchal ideology. N.V. Raveendran in his article "The Poems of Kamala Das: An Assessment" asserts that Kamala Das was more of a poet of moods rather than a poet of method and thus could express her will to write in a language which she felt close too. Kamala Das has been classified as a confessional poet and there is no doubt that her poems are accounts of intensely personal experiences. Her poetry speaks not only of her own personal anguish, but of her disgust and revolt against the dictates of male dominated society. Of all the women poets in India, Kamala Das was one of the pioneering poets who "utilized feminism as an instrument to unveil the normative values prevalent in phallocentric Indian society". (Bijender Singh 145,146) In her poem "An Introduction" Kamala Das addresses the issue of sexuality and how sex or gender equation determines the position of a man and a woman in a patriarchal society.

Shefali Moitra in her essay "The Sex/Gender System" points out that sex is something biological which is pre-given and natural while gender is socially constructed, culturally specific and historically produced. Sex is natural and constant while gender categorises an individual based on their sex and assigns specific roles based on the socially constructed idea of gender. Shefali Moitra states: "Gender is a cultural construct. Each culture imposes certain norms on the behaviour of men and women. These are prescriptions for appropriate behaviour. Like in most cultures ideally men are expected to be aggressive, assertive and brave among many other things and women are expected to be passive, receptive and caring." (Moitra 7)

It is, therefore, apparent that in a patriarchal society women are objectified and expected to feed the male ego through the act of their

submission that society deems appropriate. Kamala Das in her poem "An Introduction" boldly addresses such issues of sexuality and how the socially construct idea of male superiority affects the female psyche. The poem begins with the poet asserting how she can recite the names of those in power even though she knows nothing about politics. The fact that she mentions Nehru's name indicates that it was a man and not a woman who ruled the country after India got its independence.

I don't know politics but I know the names
Of those in power, and can repeat them like
Days of week, or names of months, beginning with Nehru.
(Summer in Calcutta, "An Introduction", Line 1-3)

Kamala Das started writing at an early age and would most often write in English. An artist should be given the choice to pursue his/her creativity in any way and in any language. However, friends, family and critics would tell her not to write in English because it was not her mother-tongue. The simple act of writing in a language of one's own choice should not be met with any objections and therefore the poet expresses her opinion through the following lines:

"…The language I speak,
Becomes mine, its distortions, its queernesses
All mine, mine alone.
…It voices my joys, my longings, my
Hopes, and it is useful to me as cawing
Is to crows or roaring to lions, it
Is human speech, the speech of the mind that is
Here and not there, a mind that sees and hears and
Is aware."
(Summer in Calcutta, "An Introduction", Line 11-21)

The above quoted lines imply that any language be it English or else does not have the capacity to communicate what she as a woman has endured from her childhood to adulthood. (Bijender Singh 150) These lines also suggest that just how much a society puts pressure on a woman even in her form of expression.Kamala Das boldly brushes away the obstructions that come in the form of outside opinions by choosing to exercise her voice in a manner most suitable to her.

A female experiences changes in her body with the onset of puberty and transforms her from a girl to a woman. A woman in a patriarchal society is viewed as an object of pleasure and confined to serving a man and the household. As far as the female sexuality is

২.০ গৱেষণাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য (Aims and Obective)

প্রস্তাৱিত গৱেষণাৰ জৰিয়তে Nativism ৰ উপাদান, বিষয়বস্তু, সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটত বহল প্রভাৱদি উলিয়াই অনাটোৱেই মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

৩.০ গৱেষণা ক্ষেত্র (Field of Research)

গৱেষণা পত্রিকাখনিত অধ্যয়নৰ ক্ষেত্র হিচাপে প্রাসঙ্গিক আন আন ক্ষেত্রলৈ নগৈ কেৱল দেশীবাদ (Nativism) অন্তর্গত মূল বিষয়লৈহে আগবঢ়া হৈছে।

৪.০ গৱেষণাৰ পৰিসৰ (Scope of Research)

প্রস্তাৱিত গৱেষণা পত্রখনিত আলোচনাৰ সুবিধার্থে কেৱল Nativism আৰু বিশ্বত ইয়াৰ প্রভাৱ দিশটোলৈহে লক্ষ্য ৰখা হৈছে। প্রতিখন দেশৰ দেশীবাদী সাহিত্য আৰু ধ্যান-ধাৰণাৰ দিশক প্রাসঙ্গিকভাৱে সংজ্ঞানতাৰ অধীনলৈ অনা হৈছে।

৫.০ বিষয়বস্তুৰ বিশ্লেষণ

নেটিভিজম্ হ'ল এক 'Policy' বা নীতি বা 'Strategy'। যিয়ে সদায় স্থায়ী বাসিন্দাসকল হকে মাত মাতে। এক অর্থত Nativism য়ে 'Opposite to Migrants' অর্থাৎ অনুপ্রৱেশকাৰীৰ বিৰোধিতা কৰে। তাৰ বিপৰীতে নিজৰ নিজৰ দেশীয় সংস্কৃতিক চিৰযুগমীয়া কৰিবলৈ যত্ন কৰে। এখন 'কলনাইজ্ড্ কাউণ্ট্রি'ত কিছুমান পূর্বসূৰী মতবাদ থাকে। যাক্ 'Doctrine' বুলি কোৱা হয়। এই 'Doctorine' ৰ আধাৰত কিছুমান পৰম্পৰাগত দক্ষতা আভ্যন্তৰিণ (Innate) ভাৱে কাম কৰি থাকে। যিবোৰ আন দেশৰ পৰা শিকা নহয়। যেনে : ভাৰতবর্ষত 'ৰামায়ণ', 'মহাভাৰত', 'বেদ', 'উপনিষদ', 'পুৰাণ', 'সংহিতা', 'আৰণ্যক' ইত্যাদি। এইবোৰ মার্গী বা ধ্রুপদী সাহিত্য। যিবোৰক 'High Value liteature বা Base literature in a colonised country বুলি অভিহিত কৰা হয়। সাধাৰণতে ঔপনিবেশীকৰণ বা 'colonised' হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইবোৰ মান-মূল্য কমি যাবলৈ ধৰে। চর্চা, অধ্যয়নাদি কমি যাবলৈ ধৰে। তাৰ ফলশ্রুতিতে 'নেটিভিজম্' য়ে ক্রিয়া কৰি উঠে।

সাধাৰণতে 'Nativism' সম্পন্ন হৈছে বিভিন্ন অভিধাৰাৰে। যেনে : Native, Nativilist আৰু Nativism। ইংৰাজীত যি অর্থত National, Nationalist, Nationalism; Modern, Modernist, Modernism; International, Internationalist, Internationalism অথবা Global, Globalism, Globalisation সম্পন্ন হৈছে, তদ্রুপ Nativsimও সম্পন্ন হৈছে।

সাধাৰণতে গোলকীকৰণৰ যুগত দেশীবাদ (দেশীয়তাবাদ) এক বিতর্কৰ বিষয়। কিয়নো এই যুগত পৃথিৱীখন এখন গাঁও। গতিকে আদান-প্রদানৰ প্রভাৱত কোনো সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক উপাদান (Cultural elements or literary elements) য়েই দেশীয়তা (Nativist)ত স্থিত হৈ থকা নাই। তা পৰিবর্ত্তে সকলো 'Global' বা বিশ্বায়ন হৈ পৰিছে। এই বিশ্বায়নত সহায় কৰিছে (ক) বিজ্ঞান (Science) (খ) প্রযুক্তি বিদ্যা (Technology) (গ) যোগাযোগ মাধ্যম

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 86–92

Nativism : A conceptual Framework

Jalin Chetia
Asst. Prof. Deptt. of Assamese, ADP College
Nagaon : Assam-782002

Abstract : *Nativism is a most often discussed concept in the contemporary period in most countries, this concept has attracted recently much attention while looking at social currents and cross-currents and also literature that discusses this concept. ..... in western countries the cocept offers a wide scope, in India the discussion has yet to reach such a height. Jyotirao Govindrao Phule, etc. are the farcurrenrs of this movement in India. This paper aims to discuss the concept of "Nativism" from a postcolonidal angle.*

Key words : *Nativism psychological Nativism, Regionalism, Globalization etc.*

নেটভিজম্ এক আলোচনা

১.০ অৱতৰণিকা (Introductation)

নেটিভিজম্ (Nativism) বিশ্ব এক বহল ধাৰণা। কিন্তু ইয়াৰ উত্থান-পতন ইতিহাসো নোহোৱা নহয়। বিশ্বত দেশীবাদৰ চিন্তা-চেতনাৰ লগত জৰিত ইতিহাস চালে বহুতে Photoকেই চূড়ান্ত দেশীবাদী হিচাপে বহুতে গণ্য কৰে কিন্তু দেশীবাদী চিন্তাৰ উন্মেষ ভাৰতবর্ষতো কম প্রাচীন নহয়। দেশীবাদী তত্ত্বৰ উত্থান প্রাচ্য ভাৰতবর্ষৰ পৰা পাশ্চাত্যৰ ক্ষেত্রটো সময়সাপেক্ষে পৰিলক্ষিত। অৱশ্যে সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটত দেশীবাদী তত্ত্বই বেছি সজীৱ হৈ উঠিছে। কার্যতঃ যিবোৰ কৃতিকর্মক কার্যতঃ প্রায় অৱহেলা কৰি অহা হৈছিল দেশীবাদে সেইবোৰ বিষয়বস্তু, ধ্রুপদী সাহিত্য-সমালোচনা, দর্শন, চিন্তাধাৰাৰ ইত্যাদিক লৈয়েই সমুখসমৰত অৱস্থান গ্রহণ কৰিছেহি। ভাষাৰ ক্ষেত্রটো প্রাচীন ভাৰতত পাণিণি (শব্দশাসনম্), তত্ত্ব, পাশ্চাত্যৰ ভাষাচর্চাক আধুনিক ক্ষেত্রত Nowm Chomsky ইত্যাদি দেশীবাদী আলোচনাৰ অন্তর্ভুক্ত হৈ পৰাটো লক্ষণীয়।

concerned, she remains a submissive with no choice whatsoever. Simone De Beauvoir in his book "The Second Sex" argues: She is defined and differentiated with reference to man and not he with reference to her; she is the incidental, the inessential as opposed to the essential. He is the Subject, he is the Absolute - she is the Other. (Simone De Beauvoir xviii)

The general assumption that exists categorises man and woman into two separate spheres. A woman is expected to be nurturing and self-sacrificing. A man on the other hand receives the upper hand and with the concept of patriarchy that unceasingly operates, further deteriorates the position of a woman in the family as well as the society in general. A woman is always prone to be hurt because of her inferiority and patriarchy tends to exploit female sexuality. As far as the sexuality of a woman is concerned, she does not seem to enjoy it because she has always been categorised as an object of pleasure and a vessel for reproduction. It is therefore no wonder that a woman feels ashamed of her sexuality. To substantiate these statements, let us examine a few lines from the poem.

I was child, and later they
Told me I grew, for I became tall, my limbs
Swelled and one or two places sprouted hair.
When I asked for love, not knowing what else to ask
For, he drew a youth of sixteen into the
Bedroom and closed the door, He did not beat me
But my sad woman-body felt so beaten.
The weight of my breasts and womb crushed me.
I shrank Pitifully.
(Summer in Calcutta, "An Introduction" Line 24-32)

This experience seems to be a crucial one for the poet. It creates a wound in her psyche which never heals. In the above mentioned lines the words (for example, "beaten", "crushed", "shrank") are used so forcefully or with such telling effects that they tear into pieces the veil of conventional morality and social norms and customs by which women are always demeaned and subjugated. It leads, as we see in the above mentioned stanza, to immense self-loathing and attempts to escape from herself. (Bijender Singh 150)

The poet expresses the unpleasant experience of being married at the tender age of sixteen. Sixteen is an age where a girl comes to terms with the changes occurring in her body and at the same time

opens up possibilities to explore her sexuality. It is at this age that the poet is married to a man whom she does not love and thus the act of consummating their marriage only crushed her more. The poet refers to her body as a sad woman body that felt so beaten because when she asked for love this was not what she had bargained for. These lines indicate the exertion of male dominance over female sexuality. A woman is deprived of having to comfortably express her desires regarding her sexuality so much that the idea of a woman and her sexuality is not considered in the least. It is as though the female sexuality totally ceases to exist. This is why a woman does not enjoy her sexuality. Instead, she becomes afraid and ashamed of it. At the same time, the whole burden of childbearing and childbirth toppled with the necessity of looking after them falls on the woman. In this regard, a woman is nothing but an objectified being influenced by patriarchy.

Further, Kamala Das also points out the expectations of a society on the appearance of a woman through her article of clothing. In the poem, Kamala Das mentions the remarks of people through the following lines:

Then… I wore a shirt and my
Brother's trousers, cut my hair short and ignored
My womanliness. Dress in sarees, be girl
Be wife, they said. Be embroiderer, be cook,
Be a quarreller with servants. Fit in. oh,
Belong, cried the categorizers.
(Summer in Calcutta, "An Introduction" Line 33-38)

It is evident that the socially constructed view of a woman lies in the way she presents herself by way of clothing. A woman is not expected to wear men's clothing and at the same time sporting a short hair is absolutely unacceptable. Kamala Das objects to this sort of differentiation that society exerts on a woman on the basis of her biological inferiority. She cut her hair short and wore a shirt and her brother's trousers to display her stand against what the society defines as "womanliness". She refers to them as categorizers who tell her to be a girl and a wife. These categorizers consistently demand a woman to dress in sarees and perform the typical household chores which includes cooking and embroidery. A woman is required to fit in and in order to do so is expected to fulfil the requirements which are laid down by the typical patriarchal society and those which are considered

6. Guha, S. (2009). "Neoliberalising the 'Urban': New Geographies of Power and Injustice in Indian Cities". *Economic and Political Weekly,* 44(29), 95-107.

7. Good Urban Governance, India Launch, Documented by Human Settlement Management Institute, New Delhi, 2001, pp. 1-5.

8. Shrivastawa, O. (1980). *Municipal Govt, and Administration in India.* Allahabad: Chugh Publications, pp. 73.

9. District Disaster Management Authority, Cachar. A Case Study on Water Logging Problems in an Urban Area of Silchar (Cachar District) and the probable mitigational outcome.

Within this, there is no relationship between revenues and expenditures of the municipalities. This situation is to be corrected at the earliest by making them to follow effective budgetary principles.

Concluding Observation

Development is one of those phenomena that may bring about major changes in the way of life of people in the country. Rapid growth of population, migration vis a vis urbanization may also bring about changes. With modern economic development getting accelerated, the pace of urbanization, too, is becoming rapid. It is quite natural that when people in a locality begin to live together, certain civic problems arise which need to be governed and mitigated efficiently. The unplanned urbanization, if not given due attention in time, is bound to give rise to multifarious problems, even injustice and disorderliness. Hence, there is the need for a proper assessment of existing facilities and planning and drawing up of schemes based on present and future demand. In this context, perspective urban planning is an important remedy to the problems of urban local governments in which the municipal authorities will have to plan allocation of land for various uses, particularly for housing the population, and to ensure that the basic infrastructure services such as roads, drainage and sanitation, hygiene and waste disposal are well planned and provided to all the residents of the town.

References:

1. Sharma, P. (2014). "Politics of Urban Development in India". *Journal of Humanities and Social Science,* 19(3), 45-52.
2. Thompson, W.S. (1935). *Urbanization in Encyclopedia of Social Sciences.* Vol. XV, Macmillan, pp. l89.
3. Maheshwari, S.R. (2006). *Local government in India.* New Delhi, Lakshmi Narain Aggarwal, pp. 225-228.
4. Mondal, R.B. (1998). *Growth of Urbanisation in India.* New Delhi :Concept Publication Company.
5. Singh, N. Th. *Urban Development and Planning.* New Delhi: Rajesh Publications.

woman-like. Above all, a woman is expected to follow these things unquestionably. Kamala Das through her poem expresses an array of disagreement on these structured conditioning of women.

In a country like India, patriarchy continues to obtain favour for the men thereby confining the womenfolk to subjugation. Women, hence, are double marginalized- first, by the opposite sex, and second, by the women themselves. The concept of female subjugation on the basis of patriarchy has rooted itself so deeply into the female psyche that one woman subjugates another woman by way of tradition. For instance, in a household or family, it is the mother who takes the responsibility of training or teaching her daughter how to behave, dress and conduct herself socially. Thus, it is not just the men in particular, but the whole idea of a woman as the second sex, of being an inferior class, that contributes to the never-ending cycle of female subjugation.

Though everybody around wanted her to conform to the conventions of patriarchal society and thereby becoming a traditional woman like Amy or Kamala or Madhavikutty, Das revolts against the shackles with which society tried to bind her and crush her personality. Towards the end, the poem seems to acquire a different dimension when Das writes:

I met a man, loved him. Call
Him not by any name, he is every man
Who wants a woman, just as I am every
Woman who seeks love.
(Summer in Calcutta, "An Introduction" Line 45-48)

Words like 'wants', 'seeks', reassert women's search for an ideal, permanent love from men whose attitude towards love is very shallow and ephemeral. It appears to us that the poet persona as an individual is trying to voice a universal womanhood and is also trying to share her experiences, good or bad, with all other women. Love and sexuality are two major intermingling components in her search for female identity and the identity consists of polarities. The poem ends with the pungent feelings against the inhuman and mechanical attempt of the patriarchal society to reduce the personality of a woman to a puppet:

I am a sinner,
I am saint. I am the beloved and the
Betrayed. I have no joys that are not yours, no
Aches which are not yours. I too call myself I.
(Summer in Calcutta, "An Introduction" Line 58-61)

Finally, it can be concluded that identifying herself with other subjugated women of the world, Kamala Das universalises wretchedness of all women and tries to find out liberty. The poem becomes a statement on gender discrimination and it also paves the path of transcending the constraints imposed on a woman by seeking individual freedom. (Bijender Singh151-152)

Works Cited

- Das, Kamala. *Summer in Calcutta.* DC Books. 1965.
- De Beauvoir, Simone. *The Second Sex.* Translated by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier. Vintage Digital 2014.
- Moitra, Shefali. *"The Sex/Gender System".* In *Feminist Thought: Androcentrism, Communication and Objectivity.* Munshiram Manoharlal Publisher. 2002.
- Singh, Bijender. Editor. *Gender Discourse in Indian Writings in English.*Rigi Publication. 2014.

not maintained, the assets of the Board could not be monitored in proper manner and thereby leading to the mismanagement of assets. Moreover, as some of the assets were revenue generating, the Board in this context could not also be able to keep track of the revenue generated by such assets, which would also lead to misappropriation of revenue generated by such assets. Some of the important observations noted in this regard include: deficiencies in the procedure for determining the cost of services; low cost recovery from taxes, non-taxes; high outstanding dues of previous years and high dependence on external sources of finance. The Municipal Board derives its income mainly from taxes and fees. At present most of the householders pay taxes at the rate as being assessed about 20-25 years ago. The rate of tax is also minimum, which can also be considered as a vital constraint in revenue generation of SMB.

The remedy to this present situation lies in augmenting the local revenues. On the whole, the state may assign any of the taxes on the State List either in whole or in part to local bodies which shall enable the state government to exercise degree of supervision and control over the affairs of the local bodies. From the survey of office gadgets of S.M.B., it appears that there were no development plans of short-term, mid-term or long-term during the last few years of municipal activities. They were interested only in day-to-day activities rather than restructuring the town into a modern town by undertaking various developmental works of permanent in nature and beneficial for social and economic development of the inhabitants of Silchar town.

From an overall observation of the office gadgets of SMB, it is being found that for the last five years together, the management of finances of the municipal government was in a worse condition. An important reason for this would be that the municipal body in Silchar town is not found to follow the best principle of public finance, i.e., assessment of revenue based on the expenditure needs of citizens by spending more on civic amenities and facilities which is based on the chance of getting more revenue that creates a paradoxical situation for the Board. Indeed, the only alternative left to this problem is that the municipal body by leaving aside petty politics must exploit fully the existing sources of revenue through showing strong will power and at the same time the government should expedite finalization of the recommendations of the State Finance Commission. The practice of estimating the amount of revenue to be mobilized based on expenditure need is almost lacking and only haphazard and arbitrary techniques are normally being employed for the purpose.

almost lacking in Silchar Municipal Board. As a result, for carrying out their allocated functions, the Board is mostly constrained to rely on Government grants. From the study it is also being found that more than 80% of the revenues collected by the municipality are spent on the establishment. As a result, the tax payers are not provided with their minimum needs of amenities. It is, therefore, suggested that the civic services should be maintained by local taxes as well as establishment should be downsized as far as possible. Government grants should not only be utilized for the maintenance of establishment sections of the town.

It is also found that lack of funds has paralyzed different schemes of development like sewerage expansion, laying of new pipe lines, management of toxic wastes and disposal of garbage and the urban development agencies have failed to cater to the basic needs of the town dwellers in a satisfied manner. In the present study, it is further being observed that the different branches of S.M.B do not give a helping hand to each other for providing speedy service to public. Normally it is seen that various agencies or departments shrug off its shoulders and put the blame or responsibility upon the other. The officials of one department hardly feel that their coordination and help will result in the smooth and speedy functioning of the other department. Sometimes these agencies unduly interfere in each other's jurisdiction thereby hampering pace of development and adding to the hassles of the public.

Besides, due to lack of man power, there were procedural lapses in the Board in maintenance of records as well as insufficient collection of taxes/fees resulting in huge arrears of receipts which adversely affected the generation of revenues. Silchar Municipal Board has failed to maximize the local revenue potential due to its chronic deficiencies. Furthermore, the expenditure is also growing at a faster rate than the revenue collection resulting in fiscal gaps. This situation of financial constraints has led to increased dependence on the state government for aid.

It is also being observed through field visits that there exists inefficiency and casualness amongst the officials of the accounts branch in the management of finances as records of financial gadgets such as Balance Sheets, Income and Expenditure Statements, Statements of Cash flows and Receipt and Payment Accounts are not systematically maintained on accrual basis, which affects adversely the delivery of basic civic services to the residents of the town. As the Asset registers were

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 65–72

Exploring the Nitty-Gritties of Modern Marriage through Shobhaa De's *Spouse*

K.S Mariam
Ph.D Research Scholar, Department of English
Nagaland University, Kohima Campus,Nagaland. 797004.

Abstract : *In today's milieu, to remain unaffected by massive change that is taking place in all aspects of life due to advancement in technology, idea of globalization, and paradigm shift from tradition to modernity is impossibleble. The intricacies of relationship is not exceptional and it too is caught between the complex web of modernization, whereby entering into a transition phase from conventional to unconventional and simultaneously balancing new and old values, adding more complexities to human relationship. Among many other dynamics of relationship, it is the husband and wife which are officially accepted by society as sermonized by the institution of marriage that attracts the attention of many writers. Many writers all over the world are keen to bring forth the concept of marriage in both fiction and non-fictional works. Among many writers Shobhaa De is known for her controversial writings because of her bold and explicit writing about taboo subject like 'sex' and 'lust' that kills the purity of sacred institution like marriage by giving oneself into extra marital affairs. De takes strong hold in writing about the Nitty-Gritties of marriage as modernization takes its toll on married couples and youngsters who aspire to get married. This paper aims to explore the nitty-gritties of marriage through the lens of Shobhaa De's Spouse, which is non-fictional work and more of memoirs as it talks about her own experience and people whom she knows intimately.*

Keywords: *Nitty-Gritties, Marriage, '3T's' Theory, Sex, and Reassurance.*

Introduction

Literature is the reflection of society in which we live in, and it is a treasure trove that preserves and reflects the culture, custom and traditional values of people dwelling in it. It is through different genre of literature that people around the world are connected and are able to assimilate in spite of difference in culture, custom and tradition. The influence of society on literature is undeniable as writers frame ideas not only through imagination but tend to reflect on events, incidents, and mindset of people as they put forth through characters, dialogues and moral teachings that imparts. In this light, a well known Indian writer Shobhaa De stands apart as she explores the unexplored, and her writings are considered bold and path breaking as she debunks the conventional notions about 'sex' as a taboo to be wrapped with language under intensive care. In a traditional set up of Indian society, people are expected to conform to certain do's and don'ts when it comes to sex and physical intimacy but De does not shy away from this subject matter in her discourse. Instead she tries to talk about its importance in a marriage and its consequences outside the institution of marriage. Living in a fast-paced modern world, people are overshadowed by the idea of globalization and modernization where every part of the world yearns to be more liberated, and embraces the influence of new wind. Yet, she subtly tries to balance the importance of both conventional values and simultaneously accepts more liberal and popular perception of unfiltered outlook and has a healthy discourse on every aspect of married life. The writing of Shobhaa De sheds light on different shades of predicament that modern people of Indian have to endure in the midst of upheavals and intricacies of tradition and modernity that take tolls on the institution of marriage. Shobhaa De in her non-fictional work Spouse tends to contextualize the condition of people in India who try to shape and prune their life based on their cultural belief; values are caught in the intricacies of tradition and modernity where both men and women find it hard to fit themselves into the mould of marriage in which society acts as moral police. Shobhaa De's *Spouse* undoubtedly makes the reader to rethink the overall concept within the readings of literature not only as a medium to please aesthetic sense and entertain but also to understand different aspects of life beyond popular cultural belief systems which are institutionalized and structured.

In a way, literature acts as a therapy in the midst of chaos and fragmentation spread in this modern world. Literature is not just about appealing aesthetics sense and transporting the reader to the world of imagination but it also acts as a tool to bring about transformation as it is

Board with respect to the governance of service delivery approach to the residents of the town. With regard to the governance of waste collection services, it is being commented by the officials of the Board that absence of adequate number of vehicles and garbage collectors poses severe crises to the service delivery of the town by SMB. Therefore, the waste generated by the households is not being made possible to collect directly from the households on a regular basis due to this scarcity of adequate numbers of infrastructure.

From the analytical discussions with the members of the Board, it is being found that there is a general feeling of discontent amongst some elected members on their participation in municipal matters. The members argued that they have contested in municipal elections with the intention to contribute actively to the development of their respective ward. But, from their experience they feel that the work practices are too complex and not easy to comprehend. Unfortunately, the influential members prefer to ignore their grievances in this regard. Therefore, the other members lose their interest in municipal matters because of the lack of incentives offered by the State government. In this situation, it becomes difficult for them to be accountable to the citizens who have elected them and vested their faith in them.

However, all the Board members have specified the main cause for service delivery of the Board is the poor financial condition of SMB. Overall expenditure of the Board is increasing at a higher rate and unfortunately a major portion of total expenditure is incurred on salary and other administrative expenses. There is continuous rise in liabilities of the municipality due to the widening gap between revenue and expenditure. Besides, revision of taxes, through the self-assessment that is the Unit Area Method, was also not being implemented by Silchar Municipal Board. From the study of office records of the Municipality, it is evident that there were maximum instances of short deposit and non-deposit of receipts by the collectors on time which implies lack of internal control on revenue collection. Allegations have been made by the Deputy Director of TACP cell of the Board that the assessments made by the municipality were not fair and even. This, on the other hand, results in non-provision of adequate civic amenities to the residents of the town since the Board is utilizing lesser proportions of their own resources on obligatory functions. Moreover, the management of its funds by the SMB was also found to be unsatisfactory. Indeed, except preparing for annual budgets, financial planning and management is

Table 4 Respondents' opinion about effect of urbanization on sanitation and sewerage

Particulars	Yes (%)	No (%)
Rapid rate of urbanisation results in poor sanitation facilities in town	83.70%	16.30%
Is there any waste collection facility available in your locality	29.63%	70.37%
Household face problems concerning the sewerage systems	43.70%	56.30%

From the field survey, it is being found that 42% respondents have access to garbage collection facility on daily basis by means of garbage cart and only 8% of the respondents argued that they have garbage dumpster near home. At present, most of the sewer of the town is drained untreated into the adjacent nullah or khad. There is no provision for the treatment of sewer produced by the town. The collection and transportation of solid waste needs to be made more effective as every crude dump is an environmental disaster causing health risks from flies, rats and air pollution from deliberate or accidental burning. The disposal should be swift to avoid pollution of surface and ground water.

Dilemmas on Urban Governance:

The management of civic administration as well as the complexities faced by the municipality in service delivery mechanism is understood on the basis of the experienced views of those municipal functionaries who participate regularly in the decision-making process of urban local governments, namely the elected members and the appointed authorities, i.e., the executive officer, and other staff. Hence, in order to ascertain what are the major crises being faced by the urban governance towards mitigating the urban problems, the present paper also examines the opinions of the members of Board collected through analytical discussions from the field visits and tries to find out the remedial measures of the phenomenon of urbanization.

From the discussions with the Board members it is being found that due to rapid growth of population, spatial planning of the town for managing its unplanned growth is a major challenge being faced by the Board. The board members have pointed the issue of migration due to rapid development of the town, as an important challenge before the

a spectrum that talks about almost every aspect of life. It also acts as an inspirational source that pricks the conscious of people to ponder upon certain issues of life and to uphold important values in life which is immensely missing in the fast world of modern days. People living in different parts of the world are able to assimilate different cultures as literature acts as a connecting link exploring different cultures, tradition and custom that people follow. Indeed, literature is a store house that nurtures and nourishes good values and instills moral consciousness in people's mind.

Intricacies of Marriage through the lens of De's *Spouse*

The status of relationship changes when two people get married, shouldering certain responsibilities as marriage alters priorities and their perspectives. And in order to have a discourse about the institution of marriage De narrates here things from her own experience and also from married couples that she comes across in her day to day life. She bluntly opines that one should marry only when s/he wants to, not out of family or societal pressure. Marriage can be maddening and has no short cut to make it work but it can be blissful when both the partners work actively on it. Romance plays a pivotal role in a blissful marriage as the couple tends to care about spending time and enjoy each other company; it's the simplest way to make marriage last lifetime and not to be seen as life imprisonment. Finding happiness in simplest thing like taking active interest in each other wardrobe and abiding interest in appearance keeps the romance alive making marriage a blissful moment of all time.

Marriage is not static and it needs constant effort from the couple to nurture their relationship; it is important that the couple realized the importance of a loving touch that has no sexual intention as it is therapeutic which soothes the hardest words spoken in anger. In many families the touch culture might be treated as taboo but physical touch does not always imply sexual act. It is best when couple in marriage come out of inhibitory wall that holds us back from affectionate touch. In this way couple knows each other intimately without any feeling any sense of insecurity.

De also warns about total honesty and transparency in marriage. She gives tips to couples saying that they must not bark about former lovers in public as it might end up humiliating the spouse and might even become judgmental based on past record leading to ugly fights. It is always better to come up with white lies occasionally rather than being too aggressive and harsh; truth is always better to leave some truth unspoken. In a marriage life societal setup plays an important role and

our society does not expect women to be very articulate and imperative when it comes to their wants and expectations, considered unfeminine. Instead, the couple should focus on healthy communication as there is no point in being self-conscious and the partner might end up misinterpreting if it is not stated clearly. It should also be kept in mind that the partners are not mind readers and should not blame them if they fail to code your message which is spoken indirectly.

Marriage is not supposed to kill every other relation like friendship but the partners should keep in mind that friendship with girlfriend or boyfriend should be accepted and approved by the spouse. De also throws light on how both arranged and love marriages work. In love marriage the lovers should be able to take full responsibility and confidence over their decision. The strong passionate love should not fade away with time but stand firm in thick and thin; it is also imperative to say that when children are in marital crisis parents should not be super insensitive and start lecturing them as it is not the good time. Arranged marriage on the other hand is not always seen as cultural implication by some younger generation as they prefer to leave the decision to their elders who have more knowledge about life. With time, things have changed to some extent and divorce is not as dreaded as in conventional sense in today's world. De opines that if there is abuse in marriage there is little chance that an abusive person will reform so it is always better to walk out of that marriage. In this case, many partners choose to remain in marriage using children as alibis but if you really care about their feelings, you should either change the situation or walk out as children too will be free of abusive environment.

Marriage comes with tons of baggage and sexual compatibility is one of the basic essentials as it is not only life process but an intimate bond between husband and wife. Sex is also regarded as stress-buster and its compatibility can be attained when the partners are in tune mentally and emotionally. Sex should not be considered as dreaded word or taken for granted as it will become mechanical and copulating rather than making love. Marriage is an idea which differs according to every individual; it depends on what one expects from it. It is always wise to recognize the warning signs in marriage and works on it before it is doomed.

Shobhaa De's '3T's' theory on Marriage

Marriage as stated by Shobhaa De is a flawed institution; it takes a considerable amount of sincere efforts from both man and woman to stay married and enjoy being married. De's *Spouse* as a book dedicated to the

approximately 15.75 sq. km. whereas the lengths of existing lined and unlined drains are about 8.79 km [9].

Despite rapid growth of population of Silchar town the drainage and sewerage facility did not develop at the same pace causing water logging problem. The opinion of the respondents with respect to the problems of drainage and water logging obstacle are shown in Table 2.

Water logging and damaging of road

Particulars	**Yes (%)**	**No (%)**
Water logging and deterioration of roads during heavy rain	87.41%	12.59%

In the present study, the respondents have also been asked about the consequences which they used to face as a result of problem of blockage in the drains and water logging in their area. This is illustrated in the Table 3.

Table 3 Effects of water logging and drainage problem

Particulars of the consequence of Water Logging	**% of respondent**
Cannot go to work	8.52%
Children cannot go to school	11.11%
Do not get proper foodstuffs	1.11%
Do not get medical treatment	0.00%
All of the above problems are faced	74.07%
Does not affect life	5.19%

c. Waste Removal and Sanitation:

There is insufficient conservancy and garbage disposal system in Silchar town causing serious unhygienic condition throughout the town. Due to unplanned growth of the town, both commercial and residential units co-exist. However, the collection system of waste is not designed to collect presorted waste and as a result commercial and residential waste gets mixed up. Improper methods of solid and liquid waste management pose a great threat to urban ecology and environment in the town. The perception of the respondents with respect to the problems of sanitation and waste removal facility as being provided by Silchar Municipality is outlined in Table 4.

which creates the problem of traffic congestion having no space for free movement of the vehicles. The quantity of different kinds of vehicles which are running through the narrow roads in the town has increased several folds during the last 100 years. But the conditions of road have not improved substantially. An entire generation has now grown up in the town which has not seen decent roads and proper traffic regulatory mechanism in Silchar town. Besides, the lack of any road repair works over the years has created big potholes and pits in the roads. There are footpaths in some roads but the unevenly set slabs having wide gap in between serve as death traps for the pedestrians. The perceptions of the respondents in the present study about the conditions of roads and traffic regulation in Silchar town are being shown with the help of the Table 1.

Table 1 Respondents' opinion about road and traffic condition of Silchar town

Particulars	Yes (%)	No (%)	Not aware (%)
Construction of new road in your locality	46.67%	48.15%	5.18%
Repair of old roads in your locality	61.85%	32.96%	5.19%
Do you face traffic congestion while going to your work place	95.37%	4.63%	-
Poor condition and inadequate width of road is the main reason behind traffic congestion	96.67%	3.33%	-
Lack of traffic awareness, and absence of adequate traffic police is responsible for traffic congestion	94.44%	5.56%	-

b. Drainage and Water Logging Problem

Water logging is another serious civic problem being regularly faced by the urban dwellers in the town. Silchar is a town of heavy rainfall with annual average rainfall of about 3400 mm [9]. During the monsoon season, most of the areas of the town remain waterlogged. It was found in the present study that the area of Silchar town is

institution of marriage, revolves around her '3T's' theory which laid a strong foundation for a successful marriage. It focuses on the importance of 'Time', 'Tolerance', and 'Tenderness', without which marriages fall apart. Marriages though believe to be made in Heaven, it is the man and woman who become wife and husband by the institution of marriage; they have to work on their relationship by constantly keeping in check their priorities. Time is the bedrock of marriage as it takes time to understand each other's needs, desires, likes and dislikes. In a marriage both husband and wife belonging to different background following certain set of values are expected to live together with responsibilities weighed upon them. In this light, 'Time' is something which needs to be given generously to each other both in arranged and love marriage. In arranged marriage, husband and wife should go easy and try to understand each other, it can happen only when they spend quality time conversing with each other and discussing common issues. Likewise love marriage too faces quibble as time takes toll on lovers as their status changes from lovers to husband and wife who are expected to be committed till death do them apart. As marriage needs lots of time investment, every couple should spare their precious time with one another though living in a fast paced modern world where people tend to be more careerist, ambitious and mechanical makes it near impossible. When modernization takes its toll every couple should stand by each other reassuring each other through thick and thin. In marriage priorities change after having a baby and it is when both the partners need support and space. A new mother should be given enough time to cope with post delivery anxiety and even a father should not be excluded from activities related to baby as it is the mutual contribution. Time teaches them to cope with kids though they are having no prior knowledge.

Marriage to be successful needs tolerance which is very much short in supply. Every individual loves his or her individuality and one's unique personality which is devoid of camouflage. One cannot change completely for his or her spouse so it becomes very important to be tolerant to each other's temperament, way of thinking, habits, and personality as a whole. Though two people become one after marriage their upbringing and the values inculcated in them by their respective family might not always coexist or mingle positively. In this case, to stay happily married one need to accommodate, respect and tolerate the differences without completely losing one's individuality. In the modern world, generally both husband and wife look for a career and it might take toll on their marriage so it is best that they sort out things depending on

the urgency and nature of job without being egoistic for peaceful marriage. Women in marriage are more vulnerable to maladjustment as they are taught by their parents and normative society to tolerate and adjust according to the needs of her new family. This might not lead to healthy marriage as marriage is all about true partnership where both the parties give their hundred percent without being biased. Apart from emotional needs, sex and physical intimacy is very much an essential part of marriage, it should not be treated only as life process but a bond between husband and wife. The couple should have healthy discussion on sex and should understand each other's needs while balancing other hectic jobs instead of making it a programmed sex. Couples who are in high demanding job should understand that their spouse might drained of his or her energy due to long working hours but they should be tolerant towards each other and make them feel at ease through affectionate hug as body language plays a pivotal role in healthy married life.

In this modern world, people have become more mechanical and the value of human relation is slowly taking a back seat which affects marriage the most. Women who love traditional role of homemaker are compelled to play some other role where she is expected to be self reliant and independent to the core. In this context, Shobhaa De brings in the story of how a young married woman is filled with loneliness and deep sense of rejection as she has to face the pain and nervousness of going through surgical procedure all by herself without her husband who is least bothered with the sensitivity of emotional and physical needs of his wife. In marriage it is the tenderness in time of small and big crisis that husband and wife need reassurance that there will be there for each other against all odds. It's not only about woman who yearns for tenderness but De also talks about how a man also needs tenderness in a relationship. A man in a marriage complains about his careerist wife whose clock revolves around her wants, her career, her gym time, her meditation, her wellness trip which completely exclude her husband. When he tries to find his slot, ". . . she loses it and asks, "Why didn't you marry some dumb cow if that's the life you wanted? I'm not your slave to stay home all day catering to your needs!" (*Spouse* 192). Marriage collapses like a house of cards when there is no tenderness left among husband and wife and both should understand that there is no shame in needing each other. There should be certain level of dependability and reassurance that no matter how busy and competitive their careers are, they should make sure their spouses are their priority

urban governance. The objective of this research paper is to analyze the major problems suffered by the town dwellers as well as the challenges faced by the Board members in the governance of Municipal Board to mitigate the problems developed due to rapid urbanization of Silchar town.

Methodology

To achieve the objective of the present study, a survey was conducted amongst the selected 300 numbers of respondents through a structured questionnaire. There are total number of 28 wards comprising of 19,652 (nineteen thousand six hundred fifty two) households under Silchar Municipality (collected from office of Silchar Municipal Board). For the purpose identifying the problems of urbanization in Silchar town, 14 (fourteen) wards were selected keeping in view the size of the population of the wards. From each of the fourteen wards, twenty respondents were selected on the basis of purposive sampling keeping in view their age, education, administrative position and organizational activities. Apart from this, 20 members of Silchar Municipal Board, both elected and appointed are also being interviewed in order to understand the major challenges being faced urban local governance for mitigating the problems of the town dwellers.

Data Analysis and Interpretation

The scenario of the urban life of Silchar town began to be affected by different dimensions of urbanization which is the result of perpetual growth in population and continuous process of shifting of rural population towards the urban centre. There has been growing imbalance between people's aspirations and their civic needs on the one hand and actual performance rendered by the Municipal administration of the town on the other. Consequently, the residents of the town are facing enormous civic problems which have deteriorated the standard of living of the town dwellers as a whole.

Problems of Urbanisation on Town Dwellers

The problems which become evident from the survey of the present research work are enumerated in the following sections with the help of some tables.

a. Roads, and Traffic Management:

The road condition in Silchar is causing great concern to all. Except a few, most of the roads of the town are worn-out, narrow

life of the urban dwellers in most of the cities [5].

Therefore, it is utmost essential that appropriate environment for the dwellers of the town as well as villages are created by the local govt. which would facilitate to exert a pull on investment, provide employment and ensure a better quality of life for all the dwellers irrespective of town or rural areas [6]. However, the success and efficiency of an administration depends both upon the efficiency of its personnel and also upon its proper organizational set up and effective governance. Thus, it becomes clear that in all sectors of public interventions and service delivery, until and unless the state of governance is 'good', service or product delivery will not be proper. If urban centers have been termed as engines of economic growth, urban governance can rightly be called wheels of such engines [7]. In this present era of democratic politics, the urban government in the country has been passing through major series of crises resulting from unplanned urbanization of the cities such as crisis of leadership, crisis of administration and civic management, crisis of finances and above all crisis of public confidence [8]. Under such circumstances, an effort to study the challenges faced by urban governance in civic management of the town will certainly help in identifying the remedies to the problems suffered by the town dwellers.

Silchar, the head-quarter of Cachar district is located in the southern part of state Assam. The state of Assam is experiencing population inflow, both internal and external since decades. Better livelihood opportunity is the main reason behind migration of population in Assam. Silchar, the second largest city of the state of Assam, has emerged as a center for educational opportunity, medical facility, employment and business prospect and hence is attracting people from other areas to Silchar. The decadal growth of population in Silchar town which was 27% and 55% respectively between 1991-2001 and 2001-2011 was higher than the respective national growth rate of 21.54% and 17.64% respectively. In other words, Silchar town has experienced rapid urbanization during the last two decades.

As a result of rapid urbanization, there emerged the problems of high density of population due to inflow of rural population, inadequacy of the facilities of roads, traffic management, housing, sewerage and drainage, drinking water, health, hygiene and good environment. The issues of urbanization, if, thus, not being given proper attention in time, may give rise to multifarious civic problems and hence, there is a growing need for better

and try to nurture their relationship. To be happily married one should understand that a tender word and touch can soothe the soul longing for true companionship. In a marriage when a wife comes to live with her in-laws leaving behind her parental home, she should be treated with tenderness so that she can make herself comfortable and understand what her new family wants from her. And same goes with the wife; she should not be filled with negativity about her in-laws and embrace them as its part of her husband life.

One cannot deny the fact that marriage alters perspectives and priorities but husband and wife should understand that with little act of tenderness, they can go a long way without having to be aggressive to all the changes and compromises that they have to make. It is hard for the couples to remain married in aggressively individualistic atmosphere. Apart from other important elements of marriage, De in *Spouse* commendably talks about synchronicity when she says:

It is said that couples who have been happily married for a while start resembling each other. Not only to they look alike, they also sound alike. Often, they're so much in sync, they can actually anticipate each other's thoughts and complete sentences. (200)

In a marriage when the couple nurtures one another delicately and with intensive care, with time they resonate along each other at the spiritual level and thus become the 'soulmates' making marriage a lifelong commitment gracefully.

Conclusion

Shobhaa De's *Spouse* is not only savvy and amuses the reader but is indeed a pragmatic piece of writing that candidly speaks her mind on marriage. Her writing convinces people to lead a healthy married life by bringing in the nitty-gritties of modern marriages without being biased. In this work she speaks out her mind on marriage but not as a feminist as she focuses on true companionship and not on trophy. One should enjoy being married and staying married out of choice as marriage is for someone who enjoys it and wants it. ▸▸

Works Cited

De, Shobhaa. Spouse. New Delhi: Penguin Books. 2005. Print.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-7 No.-2, July, 2020
PP 73–85

Problems of Urbanisation on Governance: A Review of Silchar Town

Deepanwita Dey Purkayastha[1], Debotosh Chakraborty[2]

[1] Research Scholar, Department of Political Science, Assam University, Silchar, India
[2] Assistant Professor, Department of Political Science, Assam University, Silchar, India

Abstract : *The fast rate growth of urbanization due to the massive inflow of people from rural to urban areas which makes the cities as large centers for investment has come around with a number of social and economic as well as civic problems. With the massive growth of population as well the growing role of urban centers, the role of administration has become of utmost important to regulate the life of the common masses. The present paper is concentrated on understanding the challenges faced by urban governance due to rapid and unplanned urbanization of Silchar town. A field survey was conducted amongst 280 numbers of residents from different occupational backgrounds who are being selected from 14 numbers of wards under Silchar municipality as well as 20 members of the Municipal Board i.e. both elected and employed for obtaining their views towards mitigating the effect of rapid urbanization of the town. The study reveals that ever growing problems on urban governance can be resolved by efficient leadership of the Board and coordination between the district administration and the Municipal Board in general and active participation of the common people in all affairs of the town in particular.*

Keywords: urbanization, migration, municipal board, governance, Silchar.

Introduction

With the advent of economic liberalization and globalization, the urban centers of almost all the cities in general have emerged as the hubs around which India's economy would gravitate [1]. As a consequence of industrialization, people have started moving towards the industrial areas in search of employment which has led to the growth of towns and cities. It, thus, induces migration from countryside to cities. With the onset of the process of urbanization, villages near the urban units and even the remote villages tend to enter the orbit of a town or a city [2].

The word 'urbanization' literally refers to a process of absorption of people in densely populated habitats and making the spatial units to lose the rural character with a rapid shift of occupations from primary to non-primary sectors [3]. The density of population in urban areas increases due to inflow of people from less industrialized regions to more industrialized areas. Hence, urbanization, simply defined as the shift from a rural to an urban society, is an essential outcome of migration that goes hand in hand with the industrial and technological development of urban settlements. Furthermore, urbanization is also the result of socio - political and cultural development of an urban area.

Due to the rapid growth of urban centers which are the fetching centers for large investment, specialized services, amenities and their effective and efficient functioning assumes added importance. The concepts of urbanisation as well as urban governance accordingly become more pertinent and critical in this context as the ability of a nation to pursue its economic goals depends upon its competence to govern towns and cities effectively and efficiently. Thus, urban planning and management of urban affairs are essential parameters of urban development. The aim of all planning is the creation of suitable environment for the common masses by providing them all the basic amenities of life [4].

However, due to the rapid pace of urbanization, there has been a growing disparity between people's aspirations and their civic needs on one hand, and actual performance as rendered by the civic administration on the other. The main objective of all the civic administration is to provide assurance that the basic infrastructure and civic amenities are available to the town dwellers. But the rapid population growth or urbanization results in worsening of the civic services and amenities which has given rise to multifarious problems and degradation of the quality of